ভূমিকা

'শ্রীম-দর্শন' মহাগ্রন্থের পঞ্চদশ ভাগের 'প্রেস কপি' তৈরী হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট (শ্রীম ট্রাস্ট), ৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড় কার্যালয়ে। 'প্রেস কপি'টি কলিকাতায় প্রেসে পৌঁছায় ফেব্রুয়ারী ২৬, ১৯৭৪ তারিখে।* সেইদিন রাত্রে চণ্ডীগড়ে 'শ্রীম-দর্শন'কার স্বামী নিত্যাত্মানন্দের পক্ষাঘাতের (paralysis) আক্রমণ হয় ডানদিকে। তাঁহার লেখার কাজ সেইখানেই শেষ হয়।

স্থানাভাবে শ্রীম ও শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কথার পাণ্ডুলিপির কতকাংশ পঞ্চদশ ভাগে সংযোজন করা সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থকারের ইচ্ছা ছিল ঐ সব কথা পূর্বপ্রকাশিত চতুর্দশ ভাগের সঙ্গে সংযোজন করিয়া দিবার। শ্রীম-দর্শনের পাঠক এইরূপ আগ্রহ জানান যে, ঐ সব কথা স্বতন্ত্ররূপে গ্রথিত করিলে চতুর্দশ ভাগের ধারক (possessor) এই মহাগ্রন্থের শেষাংশ নূতন গ্রন্থে প্রাপ্ত হইবেন।

ঐ সকল অপ্রকাশিত কথা এই গ্রন্থে দেওয়া হইল।

এই গ্রন্থে শ্রীম-র লিখিত কতকগুলি পত্রও সংযোজন করা হইল।

আরও সংযোজন করা হইল 'শ্রীম-দর্শন'কারের জীবনের দুই-একটি প্রধান ঘটনার কথা।

'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থমালার প্রকাশনে ও প্রচারে যে সাধু, মহাত্মা, ভক্ত ও বন্ধু যে-কোন ভাবে সহায়তা করিয়াছেন, প্রকাশিকা তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা, প্রকাশিকা
শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রীম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড়।

ফাল্গুন, শুক্লা
শ্রীজন্ম দ্বিতীয়া
১৩৮২ সন, ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ

---

* 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ তারিখে।

শ্রীম-র
শ্রীম-র

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের পূর্ব নাম ছিল জগৎবন্ধু রায়। তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ। তিনি মাতৃভক্ত ছিলেন। শ্রীদ্বারকানাথের মাতা-ঠাকুরাণী ছিলেন শ্রীমতী দুর্গাদেবী। তিনি দুর্গানাম কলাপাতায় ১০৮ বার লিখিয়া, প্রণাম করিয়া ও চরণামৃত সেবন করিয়া তাঁহার দৈনন্দিন কার্য আরম্ভ করিতেন। শ্রীজগবন্ধুর পিতামহী দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথের আরাধনার ফলে শ্রীজগবন্ধুকে লাভ করেন।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের গঙ্গাদশহরায় শ্রীজগবন্ধুর জন্ম হয় তাঁহার মাতুলালয় কঠিয়াদিতে (জেলা মৈমনসিং — এখন বাংলাদেশে)। তাঁহার মামাদের নাম ছিল শ্রীভৈরব রায় ও শ্রীগোবিন্দ রায়।

অল্প বয়স হইতেই শ্রীজগবন্ধু মহাপুরুষদের সঙ্গ করিতেন। ঠাকুর ও স্বামীজীর বই পড়িতেন, বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল। B.A., B.L.- পড়া শ্রীজগবন্ধুর স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত (prodigious), তীক্ষ্ণ ও অত্যাশ্চর্য। শ্রীম-র কৃপাশ্রয়ে থাকিবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল উঠন্ত যৌবন হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত। সেইখানে থাকাকালীন যাহা যেদিন প্রত্যক্ষ দেখিতেন ও শুনিতেন তাহা নিজের দৈনন্দিন ডায়েরীতে সেইদিনই গোপনে লিখিয়া রাখিতেন। বহুকাল ধরিয়া যক্ষের ধনের মত এই ডায়েরী তিনি পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে ঋষিকেশে।

শ্রীজগবন্ধু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। শ্রীম-র কৃপাশ্রয়ে থাকাকালে শ্রীম-র ইচ্ছায় তিনি মর্টন স্কুলের* অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহাপুরুষের সঙ্গ ও সেবা — প্রধান লাভ

*শ্রীম ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে অবস্থিত মর্টন স্কুলের অধিকারী ও রেক্টর ছিলেন।

শ্রীমকে নানা অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করা।

শ্রীজগবন্ধুর শ্রীম-র সাহচর্যলাভ ছিল এক দৈব ঘটনা। শ্রীজগবন্ধু অতি অল্প বয়সে 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারেন নাই তখন। শ্রীম এই গ্রন্থের লেখক, এই মাত্র জানিতেন। শ্রীম-র প্রতি শ্রীজগবন্ধুর আকর্ষণও ছিল না তখন। আকর্ষণ ছিল জগৎগুরু আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের উপর — এই বীরকেশরী ছিলেন তাঁহার উপাস্য। সেই সময় হইতেই স্বামী বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া যথাসাধ্য পবিত্র জীবনযাপন ও সেবাব্রত অনুষ্ঠান করিতেন। অনাড়ম্বর সরল জীবন ছিল তাঁহার আদর্শ।

তখন শ্রীজগবন্ধু কলেজে পড়েন। বেলুড় মঠের দীক্ষিত শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এক বন্ধুর সহিত একদিন তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সম্বন্ধে কথা হয়। বন্ধুটি বলেন, শ্রীম ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না। 'তিনি স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) কথা কেন বলেন না?' — এই প্রসঙ্গে তর্ক হয় দুই বন্ধুতে। শ্রীজগবন্ধুর মতামত ছিল — স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে মুক্তির সন্ধান দিয়াছেন, বাঁচাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার আগমনে ও প্রচারে স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন করিয়া সূত্রপাত হয়; তাঁর কথায়ই তাঁহারা পবিত্র জীবনযাপনের চেষ্টা করেন। তর্ক প্রখর হইলে বন্ধুটির কথায় ইহা ঠিক হইল যে, শ্রীজগবন্ধু শ্রীমকে তাঁহার মতামতের কথা বলিয়া আসিবেন।

শ্রাবণ মাসের বৈকাল। বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীম সেদিন একা। শ্রীম-র সম্মুখে শ্রীজগবন্ধু। দুই চারটি কথা জিজ্ঞাসা করার পর শ্রীম তাঁহার দৈবী অন্তর্ভেদী চক্ষু দুইটি শ্রীজগবন্ধুর মুখের উপর এক মিনিট স্থাপন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলিতে লাগিলেন। ক্রমাগত তিনঘন্টা কাল স্বামীজীর কথা অনর্গল চলিল। শ্রীম-র কথায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে পূর্বাপেক্ষা আরও উচ্চভাবে দেখিবার আলোক পাইলেন। শ্রীম-দর্শনকার নিম্নোক্তরূপে উহা* প্রকাশ করেন ঃ

"আমার নিজের প্রধান লাভ হল শ্রীমকে পাওয়া। ...এইরূপ

* শ্রীম-দর্শন (প্রথম ভাগ) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

একজন 'স্থিতপ্রজ্ঞের' সন্ধানের কারণ ছিল নিজের বুদ্ধির দুর্বলতা ও অস্থিরতা। ... এই মনোবৃত্তির অরাজকতার সময় দর্শন ও লাভ হয় শ্রীমকে নূতন ভাবে।... সেই দিন থেকে বুঝলাম... শ্রীম কর্ণধার।... এই ঘটনার দিন হতে নিত্য শ্রীম-র কাছে যেতে লাগলাম।... কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, শ্রীম আমার গুরু। ... আর চিনলাম মঠকে...নূতন করে। ... বেলুড় মঠের এক অভিনব রং ধরিয়ে দিলেন শ্রীম, দেবভাবে মণ্ডিত করে। উৎসাহিত করে, পরে জোর করে, নিত্য মঠে পাঠাতে লাগলেন অতি প্রত্যুষে। শিখিয়ে দিলেন, মঠের ফটকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে এই চারটি মন্ত্র উচ্চারণ করে ঢুকবে ঃ

(১) কায়মনোবাক্যে আশ্রমপীড়া করব না।

(২) সাধুদের ধ্যানজপের সময় উলঙ্ঘন করব না।

(৩) সাধুদের ভিক্ষান্ন গ্রহণ করব না — কিছু প্রসাদ, যেমন চরণামৃত, অবশ্য চেয়ে নেব।

(৪) বেলুড় মঠের সীমানার ভিতর যদি কোন সাধু তিরস্কার করেন, এমন কি প্রহারও করেন, তবুও হাত জোড় করে তা' সহ্য করব — কারণ ইহা অত্যাশ্রমীদের আশ্রম। এখানে আমাদের বলবার অধিকার নাই।"

তাঁহার দীক্ষাগ্রহণের কথা শ্রীজগবন্ধু এইভাবে* প্রকাশ করেন ঃ

"শ্রীম দীক্ষা গ্রহণ করার কথা প্রায় বলতেন না, কাউকে দীক্ষা দিতেনও না; কিন্তু জমি তৈরী করার কথা খুব বলতেন আর যথেষ্ট সহায়তা করতেন। তাঁর মত ছিল, 'মা জানে কখন ডিম ফোটাতে হবে, ডিমের অত ভাবনা কেন?' কিন্তু যদি কেউ মঠ থেকে দীক্ষা নিয়ে আসতেন, তবে ধন্য ধন্য বলে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করতেন। কিন্তু এইবার আমাকে দীক্ষা নিতে বলতে লাগলেন বারংবার। আর বলতে লাগলেন, 'এখন মঠে গিয়ে থাক বরাবরের জন্য'। আমাদের ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে থাকা, যতদিন ওঁর শরীর থাকে। কিন্তু তিনি তা' শুনবেন না — বললেন, মঠ শ্বশুরঘর, সকলকেই একদিন ওখানে

*শ্রীম-দর্শন (প্রথম ভাগ) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যেতে হবে। মেয়ে বড় হলে বাপের বাড়ি রাখে না — মেয়ে তো থাকতে চায় সেখানে। কিন্তু বাপ রাখে না, রাখা উচিতও নয়।...'

২৫ মার্চ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, ১১ই চৈত্র ১৩৩৪ সাল, শুক্রবার, বসন্তকাল। বেলুড় মঠে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) শ্রীজগবন্ধুকে ব্রহ্মচর্য দেন। নাম হয়, ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য।

ইহার ছয় মাস পূর্বে শ্রীজগবন্ধু মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিন বৎসর থাকার পর ব্রহ্মচর্য হওয়ার নিয়ম আছে। ঐ নিয়মভঙ্গের কারণে, এই বিষয়ে নানা কথার আদান প্রদান হয়। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন — 'দেখ, নিয়ম কিছু নয়। মানুষকে দেখতে হয়। আমি অনেক বছর থেকে তাকে জানি। খুব সৎ ও পবিত্র, আর বুদ্ধিমান ছেলে।' সেইদিন রাত্রেই শ্রীজগবন্ধু মাদ্রাজের জন্য রওনা হন।

দক্ষিণে থাকার সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ শ্রীজগবন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, 'তোমার ভিতর-সন্ন্যাস হয়ে গেছে। বাইরের সন্ন্যাসও হয়ে যাবে যখন এদিকে আসবে।'

জানুয়ারী মাস, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। শ্রীজগবন্ধু তখন বেলুড় মঠে। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন হঠাৎ অত অসুখ হল?' তিনি জানান, 'কাজের অতিরিক্ত পরিশ্রম। তার উপর আবার বসন্ত (pox), তা'তেই কাবু করে ফেলেছে।'

শ্রীমহাপুরুষ বলেন, 'আচ্ছা, হয়ে যাক্ বাইরেরটাও। একবার হয়ে গেলেই হলো। এটা তো বাইরের পরিচয় মাত্র। আসল সন্ন্যাস আন্তরিক সন্ন্যাস। ওটা তো আগেই হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাও হয়ে যাবে কাল।'

সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি মহোৎসব। ২১শে জানুয়ারী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার, পৌষের কৃষ্ণাসপ্তমী। বেলুড় মঠে নানা মঠ ও আশ্রম হইতে সাধুরা আসিয়াছেন। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। শ্রীজগবন্ধুর শরীর অসুস্থ। তিনিও সন্ন্যাস লইবেন আজ।

রাত্রি তিনটা। বেলুড় মঠের ধ্যানঘর। মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে চারিদিকে বসিয়া আছেন। মধ্যস্থলে বিরজা হোম

আয়োজিত। উহার তিন দিক ঘেরিয়া উপবিষ্ট ব্রতীগণ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামী নিত্যাত্মানন্দ বস্ত্র পরিধান করিলেন।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের ঘরের সেবক। সব জিনিসেই তিনি কি আনন্দ কি শুদ্ধ পবিত্র ভাব দেখিতেন।

মার্চ মাস, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ শ্রীমহাপুরুষকে যখন জানান যে, মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে যাইতে বলিতেছেন, তিনি জানিতে চান, কেন? স্বামীজী জানান যে, একটু পড়াইতে হইবে, আর জায়গা ভাল, যদি একটু বায়ু পরিবর্তন হয়। শ্রীমহাপুরুষ বলিয়াছিলেন — হ্যাঁ, জায়গা ভাল। মায়ের মত সাবধান করিয়া শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ আরও বলেন, শরীর বুঝে কাজ নেবে।

১৬ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ হাওড়া হইতে দেওঘরের জন্য রওনা হইলেন। ট্রেনে একা কাঁদিতেছেন আর ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার আমাকে ছাত্র পড়াইতে লইয়া যাইতেছেন। মন চায় থাকিতে ভূস্বর্গে, মঠে।

তাঁহার মনের এই অবস্থা শ্রীম যখন পরে ডায়েরী পাঠের সময় শুনেন, স্থির হইয়া আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'সত্য, সত্যই এ কথা। সদ্য অবতার সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ ঠাকুরের সর্বত্যাগী পার্ষদদের হাট এই মঠ। এমন ভূস্বর্গ আর পাবে কোথায়?'*

শ্রীম-র মহাসমাধির (৪ঠা জুন, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ) পর স্বামী নিত্যাত্মানন্দের এই মৌন প্রার্থনা ছিল — ঠাকুর, গুরুমুখী এই মহাবাণী, 'ভয় কি, বাপ-মাওয়ালা ছেলের মত থাকবে আনন্দে ও নিশ্চিন্তে' — যেন সর্বদা স্মরণ থাকে। কেবল তাঁকে আশ্রয় করে যেন জীবন যাপন করতে পারি। তাঁর শেষ উপদেশ যেন পালন করতে পারি।

স্বামী শিবানন্দ (শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ), স্বামী অখণ্ডানন্দ (শ্রীগঙ্গাধর মহারাজ) ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (শ্রীহরিপ্রসন্ন মহারাজ)

*'শ্রীম-দর্শন' পঞ্চদশ ভাগ দ্রষ্টব্য

ছয় বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ১৯৩৪, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে লীলাসংবরণ করেন।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ নিশ্চিত করিয়াছিলেন যে, বেলুড় মঠে তিনি ততদিন থাকিবেন যতদিন ঠাকুরের পার্ষদগণের শরীর থাকে। কেন না, এমন অবতারের পার্ষদ মহাপুরুষগণ আর তো পাইবেন না।

শ্রীম-র দেহত্যাগের পর, একে একে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ যখন অন্তর্ধান হইলেন, স্বামী নিত্যাত্মানন্দের জীবনে তখন ঋষিকেশে ভিক্ষাজীবী হইয়া থাকার সময় আসিল। সেখানে তিনি অভূতপূর্ব সুখশান্তির আস্বাদ পাইলেন। তখন বহুকাল ধরিয়া যক্ষের ধনের মত পুঁটুলি বাঁধিয়া-রাখা শ্রীম-র অমৃত কথার সেই ডায়েরীগুলি ভাল খাতায় সুন্দর ভাবে গুছাইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পঞ্চদশ খণ্ডে প্রকাশিত 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থ ইহারই ফলপ্রসূত।

শ্রীম-দর্শনের পাঠকগণ বিদিত আছেন যে, শ্রীম উহার পাঠ শুনিয়াছিলেন ও স্থানবিশেষে সংশোধন করাইয়া কি করিয়া নিখুঁতভাবে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহার উপদেশও দিয়াছিলেন।

ডায়েরীকে সৎসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফেলিয়া সর্বাঙ্গীন গ্রন্থরচনা করেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ হিমালয়ে, গঙ্গাতীরে, ঋষিকেশে। সম্বন্ধ-গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ও ব্যাকুল ভক্তের খোঁজে তাঁহাকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল, কাশ্মীর ও অন্য আরও স্থানে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে ও গণ্যমান্য শিক্ষিত ভক্তজনের ঘরে ঘরে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য ভিক্ষাজীবী তপস্বী স্বামী নিত্যাত্মানন্দের ইহাতে প্রায় বিশ বৎসর লাগে। ডায়েরী হইতে 'শ্রীম-দর্শন'কে উদ্ধার করার জন্য কয়েকজন সাধু তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আরও পনেরো বৎসর লাগে প্রচারকার্যে ও শ্রীম-দর্শন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (Press Copy) প্রস্তুত করিতে ও প্রকাশ করিতে।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থের প্রকাশকের মিলন। ডায়েরী হইতে শ্রীম-র কথামৃতকে সাহিত্যে রূপায়িত করিবার সময় তিনি সর্বাগ্রে এই দ্বিতীয়

প্রার্থনা* করিয়াছিলেন, "ঠাকুর, এই মহাগ্রন্থ প্রচার ও প্রকাশ করিবার ভার তোমাকেই লইতে হইবে। তোমার আপনার লোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া তাহা তুমি প্রকাশিত করিয়া লও ভক্তজনের কল্যাণের জন্য। আমার দ্বারা প্রকাশ কার্য সম্ভব হইবে না।'

প্রথম ভাগ রচনার পর তিনি বহু ভক্ত, বহু বন্ধু, এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রকাশক হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু এই ভার লইতে কেহই সম্মত হন নাই।

শ্রীম-দর্শন প্রকাশ করিবার যখন লোক পাইতেছেন না, উৎকণ্ঠায় দিন অতিবাহিত হইতেছে, সেই সময় ঠাকুরের কৃপায় একজন প্রকাশিকা পাইলেন। তিনি অবাঙ্গালী, রুগ্না, প্রৌঢ়া, শ্রীম-র জীবনাদর্শ পালনে ব্রতী, অধুনা চণ্ডীগড় নিবাসিনী শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা। ইহা ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের কথা।

তখন স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রচার ও প্রকাশন কার্যের জন্য প্রয়োজন ব্যাকুল ভক্তের। তাঁহার প্রচাররীতি সাধারণত ছিল এক সামাজিক (Social) ব্যাপার, ভক্তদের কল্যাণের নিমিত্ত। এখন প্রয়োজন এমন ভক্তজনের যে চায় ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য ভগবৎবাণী-রূপ খাদ্য, তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য পান করিতে চায় অমৃতসাগরের শীতল জল। অতঃপর তাঁহার আসা যাওয়ার বৈঠক এখন হইল দ্বিতীয় থাকের ভক্তের কাছেই।

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় পাঞ্জাবে। সংসারধর্ম পালনে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হইলেও শ্রীমতী গুপ্তা স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রতি — যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী বহন করেন, যাঁহার ভিতর জীবন্ত ধর্মের মূর্তিমানতা দেখা যায়, যিনি ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতার প্রচার করেন — আকৃষ্ট হন। 'বাজনার বোল হাতে এনে' শ্রীমতী গুপ্তা গড়িয়া তুলিলেন নিজ জীবন ও হইলেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দের সেবার অধিকারিণী। আর দেখা দিলেন সেবিকা ও প্রকাশিকারূপে।

---

* 'শ্রীম-দর্শন' (পঞ্চদশ ভাগ, ভূমিকা) দ্রষ্টব্য।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রচারকেন্দ্র ছিল গৃহী ভক্তজনের মধ্যে। তাঁহার কথা বলার ভঙ্গী ছিল অতীব চিত্তাকর্ষক, প্রাণস্পর্শী। তিনি জটিল বিষয়কে সরল, সরস ও সজীব করিয়া তুলিতেন ভক্তের মনে, দৃঢ়বদ্ধ করিতেন diagram (নক্সা)-এর সাহায্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচেষ্টা 'বনের বেদান্ত ঘরে আনা'। তাই এবারের তপস্যা লোকালয়ে, হিমালয়ে নহে। বনের বেদান্ত ঘরে আনিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহার উদাহরণ শ্রীম-র দেবজীবন।

গৃহস্থাশ্রমীদের আদর্শ (Idol) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ গৃহস্থ-সন্ন্যাসী শ্রীম — এই কথা বার বার স্মরণ করাইয়া শ্রীম-র প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার কথাই স্বামীজী ভক্তজনের সম্মুখে বারংবার তুলিয়া ধরিতেন। বলিতেন, 'তুমি দাসীবৎ নিজ গৃহে পরিজনরূপী ভগবানের সেবা কর'। এইরূপ উপদেশ দ্বারা তিনি কত শত জানা-অজানা গৃহস্থদের সদ্‌গৃহস্থে পরিণত করেন।

গৃহস্থাশ্রমীদের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য স্বামীজী সোলনে (হিমাচল) গ্রীষ্মকালে চারি বৎসর কাল ক্যাম্প আশ্রম করেন, যেমন শ্রীম-র জীবনে মিহিজাম আশ্রমের কথা শ্রীম-দর্শনের প্রথম ভাগে দৃষ্ট হয়। সোলন আশ্রমে এই চারিটি নিয়ম পালনীয় ছিল ঃ

(১) প্রাতঃকাল চারিটার সময় উঠিয়া ভজন করা।

(২) মৌন থাকার চেষ্টা করা।

(৩) সরল আহারে সন্তুষ্টি।

(৪) চাল-চলন ও কথা-বার্তায় ঠাকুরের মর্যাদা রক্ষা করা।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের সন্ন্যাসের পর শ্রীম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন — 'এখন সন্ন্যাসী, শুধু নিজের মুক্তি হলে হবে না। অপরের কথা ভাবতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।'

নিজের প্রথম গুরু শ্রীম-র এই বাণী তিনি সারাটা জীবন পালন করিয়া যান। তিনি হইলেন পিতামাতার মত সকলের শুভচিন্তক। যাঁহারা সৌভাগ্যবান তাঁহারা তাঁহার কাছে স্নেহাস্পদ সন্তানবৎ স্নেহ

ও শাসন উভয়ই লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশে, তাঁহার সহায়তায়, কত শত সংসারাশ্রমী ভক্তিলাভ করিয়াছেন। 'কড়াই ডালের পুর'কে বদলাইয়া 'খোয়ার পুর' করিয়া দিয়াছেন তাঁহার দিব্য স্পর্শে।

এই দিব্য স্পর্শ ভক্তগণ পান তাঁহার রচিত 'শ্রীম-দর্শন' মহাগ্রন্থে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত-কার শ্রীম-র দেবজীবন দর্শনে এবং তাঁহার কথামৃত পান করিয়া।

'শ্রীম-দর্শন' বহন করে পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের কিছু নূতন কথা, স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ তাঁহাদিগের অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা, কথামৃত-কার (শ্রীম) দ্বারা 'কথামৃতের' ব্যাখ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল, চণ্ডী, কোরাণ, শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব, প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা।

'শ্রীম-দর্শন' প্রথম ভাগের পটভূমিকা মিহিজামের অরণ্য। সেখানে শ্রীম-র আচার্যভাব। আনন্দময় ভাবরাজ্যে তিনি বিচরণ করিতেছেন ও ভক্তগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন, 'মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বরদর্শন'। ভরসা দিয়া বলিতেছেন, 'ভয় কি? তাঁহার সহিত একটি প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করিয়া সংসারে থাক। ঈশ্বরকে আপন কর।' ইহার জন্য জীবে শিবত্ব স্থাপনের চেষ্টাই শ্রীম-র পরবর্তী শিক্ষা।

শ্রীম-র এই সাড়ে তিনটি কথা ভক্তদের শুনাইয়া স্বামী নিত্যাত্মানন্দ সেগুলি পালনের জন্য জোর দিতেন ঃ

(১) নিত্য সকাল সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীভগবানের সম্মুখে বসিয়া প্রার্থনা।

(২) নিত্য ক্রন্দন। একান্তে বসিয়া শ্রীশ্রীভগবানকে আপন ভাবিয়া সন্তানবৎ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলা — 'তুমি দেখা দাও, দেখা দাও'।

(৩) নিত্য সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা। সাধু কে? — যাঁহার কাছে বসিলে ভগবানের উদ্দীপন হয়।

(৪) মাঝে মাঝে একান্তে যাওয়া।

ইহা পালনের জন্য সহজ পথ দেখাইয়া চলিতেন — এমন স্থানে যাওয়া যেখানে ঈশ্বরই আমার আপনজন এই ভাবের উদ্দীপন

হয় — গুরুদ্বার, ভক্তসঙ্গ।

সংক্ষেপে আরও শিখাইতেন, ধর্ম আর কি? এটাই বুঝিতে হইবে যে যিনি আমার জন্মের পূর্বে আমার সঙ্গে ছিলেন, যিনি আমার এই শরীর নাশের পর আমার সঙ্গে থাকিবেন, তিনিই এখন আমার এই শরীরে আছেন। তাই বলিতেন, এইভাবে সংসারে থাক — 'আগে ঈশ্বর পরে সব'।

'আগে ঈশ্বর পরে সব' — এই আদর্শবাক্যের প্রচার ও প্রসারহেতু স্বামী নিত্যাত্মানন্দ 'শ্রীম ট্রাস্ট' (শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট) ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে সৃজন (create) করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য জনতা-জনার্দনের, বিশেষতঃ গৃহীদের, মনকে আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা করা ও তদ্দ্বারা তাহাদের নিশ্চিন্ত ও শান্ত করা। উপস্থিত ইহার কার্যালয় ৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড়ে অবস্থিত।

'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থরচনার কাজ ছাড়াও উহার হিন্দী ও ইংরাজী অনুবাদের এবং তাঁহার সৃজিত শ্রীম ট্রাস্টের কার্যে ও ভক্তদের শিক্ষাদানে স্বামীজীকে প্রায় ষোল হইতে আঠার ঘন্টা কার্যরত দেখা যাইত।

তাঁহার মঠ-প্রীতিও অনেকভাবে প্রকটিত হইত। অন্যত্র হইতে ভক্তজন আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থানের, মঠ মিশন সর্ববিধ আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ যদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে মন্দিরে প্রণাম না করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিতে যাইতেন, তাঁহাকে বলিতেন — এখানে প্রণামের কি আছে?

কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল ও নানা ব্যাধির আকর হইয়াছিল। কিন্তু এত অসুখ-সত্ত্বেও তাঁহার কর্মের বিরাম ছিল না। অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায়ও তিনি মুক্ত হস্তে বহু ধর্মপিপাসুকে কৃপা করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ খণ্ডে প্রকাশিত 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দুই দিন পর, চতুর্থী, শনিবার, ১২ই জুলাই, ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে চণ্ডীগড়ে, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রফুল্ল

চিত্তে ও সহাস্য বদনে মহাসমাধিতে বিলীন হইলেন।

'শ্রীম-দর্শন' আজিকার দিনের দুঃখকষ্টের পেষণে দিশাহারা ভগ্নহৃদয় ও নৈরাশ্য-জর্জরিত জনগণের মনে আশা ও উদ্দীপনার অমৃতরস-সিঞ্চনে সমর্থ হউক, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলের শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তির উদ্রেক হউক — ইহাই 'শ্রীম-দর্শন'কার স্বামী নিত্যাত্মানন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনা ছিল।

।। ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণ ।।

প্রথম অধ্যায়

জীবকে শিব বানাইতে বদ্ধপরিকর শ্রীম

১

শ্রীম আজ সকালে পৌনে নয়টার সময় হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন তিন মাসের উপর ৺জগন্নাথধামে বাস করিবার পর। সঙ্গে বিনয়, সুখেন্দু আর শ্রীম-র ধর্মপত্নী গিন্নীমা। একটি ভক্ত পনের মিনিটের মধ্যে বিনয়কে দেখিতে পাইলেন মর্টন স্কুলের নিচতলার অঙ্গন হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়িতে। দেখিয়া বুঝিলেন শ্রীম পুরীধাম হইতে ফিরিয়াছেন।

শ্রীম স্বীয় গুরুদেবের আদেশ সারা জীবন পালন করিয়া আসিতেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহস্থ ভক্তদিগকে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন মাঝে মাঝে নির্জনবাস করিতে। ১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে কয়েকমাসের জন্য সাঁওতাল পরগণার মিহিজামে তিনি ভক্তসঙ্গে নির্জনবাস করিয়াছিলেন।

আজ ১৯শে জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, ৪ঠা মাঘ ১৩৩২ সাল। মঙ্গলবার। গতকাল ৺সরস্বতী পূজা হইয়াছে মর্টন স্কুলে। প্রতিমা দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে।

শ্রীম দ্বিতলের বসার ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন, সঙ্গে মণি মান্না। অন্তেবাসী গিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিলেন, 'হাঁ, পূজো শেষ হয়ে গেল বেশ'। অন্তেবাসী পূজার ব্যাপারে ব্যস্ত। প্রণাম করিয়াই তিনি পূজার ঘরে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমও গিয়া বসিলেন প্রতিমার সম্মুখে। ভক্তরাও — জিতেন মুখার্জী, মণি প্রভৃতি আসিয়া বসিলেন শ্রীম-র আশে-পাশে। শিক্ষক হরিপদ চক্রবর্তী ও ছাত্রগণ মাতা বীণাপাণির ভজন গাহিতেছেন। শিক্ষক বামনদাস মুখার্জী কাল পূজা করিয়াছেন। আজও তিনি দধিকর্মা নিবেদন করিলেন। ছাত্র হেমেন্দ্র সকলকে কিছুক্ষণ পরে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন।

অন্তেবাসীর শরীর ভাল নয় বলিয়া ৭ নম্বর শঙ্কর ঘোষ লেনের মেসে বাসা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কনিষ্ঠ সহোদর প্রসন্ন মুখার্জীও ঐ মেসে থাকেন। তিনি পুরোহিতের কাজ করেন ঝামাপুকুর পল্লীতে, শ্রীম-র ঠাকুরবাড়িতে ও রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে। এই রাজবাড়িতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬।১৭ বছর বয়সে পুরোহিতের কার্য করিতেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী পুরোহিত প্রসন্ন মুখার্জীকে 'প্রসন্ন মামা' বলিয়া ডাকেন। বয়স ষাটের উপর। দুই এক দিন সামান্য শরীর খারাপ ছিল। আজ হঠাৎ চলিতে চলিতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। জগবন্ধু দৌড়াইয়া গিয়া ডাক্তার কানাইলাল সাহাকে লইয়া আসিলেন। ডাক্তারের পিতৃদশা। তবুও তিনি আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, প্রসন্ন মামা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে অদ্বৈত আশ্রমে সাধুদের দেওয়া হইল। আর একজনকে পাঠান হইল শ্রীশ্রীমায়ের নিবাসস্থল উদ্বোধন মঠে, মায়ের প্রধান সেবক স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে জানাইতে। মায়ের শরীরত্যাগের পর তিনি মায়ের আত্মীয় কুটুম্বগণের দেখাশোনা করেন। আর জগবন্ধু নিজে গিয়া শ্রীমকে জানাইলেন। শ্রীম তখন দরজা বন্ধ করিয়া মর্টন স্কুলের চারতলায় নিজকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আজ সকালে পুরী হইতে ফিরিয়াছেন, তাই ক্লান্ত। বেলা তখন অপরাহ্ন সাড়ে তিনটা। শ্রীম ভক্তদের সব দেখিতে বলিলেন। খানিক পর ডাক্তার কার্তিক বক্সী ও বিনয়কে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর রমেশ, রমণী, অমৃত প্রভৃতি পর পর আসিলেন।

এদিকে প্রসন্ন মামার প্রাণত্যাগ হওয়া মাত্রই তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা সূর্য মামা আর্তভাবে একটি ভক্তকে বলিলেন, 'বাবা, আমাকে বাঁচাও। দাদার কোমরে বাক্সের চাবি আছে। উহা তুমি নিয়ে যাও। নইলে সকলে বলবে আমি তাঁর সব লুটে নিয়েছি।' ভক্ত তাহাই করিলেন।

স্বামী সারদানন্দ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পাঠাইয়া দিলেন স্বামী ভূমানন্দজীকে সৎকারের সব ব্যবস্থা করিতে। পাছে প্রসন্ন মামার বিধবা স্ত্রীকে গ্রাম্য শাসনে পড়িতে হয়, তাই সব ব্রাহ্মণ দিয়া শবদেহ বহনের আয়োজন হইল। ভক্ত হৃষিকেশ মুখার্জী প্রভৃতি

ব্রাহ্মণগণ শবদেহ বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবেন ঠিক হইল। সব আয়োজন করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শ্রীম আসিলেন প্রায় পৌনে আটটায়। তাঁহার আসার পরই শবদেহ শ্মশানে চলিল। তখন আটটা বাজিয়াছে।

আজ আবার সরস্বতীর বিসর্জন। সারা শহরময় উৎসব। প্রতিমা দলে দলে গঙ্গায় যাইতেছে। ছাত্রগণ স্কন্ধে মা বীণাপানিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। মেসের সামনেই বিদ্যাসাগর কলেজ। এখানেও মায়ের পূজা হইয়াছে। প্রতিমা আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া ছাত্রগণ গঙ্গায় লইয়া যাইতেছেন। শ্রীম দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করিতেছেন। তারপর তিনি ঠন্‌ঠনের কালীবাড়িতে গিয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন আর চরণামৃত লইলেন। পাশে কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট দিয়া যাদবপুরের বি.টি. ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিমা যাইতেছে, অতি জাঁকজমকের সহিত। এবার শ্রীম বেচু চ্যাটার্জীর স্ট্রীট দিয়া মর্টন স্কুলে ফিরিতেছেন। লাহাদের বাড়ির সম্মুখ হইতে ডাক্তার, অমৃত প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। একটু পরই পুনরায় ডাক্তার দৌড়াইয়া আসিয়া শ্রীম-র হাতে কিছু দিয়া গেলেন। এবার আমহার্স্ট স্ট্রীটে সিটি কলেজের কোণে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। মর্টন স্কুলের একদল ছাত্র প্রতিমা বিসর্জন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে। শ্রীম অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গাইছে এরা? অন্তেবাসী বলিলেন, স্বদেশী গান — 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দায় বেঞ্চিতে শ্রীম ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শ্রীম খুবই ক্লান্ত, শরীর ও মনে। পশ্চিমের ঘরে ছাত্র ও শিক্ষকগণ শান্তিজল লইতেছেন। শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় যাইতেছেন।

পরদিন একটি শিক্ষক জ্বরাক্রান্ত হইয়া স্কুল হইতে ছুটি লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসেন। তখন বেলা প্রায় দেড়টা। তারপর দুইদিন শিক্ষক শয্যাগত রহিলেন। শনিবারে স্কুলে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

শরীর বড়ই দুর্বল। শ্রীম তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন। অফিসে অগ্নিকোণে বসিয়া মাঝে মাঝে সংবাদ পত্র পড়িতেছেন। তখন বেলা প্রায় একটা। তিনি অসুস্থ শিক্ষককে বলিলেন — আচ্ছা, চারতলার ছাদে ছেলেদের ড্রিল করালে কেমন হয়? শিক্ষক উত্তর করিলেন, আজ আমার মাথা বড্ড ধরেছে। শ্রীম বলিলেন, 'একটু একটু করালে হয়'। কেহ কহ শ্রীম-র এই আপাতনিষ্ঠুর আচরণে বিস্মিত।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম কি নিষ্ঠুর? অসুস্থ অবস্থাতেও কাজ করিয়ে নেন? তা' তো নয়। তিনি যে সর্বদা জনগণকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিতে প্রস্তুত! কেন এই অসুখে কাজ করানো তবে? না, তিনি যে উত্তম বৈদ্য! তিনি রোগও জানেন, আর তাহার প্রতিকারও জানেন। তিনি যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট পার্ষদ। জীব স্বভাবত গুণত্রয়ে বদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ — এ তিন গুণই চোর। জীবকে সংসারে বাঁধিয়া রাখে। ভগবানের কৃপায় মানুষ ত্রিগুণাতীত হয়, আত্মদর্শন করে। ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য। সাধারণত মানুষ তমোগুণে বদ্ধ। এই তমের কাজ হইল লোককে প্রমাদ (অসর্তকতা, অমনোযোগ) আলস্য ও নিদ্রাতে বদ্ধ করা। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আক্ষেপভরে বলিয়াছিলেন — হায়, দেখছি সারা ভারত তমে ডুবে আছে। এই তম থেকে রজে উঠাতে হবে। 'রজঃ রাগাত্মিকা'। মানুষকে কর্মে বদ্ধ করে। সমগ্র ভারতকে তাই তিনি দুঃখভরে sleeping leviathan (নিদ্রিত মহাঅসুর) বলিতেন। তাই তিনি স্বীয় গুরু যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে শক্তি লইয়া এই মহাঅসুরকে, তমগুণী ভারতকে Awakened India বা প্রবুদ্ধ ভারতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। বিগত এক হাজার বছর ধরিয়া ভারত পরাধীনতার জন্য তমসাচ্ছন্ন। কি দুর্দশা! ভারতবাসী নিজেদের মানুষজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের অন্তরাত্মাকে এই মোহনিদ্রা হইতে উঠাইয়া রজোময় ভারত তৈরী করিতে হইবে। তারপর রজঃ হইতে সত্ত্বে

আনিতে হইবে। সত্ত্বের পর ভারতের স্বাভাবিক ভাব ত্রিগুণাতীত অবস্থায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীমও এই তমসাসুরকে নিধন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে। তাই নব ভারতনির্মাণে শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পার্ষদগণেরই তমসাসুর নিধনের একই কৌশল। তাই শ্রীম ভক্তগণের নিকট কঠোর। ভারতের অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়া আছে তম। ইহাকে রজোরূপী ঔষধদ্বারা নিধন করিতে হইবে। তাই শ্রীম সর্বদা ভক্তগণকে বলেন, ভক্ত যেন রণাঙ্গনে সৈনিক। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের মনে রজের প্রলেপ দেন। ভক্তদের মনটিকে সশস্ত্র সৈনিকের ভাবে মণ্ডিত করেন। সর্বদা সজাগ। 'মরি কি মারি' — এই মহামন্ত্রে প্রবুদ্ধ করেন। বলেন, 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং'। নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ হইতে সর্বদা কর্ম করা ভাল। কর্মের স্বভাব চঞ্চলতা। চঞ্চলতার রূপ স্থিতিহীনতা। এই অবস্থায়ও মানুষ থাকিতে পারে না। মানুষ শান্তি সুখ চায়। মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে চায়। মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা সমাধি। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। ঋষিগণের দ্বারা ভারতের অন্তরাত্মার এই স্বরূপ নিরূপণই ভারতের অতুল সম্পদ — জীব শিব। শ্রীম তাই ভক্তগণের নিকট বাহ্যদৃষ্টিতে এত কঠোর। বলেন, ভক্তগণকে এই সংসার রণাঙ্গনে সর্বদা সৈনিকের মতো সঙ্গীন চড়াইয়া মহাশত্রু তম-কে বিনাশ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাই আজ এই অসুস্থ ভক্তকে রণাঙ্গনের সৈনিকের মতন উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি যে ভারতের তম নাশ করিয়া লোকগণকে প্রথমে রজে, তারপরে সত্ত্বে, তারপর জীবকে শিব বানাইতে বদ্ধপরিকর! এই সব কৌশল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সকল পার্ষদের ন্যায় শ্রীমকেও শিখাইয়া গিয়াছেন। এই ভক্ত শিক্ষককেও শান্তিসুখের খনি আত্মজ্ঞানে বিভূষিত করিবেন। তাই বাহ্য দৃষ্টিতে এই কঠোরতা। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে শ্রীম-র হৃদয় শত মায়ের হৃদয়ের কোমলতায় মণ্ডিত। জীবকে শিবজ্ঞানে বিভূষিত করেন এই উত্তম বৈদ্যগণ, অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ।

কলিকাতা। ২৩শে জানুয়ারী, ১৯২৬, শনিবার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তব্য আগে ঠিক করতে হয়

১

মর্টন স্কুলের চারতলার শয়নকক্ষ। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন। ডাক্তার বক্সী দক্ষিণের বেঞ্চিতে বসা।

আজ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, ২১শে মাঘ ১৩৩২ সাল। বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা ষষ্ঠী। এখন রাত্রি প্রায় আটটা।

ডাক্তার বক্সী তাঁহার সাংসারিক বিষয় অতি বিনীতভাবে শ্রীম-র নিকট নিবেদন করিতেছেন। গলার সুর তাই অতি মিহি। শ্রীম বাড়ির সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর ডাক্তার যথাযথ উত্তর দিতেছেন। শেষে মোটর গাড়ির কথা হইতেছে।

ডাক্তার (শ্রীম-র প্রতি) — আজ্ঞে পুরানো মোটর ভেঙ্গে গেছে। নূতন কিনবো, না পুরানোই সারিয়ে নেব, বুঝতে পারছি না।

শ্রীম — ভাঙাটা repair (মেরামত) হয় না? ইঞ্জিন চালানো শক্ত কাজ। সকলে পারে না। ড্রাইভার বড় careless (অমনোযোগী)।

অসুবিধা ad-infinitum (অনন্ত)। শরীর থাকলে ও-সব হবেই। একেবারে যায় না। অসুবিধা বলে ছেড়ে দিলে সবেতেই ঐ রকম আলগা হয়ে যাবে।

ডাক্তার প্রকারান্তরে নূতন গাড়ী কেনার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম — তা'হলে ও কথা (পুরানো মোটরের কথা) আসেই না। এ question-এ (প্রশ্নে) enter (প্রবেশ) করা কেন? তাই (উল্টোপাল্টা কথা শুনে) বুদ্ধিবৈক্লব্য দেখে শ্রীকৃষ্ণ মুচকি হেসে 'প্রহসন্নিব' অর্জুনকে বললেন —

'তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।।' (গীতা ২:১০)

Question (প্রশ্ন) করতে হলে definite (নিশ্চিত) হওয়া উচিত। দুঃখ চিরকাল থাকে শরীর থাকলে। কর্তব্য আগে ঠিক করতে হয়। ঐটি কঠিন কাজ বটে। বুদ্ধিতে confusion (সন্দেহ) এসে যায়। আগে ঠিক করা উচিত — নূতন কেনা, কি পুরানো রাখা।

ডাক্তার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

আজ শিবরাত্রি। বেলুড় মঠে ভক্তরা রহিয়াছেন রাত্রিতে। পূজায় যোগদান করিবেন। জগবন্ধু ভিজিটার্স রুমে বসিয়া ছোট জ্ঞান মহারাজের কৈলাস বর্ণনা শুনিলেন। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়। রাত্রিবাস মঠে করিলেন — ছোট জিতেন, বিনয়, মোটা সুধীর, সুখেন্দু ও বড় অমূল্য।

আজ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে মাঘ ১৩৪২ সাল, বৃহস্পতিবার।

দুইদিন পর। মর্টন স্কুল। চারতলার ঘর। শ্রীম বিছানায় বসা। আজ রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। এখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। চৌদ্দ জন ভক্ত উপস্থিত — ডাক্তার, বিনয় ও মুকুন্দ; অমৃত, বড় জিতেন ও যতীন; বলাই, সুখেন্দু ও মোটা সুধীর; মুকুন্দর কুলগুরু ও বড় নলিনী; শুকলাল, জগবন্ধু ও বড় অমূল্য।

শ্রীম-র আদেশে মুকুন্দ কথামৃত পাঠ করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বর বর্ণন, মণির প্রথম দর্শন, ইত্যাদি। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যেমন জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম নিয়ে, তেমনি জন্ম-দ্বিতীয়া কেরমে (ক্রমে) হবে। ঠাকুরের জন্ম ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়ায়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ধ্যান মানে কি? না, চিন্তা করতে করতে ভালবাসা হয়। তবেই তাঁর (ধ্যেয়ের) সত্ত্বা আসবে। এই philosophy of ধ্যান (ধ্যানের রহস্য)।

Repetition, খালি repetition (পুনরাবৃত্তি, খালি পুনরাবৃত্তি)। ছেলেমেয়েদের ভালবাসা হয় কেন? না, এই repetition-এ (পুনরাবৃত্তিতে)। কত বৎসর একসঙ্গে থাকা!

পুরী থেকে আসবার দিন জগন্নাথ দর্শন করতে গেলুম। ও মা, কেঁদে ফেললুম! ভাবলাম, কেন এমন হলো? না, ঐ দেখে দেখে। ঐ যে রোজ দর্শন হতো image (প্রতিমা), তা'তেই ভালবাসা হয়েছে। তাই ছাড়তে এমন হল।

অমৃতবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন এ কথার উপর। তীব্র বাধা দিয়া শ্রীম বলিতে লাগিলেন, কলকাতার লোক খালি লেকচার দেয়। অমনি অমৃত নীরব। শ্রীম বলিতে লাগিলেন, যিনি করেছেন এ সব নিয়মকানুন, তিনিই সব জানেন। কত কাণ্ড! মানুষ কি বুঝবে তার!

আজকাল শুনতে পাই, magnified glass (ম্যাগনিফাইড্ গ্লাস) দিয়ে ডেক্ করেছে জাহাজের। এতে সমুদ্রের নিচের তিন চার মাইল দেখা যায়। এখন দেখ, কি কাণ্ড! তিনিই এই সব দেখেছেন। তা'ছাড়া আরও কত কি! অনন্ত কাণ্ড তিনি দেখছেন। এতে আবার লেকচার! এই সবটা জেনে নেবে — এই mudball (মানুষ এই মাটির ঢেলা)!

তিনি এসেছেন মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে। আজ তাঁর জন্মরাত্রি। এসে বলেছেন, 'আমার চিন্তা কর'। তবেই কাজ ফতে হবে। কি হবে এসব জেনে? কতটুকু বুদ্ধি! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, কতটুকু জানবে? তাঁকে ধরলে তাঁর চিন্তা করলে problem solved (সমস্যা সমাধান) হয়ে যাবে। তাঁকে জানলেই সব জানা হবে। 'তস্মিন্নু বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।' (মুন্ডক ১:১:৩)

২

আজ বিকালে ছাদে চারিটার সময় কয়েকজন ভক্ত বসিয়া ছিলেন শ্রীম-র অপেক্ষায়। তিনি চারতলার নিজকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। যতীন, বড় নলিনী, ভোলনাথ মুখার্জী (ভবরাণী),

জগবন্ধু ও আরও তিনচারজন ভক্ত বসা। শ্রীম প্রায় পাঁচটায় আসিয়া ভক্তদের সঙ্গে ছাদে বসিলেন। বসিয়াই কথা কহিতে লাগিলেন, যেন পূর্ব হইতে নিজে নিজে কথা কহিতেছিলেন, এখন তাহারই অনুস্মরণ করিতেছেন।

শ্রীম নিজে নিজে কহিলেন — বাবুরা বলে authority (প্রমাণ) কি? অবতার নিজেই বলেছেন, 'আমি অবতার'। এর আবার authority (প্রমাণ) কি? তাঁর নিজের কথা। এটাই সব চাইতে বড় authority (প্রমাণ)।

শ্রীম বড় নলিনীকে দিলেন 'কথামৃত' পড়িতে, আর যতীনকে দিলেন ভাগবত হইতে প্রহ্লাদের স্তব পড়িতে। তিনি নিচে গেলেন হাতমুখ ধুইতে।

নলিনী 'কথামৃত' পাঠ করিতেছেন — চতুর্থ ভাগ, চতুর্বিংশ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ — ৯ই আগস্ট, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ। ইতিমধ্যে শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীম (নলিনীর প্রতি) — কি পাঠ হল নলিনীবাবু?

নলিনী — ঠাকুর বলছেন, ... "আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। ...এর ভিতর একটা কিছু আছে... ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতিঃ ক্রমে বাড়তে লাগলো, আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগলো! ...যেন মস্ত দীঘি, পানায় ঢাকা।...ভিতরে মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। ... যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে। আসতেই হবে।...মা, ভক্তের রাজা হব। ন্যাংটা আমার সমাধি অবস্থা দেখে বলছে, 'আরে এ কেয়া রে'।"

শ্রীম — এই দেখুন নিজ মুখে বলেছেন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। ...আরও বলেছিলেন, একদিন দেখলুম, আমারই মতন একটি পনের-ষোল বৎসরের যুবক এ থেকে (দেহকে ইঙ্গিত করিয়া) বের হয়ে বলতে লাগলো, 'এবার সত্ত্বের পূর্ণ আবির্ভাব'। এই বলে ভিতরে ঢুকে গেল। এর চাইতে বড় authority (প্রমাণ) কি? 'স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে', (গীতা ১০:১৩)।

স্বামীজী কইতেন, 'এই রামকৃষ্টো আমার মনকে কুম্ভকারের ন্যায় ভেঙ্গে চুরে নূতন করে বানিয়ে ফেলেছে। এ কি আমার বানান?' তিনি আরও বলেছিলেন নিরঞ্জন স্বামীকে রাজপুতনায়, '... out of a handful of dust lacs of Vivekananda can be made by him — this Ramakrishna' (এক মুষ্টি ধূলিকণা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারেন)। আর স্তবে বলেছেন —

'মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং।
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥'

যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মনের অতীত, তিনিই সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে এই সে দিন। হাত বাড়িয়ে ধরা যায়।

(উত্তেজিত ভাবে) অবতার ছাড়া আর কে বলতে পারে, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, ভাব মহাভাব, প্রেম সমাধি।' 'আমার ধ্যান করলেই হবে। তোদের আর কিছু করতেই হবে না।' 'আমি কে আর তোরা কে, এটা জানতে পারলেই হবে।'

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। ভাববিভোর হইয়া সজল নয়নে আবার বলিতেছেন, ঠাকুর ছোট তক্তাপোশে বসে আছেন, ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে মা'র সঙ্গে কথা কইছেন। কইতে কইতে একবার বললেন, 'মা, ওকে (শ্রীমকে) এক কলা দিলি কেন?' ঠাকুর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। আবার বলছেন, 'মা বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে। জীবশিক্ষা হবে।' দেখছ, ঠাকুর সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিতর এইরূপে শক্তিসঞ্চার করতেন। স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, শশী মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসী এবং সাধু নাগ মহাশয়, গিরিশবাবু, বলরাম প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তদের জীবনই যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর অবতারত্বের। A tree is known

by the fruits it bears (ফল থেকে বৃক্ষের পরিচয় হয়)।

এক ভক্তকে বলেছিলেন (শ্রীমকে), তুমি আপনার জন, এক সত্ত্বা — যেমন পিতা আর পুত্র।

শ্রীম কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে তাঁহার নিজস্ব জীবনও ঠাকুরের অবতারত্বের প্রবল প্রমাণ? তাই বুঝি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী শ্রীমকে একদিন মঠে বলিয়াছিলেন, 'মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে, আর আপনার সঙ্গে মিশে।'

শ্রীম-র জীবনও বড় প্রমাণ। নহিলে তাঁহার কথায় ইউনিভার্সিটির অত ভাল ভাল ছেলে কেন ঠাকুরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিতেন!

শ্রীমকে এক কলা শক্তি দিয়াছিলেন। সেই শক্তিতে শ্রীম অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যতীনবাবুর প্রতি) — কি যতীনবাবু, প্রহ্লাদের স্তবের কিয়দংশ আবার পড়ুন তো।

যতীন — ... প্রহ্লাদ বলিলেন, "যে মানুষের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, ঐসব লোকদের 'এ আপন ও পর' — এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয়। এটি মায়ার কার্য। এই মায়াপতি ভগবানকে আমি নমস্কার করি"।*

'আমি তাঁর কৃপায় বুঝিয়াছি যে ধন, কুলীনতা, রূপ, তপ, বিদ্যা, ও তেজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি ও যোগ — এ সবে পরম পুরুষ ভগবান সন্তুষ্ট নন্। কিন্তু, একমাত্র ভক্তিতেই তিনি সন্তুষ্ট হন। গজেন্দ্রের ভক্তিতেই তিনি তার উপর প্রসন্ন হয়েছেন।**

---

* স্বঃ পরশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুম্সাং যন্মায়য়া কৃতঃ।
বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ।। (ভাগবত ৭:৫:১১)

** মন্যে ধনভিজনরূপতপঃ শ্রুতৌজস্তেজঃ
প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুম্সো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযুথায়।।
(ভাগবত ৭:৯:৯)

"পরমপূজ্য আপনার সেবার ছয়টি অঙ্গ আছে — নমস্কার, স্তুতি, সমস্ত কর্ম-সমর্পণ, সেবা-পূজা, চরণকমল-চিন্তন আর লীলাকথা-শ্রবণ। এই ছয় অঙ্গী সেবা ছাড়া আপনার শ্রীচরণে ভক্তিলাভ কি করে হতে পারে? আর ভক্তি ছাড়া আপনার প্রাপ্তি হবে কি করে? প্রভু, আপনিই নিজের প্রিয় ভক্তগণের আর পরমহংসদের সর্বস্ব।'*

শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — নমস্কার দিয়েও শ্রীভগবানের পূজো হয়। তাই তো ঋষিরা ভক্তদিগকে ভক্তিলাভের জন্য ব্যবস্থা দিয়েছেন, অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যায় শ্রীভগবানের চরণে নমস্কার করতে। কেন? না, ধন বিদ্যা বুদ্ধি আদি দিয়ে ভক্তিলাভ হয় না। নমস্কার ভক্তিপ্রাপ্তির জন্য একটি অতি সহজ অঙ্গ। গানেও আছে।

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই।
শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই॥

নমস্কারেতে ভগবান অতি শিগগির সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তি প্রদান করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও এই উপদেশ দিয়েছেন —

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।' (গীতা ৪:৩৪)

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ।
১লা ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল।
শনিবার, শুক্লা প্রতিপদ।

---

* তং তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ
কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াং।
সংসেবয়াত্যি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥
(ভাগবত ৭:৯:৫০)

তৃতীয় অধ্যায়

জন্ম দ্বিতীয়া — বেলুড় মঠে শ্রীম

আজ শুক্লা দ্বিতীয়া। শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব আজ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বেলুড় মঠে আজ তাঁহার জন্মতিথি উৎসব। সারা জগৎ ভরিয়া আজ এই উৎসব চলিতেছে। ভক্তরা অনেকেই গত রাত্রি হইতে বেলুড় মঠে বাস করিতেছেন।

আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, ২রা ফাল্গুন ১৩৩২ সাল, রবিবার। আজ সকালে জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ গিয়াছেন বেলুড় মঠে।

শ্রীমও বেলা প্রায় একটার সময় আসিয়াছেন। এটর্নি বীরেন নিজের মোটরে করিয়া তাঁহাকে আনিয়াছেন। শ্রীম-র সঙ্গে আসিলেন তাঁহার দুই পৌত্র — তোতা ও ভোলা। আর মর্টনের প্রাক্তন শিক্ষক ভক্ত ফকিরবাবু।

স্বামীজীর মন্দিরের কাছে নামিয়া তিনি মন্দির দর্শন করিলেন। অনেক ভক্ত ও সাধু শ্রীমকে দর্শন করিতে একত্রিত হইয়াছেন। শ্রীম 'গেস্ট হাউসের' নিচের তলায় পূর্ব ধারের ঘরে, আজ রাত্রিতে যাহাদের সন্ন্যাস হইবে — প্রভাস প্রভৃতি — অনেকের সঙ্গে আলাপ করিলেন। ঐ ঘরের দক্ষিণ দরজা দিয়া ঢুকিয়া উত্তরের দরজা দিয়া বাহির হইলেন। এবার দোতলায় উঠিতেছেন।

দোতলার হলে মিস্ মেকলাউড বসিয়া আছেন মোড়ার উপর। পাশে বসা স্বামী নির্বেদানন্দ। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা গোল টেবিল। ইহা এক টুকরা একটি রেডউড বৃক্ষের ষাট ফুট উঁচু অংশের। ইহার নিচে দাঁড়াইয়া স্বামীজী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরম ভক্তিমতী মিস্ মেকলাউড কয়েক সহস্র মুদ্রা খরচ করিয়া ইহা সুদূর আমেরিকা হইতে আনিয়াছেন, স্বামীজীর এই স্মৃতিচিহ্ন।

মিস্ মেকলাউড শ্রীমকে চিনিতে পারেন নাই। হঠাৎ অত লোক সঙ্গে আসিয়াছেন দেখিয়া হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Who are you (আপনি কে)?' শ্রীম উত্তর করিলেন স্মিত বদনে, 'এম. এন. গুপ্ত।' আনন্দে অধীর হইয়া বৃদ্ধা উঠিয়া বলিলেন, 'Are you Mr. Gupta? You look so well. Sit down. You look brighter' (ও-ও আপনি মিস্টার গুপ্ত? আপনার চেহারা তো বেশ ভাল দেখছি। বসতে আজ্ঞা হোক। আগে থেকে বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে)।

শ্রীম একটি মোড়ায় বসিলেন। বৃদ্ধা একটি ছবি দেখাইতেছেন—চাঁদিনী রজনীতে গঙ্গাবক্ষে তরণী। গোল টেবিল দেখাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন আনন্দে, 'This is Vivekananda's Round Table. King Arthur had one' (এটা স্বামী বিবেকানন্দের গোল টেবিল। রাজা আর্থারেরও ছিল একটা)। বৃদ্ধা আর একটি ছবি দেখাইয়া বলিলেন, 'Is not it very beautiful' (এটিও বেশ সুন্দর, নয় কি?)।

শ্রীম উত্তর করিলেন, 'Yes, but the soul in us is more beautiful' (হাঁ, কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা এর চাইতেও অধিক সুন্দর!)। বৃদ্ধা বলিলেন, 'Oh yes! Oh, yes!'(হাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়!)

মিস্ মেকলাউডের এই সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীম আর একদিন মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'দেখ, সংস্কার কি জিনিস! এত সাধুসঙ্গ করছে তবুও ঐ 'How beautiful' (আহা, কি সুন্দর)!

শ্রীম বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইলেন।

মাতৃমন্দির ও ব্রহ্মানন্দ মন্দির দর্শন করিয়া বহু ভক্তপরিবৃত শ্রীম অখণ্ড পাঠস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞান মহারাজ আগের দিন ঠাকুরের কথামৃত সারা দিনব্যাপী অখণ্ড পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন নাগলিঙ্গ বৃক্ষতলে।

এখানে নূতন ও প্রাক্তন বহু সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঋতুরাজ বসন্তও এই কথামৃত পানের জন্যই যেন অসময়ে ধরাধামে গঙ্গাতীরে পুণ্য তপোবনে বেলুড় মঠে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এক দিকে অলিকুল পুষ্পমধু আহরণে মগ্ন, আর অপর দিকে ভক্ত-অলিকুল অমৃতপানে নিরত। সকলে জগৎ ভুলিয়া স্থানুবৎ নির্নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন। পাঠক নানাবিধ পুষ্পসজ্জিত বেদীতে পশ্চিমাস্য হইয়া সহাস্য বদনে প্রশান্ত চিত্তে ও অক্লান্তভাবে কথামৃত পরিবেশন করিতেছেন।

পাঠ চলিতেছে — দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, 'দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব'। ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, রবিবার, ১১ই মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ। ....সম্মুখে মা ভবতারিণীর মন্দির। নহবতখানায় মধুর তানে রৌশনচৌকি বাজিতেছে।... মাস্টার গিয়া দেখিতেছেন — ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ উপস্থিত।...ঠাকুর ইঁহাদের সঙ্গে পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া সহাস্যে আলাপ করিতেছেন। মাস্টার পৌঁছিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তুমি এসেছো। (ভক্তদিগকে) লজ্জা, ঘৃণা, ভয় — তিন থাকতে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত করতে পারবে না, তাদের কোনও কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? নে, এখন তোরা গা।...

'ধন্য ধন্য আজ দিন আনন্দকারী,
সবে মিলে তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচারি।'

... ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া একমনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

...ঠাকুরের মন শুষ্ক দেশলাই — একবার ঘষিলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের মন ভিজে দেশলাইয়ের ন্যায়। যত ঘষ, জ্বলে না। কেন না, মন বিষয়াসক্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন।....

পাঠ শুনিতে শুনিতে শ্রীম-র শরীর নিশ্চল, নিষ্পন্দ। অপলক নয়নে দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ। শ্রীম-র মনপ্রাণ কি ৪৩ বৎসরের ব্যবধান অতিবাহিত করিয়া জগৎ ভুলিয়া এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেইরূপে দক্ষিণেশ্বরে পূর্বদিকের বারান্দায় দর্শন করিতেছে?

জ্ঞান মহারাজের ঘরের কোণে স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে দেখা হইল। নির্মলানন্দজীর সহিত শ্রীম হ্যাণ্ডশেক করিতেছেন। আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন — কেমন, ভাল তো? ইনি ঠাকুরের সন্তান।

গঙ্গার লনে পুলিন মিত্র আসিয়া প্রণাম করিলেন। পুলিনবাবু সুগায়ক। 'নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ' — চণ্ডীর এই সুমধুর দেবীস্তুতি মধুর কণ্ঠে গান করিয়া শ্রীমকে তুষ্ট করিলেন।

এবার মঠবাড়ির পূর্ব বারান্দার মধ্য দিয়া পশ্চিম বারান্দায় শ্রীম উপস্থিত হইলেন। এখানে স্বামী সারদানন্দ আসিয়া শ্রীমকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাদা, কেমন আছেন? ভাল তো?' উভয়ে ঠেশান-দেওয়া বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। শ্রীম বলিলেন, 'শরৎ মহারাজ, তুমি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসবে ছিলে? সেই প্রথম জন্মোৎসব! কয়েকটি মাত্র লোক। কেদারবাবু আয়োজন করেছিলেন। আর এখন হাজার হাজার লোক। ঠাকুর এর ইঙ্গিত করেছিলেন।'

শ্রীম এখন মঠের অঙ্গনের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দাঁড়াইয়া পঙ্গদ দর্শন করিতেছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে ভক্তগণ প্রসাদ পাইবেন। শ্রীম আনন্দে ভরপুর। কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি আনন্দের দিন আজ! সকলের মুখমণ্ডলে আনন্দের ছাপ পড়েছে।

আনন্দ করবে না? ভগবান যে মানুষ হয়ে এসেছেন। এই সেদিন চলে গেলেন। হাওয়ায় তাঁর সুগন্ধ বহন করছে। ঠাকুর এসেছিলেন বলেই তো এই আনন্দের জোয়ার এসেছে। এরূপ যে হবে ঠাকুর তার আভাস ভক্তদের দিয়েছিলেন। অবতার এলে সর্বদাই এই আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়।

তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'Can the children of the bride chamber mourn, as long as the bridegroom is with them?'

বিবাহের বরযাত্রিগণ কি কখন শোক করে? তা' নয়। তারা আনন্দ করে। অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা হচ্ছে। ক্রাইস্ট অবতার

ছিলেন কিনা। এই ক্রাইস্টই এখন ঠাকুর। আমাকে বলেছিলেন একদিন, 'ক্রাইস্ট গৌরাঙ্গ আর আমি এক'।

অবতারের সঙ্গে যতদিন থাকা যায় ততদিনই অবাধিত আনন্দ। তিনি চলে গেলে তখন দুঃখ দুর্দিন আসে। পাঁচটি বৎসর জগৎ ভুল হয়ে গিছলো আমাদের। তাঁর সময়ে কেবল আনন্দ। তিনি চলে গেলে কখনও আনন্দ, কখনও নিরানন্দ।

তাঁর সময়ে কত নিমন্ত্রণ, কত নৃত্য গীত, কত আনন্দ! ঠাকুর চলে গেলে তখন তিন দিন উপোস, খেতে পারিনি।

তাইতো স্বামীজী মঠ করেছেন, যাতে পরে সাধুরা দু'টি খেতে পায়। কত কি দেখে, কত ভেবে চিন্তে, তবে মঠ করেছেন।

এই মঠ হওয়ায় এদেশে এখন ত্যাগী দেখা যাচ্ছে। কোথায় ছিল সাধু? এই মঠের আদর্শ ঠাকুর। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তিনিই ইদানিং নরকলেবরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম এবার গঙ্গার দিকে চলিলেন। তারপর শ্রীম ঠাকুরঘরে গেলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া চরণামৃত লইলেন। খানিকক্ষণ ধ্যান করিয়া ধ্যানঘর দেখিয়া নিচে নামিলেন।

এবার উঠিলেন মঠবাড়ির দোতলায়। স্বামীজীর ঘর দেখিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। উত্তর-পূর্ব কোণে স্বামী নির্মলানন্দ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। তিনি উঠিয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিলেন, 'আসুন আসুন! বসতে আজ্ঞা হোক্।' এই বলিয়া অন্য চেয়ারে বসাইলেন। সঙ্গের সাধু ও ভক্তগণ বসিয়াছেন মেঝেতে।

দুই গুরুভাই উভয়ে মিলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকথা কহিতেছেন।

স্বামী নির্মলানন্দ বাঙ্গালোর মঠের অধ্যক্ষ। দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রচারে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহযোগী। শ্রীম দক্ষিণ দেশের প্রচারকার্যের কথা শুনিতে চাহিলেন।

শ্রীম — ওদেশে অনেক ভক্ত। কেমন হচ্ছে আজকাল?

স্বামী নির্মলানন্দ — কন্যাকুমারীর দিকের লোকরা খুব ভক্ত। নীলগিরি পাহাড় পর্যন্ত ঠাকুরের নাম পৌঁছে গেছে। যেমন পূর্ববঙ্গের লোক অতিশয় অনুরাগী, তেমনি দক্ষিণের লোক। দক্ষিণ দেশে

সংকীর্তন করে লোকেরা। তা'তে দেখতে পাই ঠাকুরের ছবি। কি আশ্চর্য! কি করে জানলে তারা কেউ জানে না। এ দেখেই মনে হয়, তাঁর কাজ তিনি করছেন।

শ্রীম আবার ঠাকুরঘরে গেলেন। ভোগারতি হইতেছে। উপরে ভীড় বলিয়া সিঁড়ি হইতে আরতি দর্শন করিলেন। ঠাকুরঘরে উঠিবার সময় কৃষ্ণলাল মহারাজ দেখিতে পাইয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'মাস্টার মশায়'। শ্রীম-র হাতে প্রসাদী পান আনিয়া দিলেন।

২

শ্রীম ও মিস মেকলাউড মঠের নিম্নতলে গঙ্গার দিকের বারান্দায় বেঞ্চির উপর বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। ভক্তগণ কেহ কেহ দাঁড়াইয়া আছেন, কেহ নিচে মেঝেতে বসিয়া আছেন। মেকলাউড স্বামীজীর কথা কহিতেছেন।

Miss Mcleod — Three persons were meditating in America. One of them saw Swamiji in a vision. That devotee could not recognise who was that person. After Swamiji had gone to America, seeing his picture then, that devotee could know it was Swamiji. In extreme joy, that devotee cried, 'This is the man I saw'. All those persons are now passed'.*

শ্রীম জিহ্বা দ্বারা শব্দ করিয়া ঐ দৈবলীলা সমর্থন করিলেন। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন — 'All passed' (সবাই চলে গেছেন)?

---

*মিস মেকলাউড — তিনজন লোক আমেরিকায় ধ্যান করিতেছিলেন। ইহাদের একজন স্বামীজীকে ধ্যানে দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ভক্তটি চিনিতে পারেন নাই, কে এ ব্যক্তি। স্বামীজীর আমেরিকা গমনের পর, তাঁহার ছবি দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে, ধ্যানদৃষ্ট ব্যক্তিই স্বামীজী। আনন্দে আত্মহারা হইয়া এই ভক্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এ সেই ব্যক্তি — যাঁহাকে আমি ধ্যানে দেখিয়াছিলাম!' ঐ তিনজনই এখন দেহত্যাগ করিয়াছেন।

মিস মেকলাউড — All passed (সবাই গেছেন)।

Miss Mcleod — It is all for him, all for his those three years' work that we are all here together.

M. — A tree is known by its fruits.*

বৃদ্ধা শ্রীমকে সুগন্ধ একটি গোলাপ ফুল উপহার দিলেন।

শ্রীম এবার পশ্চিমের বারান্দায় আসিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বেঞ্চিতে বসিয়া ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন, 'এই যে মাস্টার মশায়, আসুন। একটা কিছু আন না বসবার জন্য।'

সুবিমল মহারাজ দৌড়াইয়া গেলেন লাইব্রেরীতে কিছু আনিতে। জগবন্ধু সিঁড়ির নিকট হইতে বেঞ্চির গদি আনিয়াছেন, মহাপুরুষ নিজ হাতে বিছাইয়া দিলেন। উভয়ে তখন বসিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ আসন করিয়া বসিয়া ছিলেন। শ্রীম হঠাৎ তাঁহার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ সঙ্কুচিত হইলেন — চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রতি-প্রণাম করিলেন। এবার আনন্দে দুই গুরুভ্রাতা কথোপকথন করিতেছেন। প্রথমে হইল কুশল প্রশ্নাদি।

মহাপুরুষ মহারাজ — চালিয়ে নিচ্ছেন তিনি শরীরটা। তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। বম্বে যেতে হয়েছিল। সব জায়গায় কাজ বেড়েই যাচ্ছে। পার্শীরাও তাঁর ভক্ত হচ্ছে। বিদ্যাপীঠেও গেছিলাম, দেওঘর। সেখানে শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। বেশ আছে ওরা (সাধুরা) ওখানে, ওদের (ছেলেদের) নিয়ে।

শ্রীম — কিন্তু বিদ্যাপীঠে ছেলেটি মারা গেল শুনে বড় দুঃখ হল। দেখাশোনা ভাল করে করলে বেশ হয়। আপনারা যতদিন আছেন সকলের কল্যাণ।

মহাপুরুষ মহারাজ — ওরা বলছিল তিনি (শ্রীম) আর পুরী থেকে আসছেন না। আমি বলছিলাম, ঠাকুর যা করেন তাই হবে।

* মিস মেকলাউড — এ সবই তাঁর (স্বামীজীর) জন্য। তাঁর ওদেশে তিন বছরের প্রচারের ফলেই আমরা আজ সকলে একত্রে মিলিত হয়েছি।

শ্রীম — গাছের পরিচয় ফলে।

শ্রীম বিদায় লইতেছেন।

এবার শ্রীম পূর্ব বারান্দা দিয়া গঙ্গার লনে আসিলেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ ও স্বামী গঙ্গানন্দের সঙ্গে নর্দমার কোণে দেখা হইল। তাঁহারা প্রণাম করিলেন। একটি ভক্ত পরিচয় করাইতেছেন।

ভক্ত — ইনি জ্ঞান মহারাজ, কৈলাস দর্শন করে ফিরেছেন।

শ্রীম — হ্যাঁ, জ্ঞান মহারাজকে আবার চিনি না (হাস্য)!

'কৈলাস দর্শনে'র কথা শুনিয়া শ্রীম মাটিতে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন।

মায়ের মন্দিরে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। পিছনে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মেদিনীপুরের গায়ক ব্রহ্মচারী শশী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার সহিত ঠাকুরের কাজের কথা হইতেছে। তাঁহাকে খুব উৎসাহিত করিলেন, 'ধন্য আপনারা, ধন্য আপনারা! তাঁর নাম ও কাজ করছেন।'

শ্রীম মোটরে উঠিলেন। ভক্ত ও সাধুরা যুক্ত করে নমস্কার করিলেন। প্রতিনমস্কারে শ্রীমও যুক্ত করে রহিলেন। গাড়িতে ডাক্তার বক্সীও চলিয়া গেলেন।

৩

মর্টন স্কুল। ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। চারতলার ছাদ। ভক্তসভা বসিয়াছে। গতকাল মঠে শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব গিয়াছে। ভক্তগণ সকলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। উৎসব ও ঠাকুর সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে।

রাত্রি আটটা। আকাশ নির্মল। নক্ষত্রমণ্ডিত। যেন একটি canopy (চাঁদোয়া)। তাহার নিচে ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন, উত্তরাস্য। শ্রীম-র পরনে সাদা ধুতি। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। পায়ে বার্ণিশ-করা চটি জুতা। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বড় অমূল্য, যতীন, বলাই, বড় নলিনী প্রভৃতি বসিয়া আছেন।

বিনয় ও জগবন্ধু একসঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম — কে কে এলেন দু'জন — নাম করে বলুন।

জগবন্ধু — আমি জগবন্ধু, আর বিনয়।

ছোট রমেশের বাবা আসিয়াছেন। তিনি শ্রীম-র ভাগ্নী-জামাই। বয়স প্রায় ষাট। ...মহামায়া মানুষকে মোহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাই সংসার-ধর্ম চলিতেছে। লোকে তাই মনে করে 'আমি কর্তা।' তাহাতেই কাজ চলিতেছে। যে জানিয়াছে 'ঈশ্বর কর্তা' তাহার দ্বারা সংসারের কাজ হয় না — এই সব কথা চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, রমেশের বাবাকে লক্ষ্য করিয়া) — মানুষগুলি কি করে আবার নিজেকে জ্ঞানী বলে ! আবার অপরে 'আপনি জ্ঞানী' বললে — এই compliments-ও (বাহবাও) নেয়! লজ্জা করে না! Disgraceful (নির্লজ্জ)! হাবাতেগুলো! কি করে বলে জ্ঞানী — আশ্চর্য! এক ঈশ্বরই সব করছেন, এ জানার নাম জ্ঞান। মানুষ করছে, এ জানার নাম অজ্ঞান। এতো দেখে শুনে বলে কি করে, জ্ঞানী। Mutual Admiration Society-র (পারস্পরিক প্রশংসা সমিতি) মেম্বাররা একে অন্যকে বলে, 'তুমি বড় জ্ঞানী'। অপরজন বলে , 'না, তুমি জ্ঞানী'। (হাস্য)। কি করে জ্ঞানী হয় জানে না — ঈশ্বর কর্তা মানুষ অকর্তা, এ জানার নাম জ্ঞান।

(একজন ভক্তের প্রতি) — কথামৃত পাঠ হোক বলিয়া শশধর তর্কচূড়ামণির 'শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন' — পাঠ বাহির করিয়া দিলেন।

ডাক্তার পড়িতেছেন তৃতীয় ভাগ, নবম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ — 'কালী ব্রহ্ম — ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ'। ...আজ সোমবার, ৩০শে জুন, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। বেলা অপরাহ্ন, প্রায় চারটা। পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইতেছেন — যাঁহারই নিত্য, তাঁহারই লীলা — যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই লীলার জন্য নানা রূপ ধরিয়াছেন।...ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা।... পণ্ডিতকে বলিতেছেন... "বাপু, ব্রহ্ম অটল অচল সুমেরুবৎ। কিন্তু 'অচল' যার আছে তার 'চল'ও আছে।" ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়াছেন। সেই গন্ধর্ব বিনিন্দিত কণ্ঠে গান গাহিতেছেন। গানের পর গান।

শ্রীমও পাঠ শুনিতে শুনিতে ভাবোন্মত্ত হইয়া ঠাকুরের ঐ গান গাহিতে লাগিলেন।

গান। কে জানে কালী কেমন,
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন। ইত্যাদি
গান। সুরা পান করি না আমি,
সুধা খাই জয় কালী বলে। ইত্যাদি

শ্রীম এবার কথা কহিতেছেন। যেন ঠাকুর ও শশধর পণ্ডিতকে চোখের সামনে জীবন্ত দেখিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের ঐ গন্ধর্বকণ্ঠের গান শুনে পণ্ডিত মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আবার গান হবে কি? ঠাকুরও অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তিনি আবার কতকগুলি গান শুনালেন।

শ্রীম ঐ গানগুলি গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন।

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি।
গান। অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালীনাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে,
শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি॥

শ্রীম-র দুই চোখের কোণ বাহিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন হইতেছে।

শ্রীম-র দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। অতি মধুর ও মৃদুস্বরে বলিতেছেন — 'দুর্গা নাম কিনে এনেছি' — এই কথা শুনে পণ্ডিত অশ্রুবারি বিসর্জন করতে লাগলেন। পণ্ডিত বেদাদি-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। জ্ঞানচর্চা করতেন। ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'সাধনা না করলে, তপস্যা না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না'। গানে আছে, 'ষড়্‌দর্শনে না পায় দর্শন আগম নিগম তন্ত্রসারে'।

ঠাকুর বলতেন, 'পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল'। গুরুমুখে, সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশী হয়, আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। জান, জ্ঞানীর স্বভাব কিরূপ? জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে। কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। হয়ত কাপড়খানা আলগা, কি বগলের ভিতর — ছেলেদের মত। 'বিজ্ঞানীর

অষ্টপাশ খুলে যায়'। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।'
(মুন্ডক ঃ ২:২:৮)

এখন রাত্রি দশটা। ভক্তগণ প্রণাম করিয়া সদ্যপ্রাপ্ত ঠাকুরের মহাবাণী — 'পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল' — ভাবিতে ভাবিতে বিদায় লইতেছেন।

কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ।
৩রা ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল, সোমবার।

চতুর্থ অধ্যায়

কিছু করলে খেদ মেটে

১

মর্টন স্কুল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, ৬ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল, বৃহস্পতিবার। অপরাহ্ন তিনটা। স্টুডেন্টস্ হোমের অমর আসিয়াছে, সঙ্গে কতকগুলি বিদ্যার্থী। ইহারা শ্রীমকে এই প্রথম দর্শন করিতে আসিয়াছে। শ্রীম ছাদে বেঞ্চিতে বসিয়া উহাদের সঙ্গে এ-কথা সে-কথা কহিতেছেন। অমর, ডাক্তার কার্তিক বোসের কথা বলিতেছে। কার্তিক বোস, ডায়মণ্ড হারবারে অনেক জমি কিনিয়াছেন। সেখানে গোরক্ষা শিখাইতেছেন।

শ্রীম (অমর প্রভৃতি বিদ্যার্থীগণের প্রতি) — বাবা, কেমন মনের জোর, এতো কাজ করছে! ছেলের খুব অসুখ, সুইজারল্যাণ্ডে আছে। কে কে যেন গেছে তার কাছে। শক্তিবিশেষ। তবে নারদ, শুকদেবের শক্তি আলাদা।

বালিয়াটির হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী মোটর চাপা দিয়াছেন, সেই কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সমাজে থাকতে গেলে এ সব দোষ নিতে হয়। তাই সর্বদা আচমন করতে হয়, সন্ধ্যা করতে হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক দোষ করতে হয় সমাজে থাকতে গেলে। একবার সন্ধ্যা করলে হয় না, সর্বদা তাঁর নাম করতে হয় — সর্বদা আচমন করা দরকার। দোষ সর্বদা লাগছে কিনা। সন্ন্যাসীর তা' নয়। সমাজে থাকে না কিনা। সন্ন্যাসী সর্বদা তাঁকেই ডাকছে। তা'তেই সব দোষ সেরে যাচ্ছে। ভগবানের শরণাগত হলে সব দোষ যায়।

২০শে ফেব্রুয়ারী, মঠে ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। ২১শে রবিবার উৎসব। ভক্তরা অনেকেই গতকাল চলিয়া

গিয়াছেন মঠে। আজ বেলা বারটার সময় শ্রীম ভৃত্য তেজুকে সঙ্গে করিয়া বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন। কোচিনের থার্ড প্রিন্স শ্রীম-র মাথার উপর ছাতা ধরিয়াছেন। শ্রীম একে একে সব মন্দির দর্শন করিতেছেন। অনেকগুলি সাধু ও ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। তিনি নাগলিঙ্গ বৃক্ষের নিচে জ্ঞান মহারাজের অখণ্ড পাঠস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কথামৃত পাঠ চলিতেছে। পাঠক পড়িতেছেন — তৃতীয় ভাগ, দ্বাদশ খণ্ড। ঠাকুর বলিতেছেন মাস্টারকে, 'আমি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী খুঁজছি। মনে করি এ বুঝি থাকবে! সকলেই এক একটা ওজর করে! ... সঙ্গী আর জোটে না।'

... ঠাকুর প্রণব উচ্চারণ করিয়া সন্দেশ স্পর্শ করিলেন ও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন।... কি আশ্চর্য, ছোট নরেনকে ও আরও দুই একটি ছোকরা ভক্তকে নিজে খাওয়াইয়া দিতেছেন। ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, 'এর একটি মানে আছে। নারায়ণ শুদ্ধাত্মাদের ভিতর বেশী প্রকাশ। ...বিশ্বাস কর, নির্ভর কর — তা'হলে নিজের কিছু করতে হবে না। মা কালী সব করবেন।... ব্রহ্মজ্ঞান হলে বিষয়রস শুকিয়ে যায়। ... দেখলাম খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এলো। এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার। ... দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।'

ভক্তরা সকলে অবাক হইয়া এই মহাবাণী শুনিতেছেন। শ্রীমও এতক্ষণ নির্নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতেছিলেন। এবার বিদায় হইতেছেন। হোর মিলারের জাহাজে যতীন সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া শ্রীমকে স্কুলবাড়িতে পৌঁছাইয়া দিলেন।

২

আজ ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। পাশে ২।৪ জন ভক্ত, জগবন্ধু প্রভৃতি। সুখেন্দু কাশীর জ্ঞানানন্দজীকে লইয়া আসিয়াছেন। ইনি কৈলাস দর্শন করিয়া

আসিয়াছেন। সাধুদের আচরণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কি মত সেই প্রশ্ন উঠিয়াছে। শ্রীম সেই বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সাধুর খুব কঠিন নিয়ম। যেন ক্ষুরের উপর দিয়ে চলা। তবে তো আদর্শ ঠিক থাকবে। ঠাকুর বলতেন , প্রথম প্রথম সাধুরা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। ভক্তগৃহ ছাড়া অন্য গৃহস্থবাড়িতে পর্যন্ত যেতে নেই। এক অবস্থায় ঠাকুর বিষয়ী লোক দেখলে গায়ে মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে থাকতেন, পাছে ওদের গায়ের হাওয়া লাগে। কখনও দরজা বন্ধ করে দিতেন। নিজে অত সব পালন করে তবে অপরকে বলতেন। শেষের দিকে ঠাকুর বলতেন, 'পরে মা বললেন, তুমি কথা কও তবে গুটিকয়েক লোকের চৈতন্য হবে। তাই এখন কথা কইছি।' বলতেন, 'এখন বিচারে আনি, সবই তিনি হয়ে রয়েছেন'।

'মুড়ি মিছরীর একদর না হয়' বলতেন। মুড়ি মিছরীর একদর হলে শূলে যেতে হয়। আপনারা জানেন গল্পটা, ঠাকুর বলেছিলেন। এক গুরুর এক শিষ্য ছিল। শিষ্য প্রব্রজ্যায় বের হয়েছে। গুরু বলে দিছিলেন, যেখানে দেখবে মুড়ি মিছরীর একদর, সেখানে থাকবে না। শিষ্য বহু ভ্রমণ করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই একস্থানে বিশ্রামের জন্য বসে পড়লো। সেখানে মুড়ি মিছরীর একদর। এক টাকায় যতটা মুড়ি পাওয়া যায় মিছরীও ততটা। মুড়ি থেকে মিছরী দামী জিনিস। কিন্তু এখানে এক দাম।

শিষ্যের গুরুবাক্য মনে হলো বটে, কিন্তু খুব ক্লান্ত বলে সে স্থান ত্যাগ করে নাই। বেশ আছে, খায় বেড়ায়। অল্পদিনেই শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলো। একদিন ঐ দেশের রাজার লোক ওকে রাস্তায় পেয়ে ধরে নিয়ে গেল। রাজার ঠাকুরবাড়িতে নরবলি হবে। ওকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখে ওকেই বলি দেবে স্থির করে নিয়ে গেল। বলির সব ঠিকঠাক। বহু লোক একত্রিত হয়েছে, দেখবে। শিষ্য কাঁদছে। এখন, গুরুও পর্যটন করতে করতে ঐখানে উপস্থিত। বহু লোক একত্র দেখে উঁকি দিয়ে দেখলেন, শিষ্য কাঁদছে। ততক্ষণে সব ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন। তাকে বাঁচাবার জন্য রাজকর্মচারীদের

তাই বললেন, এ বলি শাস্ত্রসম্মত নয়, অশুদ্ধ। এর দেহে ঘা আছে। গুরু জানতেন, তার একটা ঘা আছে। তখন তাকে ছেড়ে দেয়। এমনি কাণ্ড! তাই যেখানে সাধু গৃহস্থের একদর সেখানে থাকতে নেই।

সাধু নিরবলম্বন। এক ঈশ্বরমাত্র অবলম্বন। অত কঠিন, তাই অনেকে ব্রহ্মচর্যব্রত নিতে চায় না। কেন? না, নিরবলম্বন হতে হবে বলে। সাধুর আদর্শ ঠিক থাকলে গৃহস্থও ঠিক হবে। বড়ই শক্ত ও দায়িত্বপূর্ণ সাধুজীবন!

একজন আসিয়া সংবাদ দিলেন কোচিন রাজ্যের থার্ড প্রিন্স সপত্নীক আসিয়াছেন শ্রীমকে দর্শন করিতে। তাঁহাদের পুত্র বেলুড় মঠের সাধু। শ্রীম তিনতলায় নামিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে প্রভাসবাবুর ঘরে বসাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কিছুকাল ঠাকুরের কথা হইল। কিছু পরে বিদায় লইলেন। বর্তমানে বেলুড় মঠে আছেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে দেখা গেল, একজোড়া চপ্পল পড়িয়া আছে। উহা মেয়েদের চপ্পল — কুমার রাণীর। তাই শ্রীম অন্তেবাসীর হাতে চপ্পল-জোড়া তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। অদ্বৈত-আশ্রম মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটে — মায়াবতীর অদ্বৈত-আশ্রমের ব্রাঞ্চ।

পরের দিন ২৩শে ফেব্রুয়ারী। সকাল আটটা। মঙ্গলবার। জগবন্ধু আসিয়াছেন। তিনি প্রণাম করিয়া বসিতেই শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন, সেদিন আপনি বলেছিলেন গতবৎসর আমরা যখন ৺পুরীতে ছিলাম তখন শচীনন্দন আপনাকে সেখান থেকে একটা চিঠি লিখেছিলেন পুরীবাসের বিবরণ দিয়ে। সেটা পড়ে শুনান।*

---

*১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে পূজার পর শ্রীম ৺পুরীতে নিবাস করেন পাঁচ মাস শশী-নিকেতনে। বিনয় (পরে স্বামী জিতাত্মানন্দ) ও বলাই-ই বেশী থাকিতেন সঙ্গে। কলিকাতার ভক্তরা — মনোরঞ্জন, সুখেন্দু (পরে স্বামী সুখানন্দ) ডাক্তার বক্সী, মুকুন্দ, শচী, জগবন্ধু (পরে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ) সকলে যাওয়া আসা করিতেন। গোপাল ও গদাধর (পরে স্বামী অতীন্দ্রিয়ানন্দ ও স্বামী জগন্নাথানন্দ) পুরীতে বাস করিতেন স্বতন্ত্র, স্বামী সিদ্ধানন্দের সঙ্গে।

জগবন্ধু সেই চিঠি পাঠ করিয়া শ্রীমকে শুনাইতেছেন।

ঁপুরী, ৬ই নভেম্বর ১৯২৫, শুক্রবার।

প্রিয়—, আপনি যে কাজ করতে আমায় অনুরোধ করেছিলেন, তা করবার জন্য এক আধ দিন চেষ্টা করে দেখলাম যে, সে কাজ আমার nature-এর (স্বভাবের) মধ্যে নাই। সুতরাং জোর করে করতে গেলে, তা ভাল হবে না। কাজেই আর চেষ্টা করা ছাড়ান দিয়েছি। সে জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে চেষ্টা করেছিলাম তার নিদর্শনস্বরূপ আমার প্রথম দিনের লেখাটি পাঠিয়ে দিলাম। আপনি নিজে নিজে দেখে ছিঁড়ে ফেলে দিবেন ও বলাইবাবুর নিকট মৌখিক সমস্ত শুনবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

আপনাদের শচীনন্দন

৪ঠা নভেম্বর, ১৯২৫, বুধবার

আজ প্রায় আটটার সময় আমরা (সঙ্গে সুখেন্দু) আসিয়া বাসায় (শশীনিকেতনে) পৌঁছাই (রেলস্টেশন থেকে)। শ্রীম তখন মন্দিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা হাত মুখ ধুইয়া বিনয়বাবু ও বলাইবাবুর সঙ্গে মন্দিরে গিয়া সমস্ত দর্শনাদি সমাপন করিয়া সিংহদ্বার দিয়া বাহির হইতেছি, দেখি তিনি (শ্রীম) ডান পার্শ্বে যে একটি ঔষধের দোকান ও লাইব্রেরী আছে তাহারই ঝাঁপের তলায় উত্তরাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন — যেন আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গায়ে সাদা পাঞ্জাবী ও সাদা চাদর। পায়ে চটিজুতা। হাতে ছাতা ও চোখে চশমা। দেখিয়া মনে হইল, যেন চোখে কতই জল পড়িয়াছে। তখনও ছলছল করিতেছে। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'এই যে, তুমিও এসেছ — বেশ বেশ'। পরে সুখেন্দুবাবুকে তাঁহার ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বেলা প্রায় দশটা।

জগবন্ধু মর্টন স্কুলের কাজের জন্য সর্বদা সঙ্গে থাকিতে পারেন নাই। তাই ভক্তদের অনুরোধ করিতেন, শ্রীম-র কথা সব ডায়েরীতে লিখিতে। শ্রীশচীনন্দন দত্তকে সেই অনুরোধ করিয়াছিলেন। শচী উক্তরূপে লেখেন।

রৌদ্র দেখিয়া বিনয়বাবু তাঁহার জন্য একখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করিতেছিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'থাক্ থাক্। গরুর পিঠে আর চড়বো না। মানুষে-টানা গাড়ী পেলে ভাল হয়'। কিন্তু মানুষে-টানা গাড়ী না পাওয়ায় সুখেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বাসাভিমুখে রওনা হইলেন। আমাকে বলিলেন, 'গায়ের কাপড়খানা মাথায় দাও (রৌদ্র বলিয়া)।'

শ্রীম সুখেন্দুবাবুকে বলিলেন, 'বেশ করেছেন, এই যে সমস্ত বন্দোবস্ত করে এসেছেন। এখন নিশ্চিন্তি।'

পরে মঠের ও 'উদ্বোধনের' খবর লইতে লাগিলেন।

বাসায় (শশীনিকেতনে) পৌঁছিয়া প্রথমেই (ভিতর) বাড়ির দিকে গেলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'আপনাদের আজ আর প্রসাদ কিনে খেয়ে কাজ নাই। অনেক বেলা হবে। এখানেই খাবেন। পরে ও-বেলায় না হয় প্রসাদ খাবেন। এখন খালি শীগ্‌গীর করে সমুদ্রে চান করে আসুন তেল মেখে। ছাতা কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বেশীক্ষণ নাইবেন না। বেশী নেয়ে বিনয়বাবুর অসুখ করেছিল।'

আমরা তেলটেল মেখে শেষ করেছি এমন সময় এসে তেলের জারটা হাতে নিয়ে — 'নিন্ নিন্, আর একটু গায়ে মাখুন' — বলে আমাদের দুইজনের হাতে আরও খানিকটা করে তেল ঢেলে দিলেন।

আমরা নেয়ে আসতেই বললেন — 'এলেন, এত শীগ্‌গীর! আচ্ছা বেশ, একটু জপটপ করুন।' এই কথা বলে তিনি নাইতে গেলেন সেই পশ্চিম দিকের ছোট ঘরটিতে।

আমরা উঠে দেখি তিনি ভিতর দিকে গিয়ে ভাত দেওয়াচ্ছেন। আমরা ভিতর দিকে যেতেই বললেন — 'আসুন, বসুন বসুন। আপনারা একটি করে সন্দেশ নিয়ে বসুন।' আমি বললাম, 'আপনি একটি না খেলে আমরা খাব না'। তা'তে বললেন — 'দিন্ না আমাকেও একটা'। (ভক্তরা সঙ্গে সন্দেশ এনেছেন)।

তিনি খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। আমরাও সকলে ছবিওয়ালা বাইরের ঘরটিতে এলাম। একটু পরেই ঘর থেকে বাইরে

এসে বলছেন — দেখ, বুদ্ধিরামের তো পূর্বেই দক্ষিণেশ্বরে ব্রহ্মচর্য হয়েছিল। কাল আবার জগন্নাথদেবের কাছে পুনঃসংস্কার হল। আর গদাধরও জগন্নাথদেবের কাছে ব্রহ্মচর্য ও গেরুয়া নিল। সিদ্ধানন্দ স্বামী উপস্থিত ছিলেন। তা গদাধর ব্রাহ্মণের ছেলে, গেরুয়া নেবার অধিকার আছে।

ব্রাহ্মণের ছেলেরা উপনয়নের পরে সংসার করে বলে ওসব গেরুয়া টেরুয়া ফেলে দেয়। আর সংসার যদি না করে তবে গেরুয়া রাখতে দোষ কি? আমি ঠাকুরের কথাগুলো ওকে শুনিয়ে দিলাম। বললাম যে, বল—

১) কখনও মিথ্যা কথা বলব না।

২) কিছু সঞ্চয় করব না।

৩) এক জায়গায় তিন চার দিন বসে থাকব না।

৪) টাকার জন্য কোন বড়মানুষের পিছন পিছন যাব না।

(৫) কোনও যুবতী মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলব না, ইত্যাদি। এখন সিদ্ধানন্দ স্বামীর কাছে আছে (সৈকতালয়ে)। একবার গিয়ে দেখে আসবে।

এই সমস্ত কথার পর তিনি ঘর বন্ধ করে বিশ্রাম করতে গেলেন।

বৈকালে আমি কুয়াতলায় হাত মুখ ধুচ্ছি, তিনি বলাইকে দিয়ে আমার কাছে মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি মহাপ্রসাদ ধারণ করে শুনলাম যে গদাধর এই প্রসাদ নিয়ে এসেছে ও আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দক্ষিণ দিকের সদর বারান্দায় দাঁড়িয়েছি, দেখি মুক্তি মহারাজ (স্বামী নির্গুণানন্দ) এলেন, বুদ্ধিরামও সঙ্গে আছেন। গদাধর একটু পরে এসে দাঁড়াল ও শ্রীমও এলেন। এসেই মুক্তি মহারাজকে বলছেন, আপনি যে গদাধরকে সংস্কৃত স্কুলে পড়বার কথা বলেছেন, এ বেশ, খুব ভাল।

শ্রীম গদাধরকে বললেন — দেখ, আমাদের দু'জনের মত্ তুমি এঁদেরকে দিয়ে সমস্ত যোগাড় টোগাড় করে সংস্কৃত স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও।

মুক্তি মহারাজ গদাধরের খুব প্রশংসা করছিলেন — intelligent (বুদ্ধিমান, মেধাবী), পড়লে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হবে, ইত্যাদি বলে।

শ্রীম অমনি বাধা দিয়ে মুক্তি মহারাজকে বললেন, থাক্ থাক্, অত কাজ নাই।

গদাধরের বিদায় নেবার সময় শ্রীম গদাধরকে বললেন — দেখ, সমস্ত জীবন না পার, এই তিন চার দিন একেবারে মৌন হয়ে থাক না। আর সর্বদা ভগবানের নাম করবে। তবেই এই জিনিসটি দৃঢ় হবে।

বুদ্ধিরামকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া শ্রীম বলিলেন — কিছু আনাজ নিয়ে যাও সিদ্ধানন্দ স্বামীর জন্য — তোমাদের ওখানের জন্য।

আমাদের বললেন — তোমরা জগন্নাথদেবের আরতি দেখতে যাচ্ছ তো?

আমি আরতি দর্শন করার পর প্রায় আটটার সময় ফিরে এসে দেখি তিনি সুখেন্দুবাবু ও বলাইবাবুকে নিয়ে বসে আছেন তাঁর নিজের ঘরের মেঝেতে উত্তরাস্য হয়ে। আমাকে দেখেই বললেন, 'এস, বস'।

তারপর অনেকক্ষণ আমাদের ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেছিলেন। তার সারাংশ এই —

যারা বিয়ে শাদি করে নাই, আর এখানে এসে পড়েছে তাদের সব সুবিধা। এখানে জগন্নাথ রয়েছেন, স্বয়ং গুরু। ভগবানই তো গুরু। মনে কর, একটা কৌপীন নিয়ে গেলে জগন্নাথদেবের কাছে। প্রার্থনা করে বললে — প্রভো, আমি এই কৌপীন ধারণ করলাম তোমার কাছে। তুমি ব্রহ্মচর্য রক্ষা করো। আমি তোমার শরণাগত।

যাদের একটা income (আয়) আছে, ভিক্ষা টিক্ষা করতে হয় না, তাদের গুপ্ত ব্রহ্মচর্য নিলেও হয়। তান্ত্রিক মতে শূদ্রদেরও ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস ইত্যাদি আছে। ভিতরে ব্রহ্মচর্যের পোশাক কৌপীনাদি, আর উপরে ভদ্রলোকের পোষাক। যাদের কিছু income (আয়) আছে তাদের ভিক্ষা করা অন্যায়। ঈশ্বরই গুরু। জগন্নাথই ঈশ্বর। ঠাকুর বলেছিলেন, আমিই জগন্নাথ।

শ্রীম চিঠিপড়া শুনিলেন। মন অন্তর্মুখী। হয়তো গত বৎসরের পুরীবাসের স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। একটু পর বলিলেন, বেশ চিঠি। এমনি হয়তো এর দাম কিছুই নয়। কিন্তু, এই যে পুরীবাসের স্মৃতি জাগ্রত করে দিল, এর দাম অমূল্য। টাকা পয়সা দিয়ে এর মূল্যায়ন হতে পারে না।

তাই ভক্তদের চিঠি পুরাণ। পুরাণশাস্ত্র শ্রবণে ভগবানের উদ্দীপন হয়। এই চিঠিতেও ভগবান চৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর উদ্দীপন করে দিয়েছে। তাই ইহা অমূল্য।

চিঠিপড়া শেষ হইল। সুখেন্দু আসিয়াছেন, সঙ্গে একজন গৈরিক বস্ত্রধারী সাধু। তাহার নাম ব্রহ্মচারী বলরাম। ইনি তিন বৎসর পর ফিরিয়াছেন তপস্যা করিয়া উত্তরাখণ্ড হইতে। তাঁহার চক্ষু খারাপ হইয়াছে, চশমার দরকার। ইনি সুখেন্দুর বাসায় উঠিয়াছেন।

৩

মর্টন স্কুল। সকাল আটটা। চারতলার শ্রীম-র কক্ষ। একটি ভক্ত শিক্ষক সম্প্রতি কর্মত্যাগ করিয়াছেন। মর্টন স্কুলে কাজ করিতেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ। তিনি আজ আসিয়াছেন। শ্রীমকে পুরী যাইবার কথা বলিতেছেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীম উপদেশ দিতেছেন। আজ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, ১২ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল, বুধবার।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — বেশ সুবিধা। এর থেকে ভাল কোথায় হবে? ভাল জায়গা। এমন তীর্থ! তারপর আরও কিছু আছে। আপনি তো এমনিই চেয়েছিলেন।

ভক্তটি স্বামী সিদ্ধানন্দের সঙ্গে পত্র লিখিয়া সব ঠিক করিয়াছেন। ওখানকার প্রসিদ্ধ উকীল বিধুভূষণ ব্যানার্জীর বাড়িতে থাকা হইবে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের গৃহশিক্ষকরূপে।

শ্রীম — অমন সুবিধা। আমারই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। দেখুন না, কোথাও একটা থাকার জায়গা করা যায় কিনা। তা'হলে আমিও চলে যাব। চল্লিশ টাকা দিলুম, খাবারটা পাওয়া গেল। খাবারের জন্যই যত গণ্ডগোল। ভিক্টোরিয়া ক্লাবে চলতে পারে। তবে

association (সঙ্গ) তত ভাল নয়। আড্ডা করবো না। পুরী অমন prominent place (প্রসিদ্ধ স্থান), ইচ্ছা করলেই ওরা (পরিবারের লোক) চলে যেতে পারে। আড্ডা করলে, কতকগুলি undesirable (অবাঞ্ছিত) লোক গিয়ে পড়ে — যেমন গিন্নী (শ্রীম-র ধর্মপত্নী)। মনে কর, বদ্ধ পাগল। কথামৃতে রেকর্ডেড আছে দু' তিন জায়গায়। এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, 'মা, তুমি যে থাকবে, কিন্তু ভয় করে। পাশেই গঙ্গা। আবার মরার কথা কি, বল।' আর একবার বললেন, 'অপঘাতে মরলে পেত্নী হয়' (হাস্য)।

শিক্ষক — আচ্ছা, যদি সিদ্ধানন্দ স্বামীর কাছে হয়?

শ্রীম — উনি পরের বাড়িতে থাকেন। কর্তারা মনে করতে পারে, তোমরা এনে অন্য লোক ঢোকাচ্ছ। মাঝে মাঝে থাকলেই চলবে। একটা আড্ডা থাকা ভাল। অসুবিধার সময় থাকা। মাঝে মাঝে থাকা চলতে পারে।

শ্রীম দোতলার বারান্দায় নামিয়াছেন, বেঞ্চিতে বসা। ছোট জিতেন আসিয়াছেন, আর ব্রহ্মচারী বলরাম। বলরামের যে চশমা দিয়াছে দোকানদার, উহা ঠিক হয় নাই। তাই শ্রীম ছোট জিতেনের সঙ্গে বলরামকে পাঠাইলেন চশমা ফেরৎ দিতে। চশমাওয়ালা ফেরৎ নিতে নারাজ।

অপরাহ্ন পাঁচটা। ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট, উত্তরাস্য। সামনে ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট জিতেন, সুখেন্দু, ব্রহ্মচারী বলরাম প্রভৃতি অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন। শ্রীম ডাক্তারের সহিত বলরামের চশমার কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, 'অন্য লোককে দিক দামী চশমা। যে ভিক্ষা করে খায় তার যত কমে চলে।'

বলরাম ও ছোট জিতেনকে আবার পাঠাইলেন সুবোধ গাঙ্গুলীর বাড়িতে মানা করিতে, অত দামী চশমা যেন না দেয়। বলরাম চলিয়া গেলে তাঁহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চক্ষুরত্ন বাবা এমন অমূল্য জিনিস। এ লোকটি কি বৌদ্ধ ছিল আগে? জঙ্গলী ব'নে গেছে জঙ্গলে থেকে

থেকে। আবার এখানে থাকলে আমাদেরই মত হয়ে যাবে। ওর কি রকম অবস্থা। যেমন মাছকে জল থেকে তুলে একটা হাঁড়িতে রাখা।

একটা ছেলেকে ভালুকে নিয়ে গিছলো। নিয়ে তাকে না মেরে পালতে লাগলো। বড় হলে ভালুকের মতই হলো। যেমন association (সঙ্গ), তেমনি হয়ে যায়।

একজন ভক্ত — তা'হলে, সাধুসঙ্গে থাকলে সাধুই হয়ে যাবে?

শ্রীম — হাঁ, এই principle (সিদ্ধান্ত)। যেমন লেবরেটারীতে experiment (পরীক্ষা) করে। এখানে একটা solution (রসায়ন), এখানে একটা, এই রকম করে অনেকগুলো। এটাতে ডুবিয়ে দিলে সোনার রং হল, ওটাতে লোহা — এই রকম। তেমনি যে যেমন প্রকৃতির তেমনি হয়। সাধুসঙ্গ করলে সাধু হয়ে যায়।

বেদে আছে দু'টি পাখীর গল্প। একটি গাছে দু'টি পাখী বসে আছে। একটি উপরের ডালে, আর একটি নিচের ডালে। উপরের পাখীটি বসেই আছে, অন্য কাজ নেই। নিচেরটি কখনও মিষ্টি ফল খাচ্ছে কখনও তেতো ফল খাচ্ছে। উপরেরটি পরমাত্মা, নিচেরটি জীবাত্মা। জীবাত্মাই সুখদুঃখ ভোগ করছে জন্ম জন্ম।

যেই উপরের পাখীটাকে ছুঁয়ে ফেললে — ও মা, তখন আর নিচের পাখীর অস্তিত্বই নেই। যতক্ষণ আলাদা ছিল ততক্ষণই ঐসব সুখ দুঃখ। এখন পরমানন্দ। যেই ছুঁলে, কোথাও কিছু নেই। তার চিহ্নও নাই।

(কিছুকাল ভাবান্তরের পর) উপদেশও মিথ্যে, আর ধড়ফড়ানিও মিথ্যে। যেন বায়স্কোপের ছবি সব।

অমৃত — এ question (প্রশ্ন) কেউ answer (উত্তর) করতে পারে নাই — কেন হয় এসব ধড়ফড়ানি।

শ্রীম (তক্ষণাৎ সুদৃঢ় স্বরে) — কেন? অবতারাদি বলে গেছেন, এসব তাঁর লীলাখেলা।

শ্রীম কিছুকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথারম্ভ।

শ্রীম (স্বগত) — যে যেখানেই আছে সেখানেই আরম্ভ করতে হয় (সাধন ভজন); better (আরও ভাল) যদি জীবনে নাই হল।

যে বেশী ভাবে, তার হয় না। সে ঠকে যায়। যখনই হুঁশ হল কতক, তখনই আরম্ভ করতে হয়। নইলে সারা জীবন কেটে যায় — আর ডাকা হলো না। সম্মুখে মরণ। তখন হায় হায় করে। কেন করলুম না বলে আফশোস হয়। বেদে আছে, 'কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি।'* (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ — দ্বিতীয় অধ্যায়, নবমোঽনুবাক্)। কিছু করলে খেদ মেটে। 'এতং হ বাব ন তপতি' (ঐ উপনিষৎ, ঐ অনুবাক্)। মন পরে বলতে না পারে — তুমি কিছু করলে না ভগবানের জন্য।

কিছু করতে হয়। তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়। করি করি করলে হয় না। করতে করতে শরীর গেলেও ধন্য। জন্ম সফল। দুর্লভ মানুষজন্ম। আবার কবে হবে তার ঠিক নেই। আবার হলেও এমন সুযোগ হবে কি না কে জানে। অবতার এসেছেন, এখন সব ready (তৈরী)। সামান্য করলেই চৈতন্য হয়ে যায়। অবতার আসেন হাজার বছর, না হয় পাঁচশ' বছর বাদে। কাজেই এখনই সেরে নিতে হয়। তারপর এমন সব সাধু করেছেন! তাঁরা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছেন। ব্যাকুল ঈশ্বরের জন্য। যেমন চাতক। এঁদের সঙ্গে চট করে হয়ে যায়। আর কেন বিচার — অত আয়োজন সামনে! এ উপভোগ করা উচিত।

শ্রীম ইচ্ছা করেন অন্তেবাসী প্রভৃতি ভক্তরা সন্ন্যাস নেন। তাই এতো উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী আজ। শ্রীম-র পূর্বকথাও ভক্তরা ভাবিতেছেন। মিহিজামে তিনি বলিতেন, মঠে আজকাল কতো ভাল ভাল লোক আসছেন। আর এখানকার সন্ন্যাসজীবন বড়ই সুন্দর। ঠাকুর বলতেন, 'কলিতে অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, মন চঞ্চল' কি না! তাই যেন বোর্ডিং হাউসে থাকার মত।

স্বামীজী বলতেন, মঠ করা কেন? না, যাতে ছেলেরা এসে একমুঠো খেতে পায় আর সৎ জীবন যাপন করতে পারে। ...এখানকার ideal (আদর্শ) অতি উচ্চ — ঈশ্বরলাভ। পার্থিব কিছু নয়। ঠাকুরের

---

* আমি সৎকার্য কেন করিলাম না, কেন আমি পাপ করিলাম।

কাজ করা, নিত্য সাধুসঙ্গ ও শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে থাকা। মঠের আদর্শ ঠাকুর, কি না অবতার। অর্থাৎ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাড়ে তিন হাত মানুষ শরীর ধারণ করে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। এখন বড্ড সুযোগ। Whole atmosphere is surcharged with spirituality — চারিদিক আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর। ঠাকুর বলতেন, 'বান এলে ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল'। তিনিই লোকের সুবিধার জন্য এসব করাচ্ছেন। এ সব মঠের সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখবে তাদের পরম কল্যাণ হবে।

কলিকাতা,
২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ।
১২ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল, বুধবার।

পঞ্চম অধ্যায়

তপস্বী শ্রীম হিমালয়ে, ঋষিকেশে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল প্রায় আটটা। শ্রীম চেয়ারে বসা দরজার পাশে, দক্ষিণাস্য। জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয় প্রভৃতি সামনের বেঞ্চিতে উপবিষ্ট।

আজ ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, ১৩ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল, বৃহস্পতিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী।

ব্রহ্মচারী বলরাম (পরে স্বামী উমানন্দ) আসিয়াছেন। তাঁহার চশমা নিয়া ডাক্তার বড় গোলমাল করিতেছে। শ্রীম ছোট জিতেনকে সঙ্গে দিয়া বলরামকে আবার পাঠাইলেন সুবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখলেন, এইজন্য ঠাকুর ডাক্তারদের কিছু নিতে পারতেন না। (বলরাম চটপট চলিয়া গেলেন দেখিয়া) বোধ হয় পারবে। যদি পারবার হয় তবে (তাড়াতাড়ি চলার অভিনয় করিয়া) এমনি করে যায়। না হলে (পা টানিয়া অভিনয় করিয়া) এমনি এমনি (সকলের হাস্য)।

বলরাম ঋষিকেশ স্বর্গাশ্রমে তপস্যা করিয়া ফিরিয়াছেন। তাই শ্রীম ঐ সব তপোভূমির কথা তুলিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমিও গিছলুম। ছিলুমও স্বর্গাশ্রমে কুটীরে। সকলের শেষ কুটীরটি, দেয়ালের পাশে। হাতীরা জঙ্গল থেকে জল খেতে নামতো। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখতুম দরজার বাইরে। জানোয়াররা আলো দেখলে আসে না। সাধুরা সকলে ভালবাসতেন। একটি মারাঠী সাধু সব খাবার দিতেন। কনখলেও ছিলুম গঙ্গার তীরে বস্তিরামের পাঠশালার কাছে। হরি মহারাজ তখন ওখানে।

যখন যাই ওদিকে ১৯১২-তে, মা তখন কাশীতে। মাকে প্রণাম করে গিছলুম, তাঁর আজ্ঞা নিয়ে। কাশীতে তখন রাখাল মহারাজও ছিলেন। সাধুরা সব বলতে লাগলো, 'একা কেমন করে যাবেন?' রাখাল মহারাজ শুনে বললেন, 'কেন? একা হলেই বা।' তখন আমি যেন শক্তি পেলাম।

অপরাহ্ন চারটা। মর্টনের ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। শ্রীম চেয়ারে ও ভক্তগণ সামনে বেঞ্চিতে বসিয়াছেন তিন দিকে। শ্রীম উত্তরাস্য। ব্রহ্মচারী বলরাম, গিরিজা ও কৃষ্ণধন ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু, বলাই, ছোট জিতেন ও মোটা সুধীর প্রভৃতি আসিয়াছেন।

একটু পর এ কথা সে-কথার পর একটি যুবক আসিল। বয়স কুড়ি বাইশ। আজই নূতন আসিয়াছে। আসিয়াই নানা রকম আবোল-তাবোল অসংলগ্ন কথা কহিতেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলিল। সব কথা জুড়িয়া ইহাই দাঁড়ায় — (১) Free will (স্বতন্ত্র ইচ্ছা) আছে কি না মানুষের। আর (২) কর্মফল সত্য কি? ভক্তরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীম কিন্তু সহানুভূতির সহিত সব শুনিতেছেন। যুবকের কথা একরকম ফুরাইলে, প্রশ্ন হীনশক্তি হইয়াছে দেখিয়া শ্রীম এবার মুখ খুলিলেন।

শ্রীম (নূতন যুবকের প্রতি) — আপনি এক কাজ করুন। দিন কয়েক মঠে যান। ঠাকুরঘরে যাবেন, চরণামৃত খাবেন। আর সাধুদের দর্শন করে আসবেন। আগে করে আসুন দিন পনর। তারপর আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। ও করলেই উত্তর পাবেন।

নূতন যুবক — আপনার উপর বিশ্বাস আছে বলেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

শ্রীম — হাঁ, তাইতো বললাম। আমাদের উপর বিশ্বাস থাকলে, আমাদের কথা শুনতে হয়। একদিন অন্তর দেখে আসুন। যদি নানান্ খানে জিজ্ঞাসা করেন খালি, আলাদা কথা। যদি জানতে চান, তবে দিনকয়েক মঠ ও সাধু দর্শন করে আসুন।

নূতন যুবক — একদিন অন্তর পারবো না।

শ্রীম — কয়দিন (অন্তর পারবেন)?

নূতন যুবক — সপ্তাহে এক দিন।

শ্রীম — আচ্ছা, তাই সই। একমাস করে আসুন। (একটু ভাবিবার পর) সক্রেটিস্ একজনকে বলেছিলেন — আচ্ছা, রোগ হলে কার কাছে যাও? সে লোকটি বললো, ডাক্তারের কাছে। উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, জমি নিয়ে মামলা হলে? লোকটি উত্তর দিল, উকিলের কাছে। তেমনি যারা ভগবান বৈ অন্য কিছু জানে না, তাদের কাছে যাওয়া এ বিষয়ে জানতে হলে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। হঠাৎ বলিলেন, আহা, পুরীর কথা এখনও ভুলতে পারছি না। এই চাঁদ, সমুদ্র, আর জগন্নাথের চাঁদমুখ। সমুদ্র আবার চৈতন্যদেবের স্থান। — নূতন যুবকের কাছে বুঝি একটি দিব্য ছবি ধরিলেন।

দুর্গাপদ মিত্রের প্রবেশ। রাত্রি সাতটা।

শ্রীম স্বাগত করিয়া বলিলেন, এই যে অনেকদিন পর দর্শন। এইখানে (কাছে) আসুন। দুর্গাবাবু পুরাতন ভক্ত, শ্রীম-র প্রিয়। শ্রীম-র dictation-এ (ধ্যানস্থ কথনে) 'কথামৃত' লিখিয়াছেন অনেকটা। কাছে আসিয়া বসিলে যুবকের সঙ্গে যাহা কথা হইয়াছে সব তাঁহাকে বলিলেন। বলিলেন, ঈশ্বরের কথা জানতে হলে যারা তাঁকে নিয়ে দিনরাত রয়েছে তাদের কাছে যেতে হয়। তা' বৈ উপায় নাই। বই পড়ে হয় না। বিচার করে হয় না। হয় কেবল সাধুসঙ্গে। তাই আমরা একে বললাম। এখন তার ইচ্ছা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — পরমহংসদেব বলতেন, সাধুসঙ্গ বৈ আমাদের উপায় নেই। যাঁরা দিনরাত ভগবানকে নিয়ে আছেন তাঁরাই সাধু। তাঁদের কাছে যেতে হয়। প্রণাম করে প্রশ্ন করা, আর সেবা করতে হয়। 'তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'।

একটা ঢোঁড়া সাপ কামড়ে দিছলো একজনকে, তার কিছুই হলো না। আর একটা জাত সাপে যেই কামড়ে দিলো অমনি হয়ে গেল — চেঁচামেচি সব ঘুচে গেল।

এ-দেশ এমনি দেশ, কথা শুনলেই লোক বুঝতে পারে! বলে — ওরে, এর সাধুসঙ্গ হয়েছে। এ গুরুসেবা করেছে। এমনি দেশ

এটি! কোথায় পাবে এটি? আর তা' না হলে কি বকে তার ঠিক নেই — আবোল তাবোল কত কি! সাধুসঙ্গ করলে কথা কমে যায়, চলা-ফেরা বদলে যায়। সব moderate (সংযত) হয়।

২

সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীম দোতলার সিঁড়ির কাছে বসিয়া আছেন বেঞ্চিতে। ভক্তরাও কেহ কেহ আছেন। জগবন্ধু বেলুড় মঠ হইতে এই ফিরিলেন মর্টন স্কুলে। শ্রীম মঠের সংবাদ লইতেছেন।

আজ ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, ১৪ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল, শুক্রবার।

শ্রীম (সাগ্রহে) — ঠাকুরকে যাঁরা সর্বদা নিয়ে আছেন তাঁদেরই সংবাদ বলুন। তাঁদের কথা শুনে প্রাণ শীতল হয় কি না! বলুন, বলুন।

জগবন্ধু — আজ মঠে মহীশূরের (কর্ণাটক) যুবরাজ গিয়েছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁদের কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'এ সবই তাঁর মায়া। আমার বাড়ি ঘর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পরিবার। আমার মঠ — এও মায়া। সব তোমার, আমার নয় — এই জ্ঞান।'

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীতা ১৮:৬১)

মানুষ কি করবে বল? তিনি মহামায়াতে এরূপ করাচ্ছেন।

মহামায়া ভেলকী লাগিয়ে দেয়। সত্যকে অসত্য, আর অসত্যকে সত্য করে ধরিয়ে দেয়। চণ্ডীতে আছে —

'জ্ঞানীনামপি চেতাংসি ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥* (চন্ডী ১:৫৫)

এই দুরত্যয়া মায়ার হাত থেকে মুক্তি হয় তাঁর কৃপায়। সেই কৃপা বর্ষণ করতে এসেছিলেন উনি সাড়ে তিন হাতের মানুষ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে। কে বুঝবে এ প্রহেলিকা তিনিই যদি না বোঝান কৃপা করে?

---

* ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীর চিত্তও বলপূর্বক আকৃষ্ট করিয়া মোহে ফেলিয়া দেন।

আজ দোল পূর্ণিমা, আবার শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন। আজ ভক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাড়িতে বিরাট উৎসব। শ্রীম সাড়ে পাঁচটার সময় এটর্নি বীরেন বসুর সঙ্গে গিয়াছেন। পূজা পাঠ হইয়াছে, আর বড় রকমের হোম। ফটকে দেখা হইল এটর্নি সতীশবাবু ও মোহিনী-বাবুর সঙ্গে। কিছুক্ষণ যজ্ঞস্থলীতে ঘুরাফেরা করিয়া দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। দেখা গেল, একটা চোর কিছু চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছে। লোক সব পিছু পিছু দৌড়াইতেছে। লনের কোণে অন্তেবাসীকে শ্রীম বলিলেন, আপনি মিটিং দেখে আসবেন। আমাদের বলবেন এসে কি হল। অতক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে কষ্ট হচ্ছে।

অন্তেবাসী রহিলেন, সঙ্গে মনোরঞ্জন। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া ফিরিলেন প্রায় আটটায়।

আজ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল, শনিবার। পূর্ণিমা, সন্ধ্যা ১৮।৫৯।

শ্রীম মর্টনের ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। ভক্তরা সকলে মাদুরে সামনে উপবিষ্ট। আকাশ ভরিয়া পূর্ণিমার চাঁদ। শ্রীম মাঝে মাঝে চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আশ্চর্য হইয়া যেন কি দেখিতেছেন।

অমৃত, ডাক্তার, বিনয়, সুখেন্দু, বলাই, নলিনী, মানিক, বড় অমূল্য প্রভৃতি কীর্তন করিতেছেন। জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন আসিয়া যোগ দিলেন —

'রাধে গোবিন্দ জয়,
শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।'

এই পদ বারবার ধ্বনিত হইতেছে। কখনও বসিয়া, কখনও নৃত্য করিয়া কীর্তন চলিতেছে।

শ্রীম নিচে আহার করিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ভক্তরা উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন। কিছুকাল দাঁড়াইয়া দর্শন করিলেন। আর হাততালি দিয়া নিজে ঐ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তারপর সকলকে বসিতে বলিলেন। রাত্রি প্রায় দশটা। অনেকে

যাইতে চাহিতেছেন। শ্রীম যাইতে দিতেছেন না। সুখেন্দু প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। ঠাকুরের প্রসাদ ফলমিষ্টি, 'ঠাকুরবাড়ি'* হইতে আসিয়াছে।

আজ দোলপূর্ণিমা। আবীরের উৎসব। পূজনীয়দের পায়ে আবীর দেওয়া হয়। ডাক্তারের ইচ্ছা শ্রীম-র পায়ে আবীর দেন। কিন্তু শ্রীম কাহাকেও পদস্পর্শ করিতে দেন না। ডাক্তার খানিকটা আবীর সকলের অলক্ষ্যে ছুঁড়িয়া দিলেন পায়ের দিকে। অন্তেবাসীও খানিকটা দিলেন। শ্রীম উহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি সহাস্যে সুখেন্দুকে বলিতেছেন, দিন, দিন, প্রসাদ দিন। আরও দিন — এঁদের (ডাক্তার ও অন্তেবাসীকে), যাঁদের অধিক প্রেম। আবীর দেওয়ায় বুঝি এই মন্তব্য বাহির হইল।

কথা বলিতেছেন, আর কি ভাবিতেছেন। মাঝে মাঝে চাঁদ দেখিতেছেন। একবার বলিলেন, দক্ষিণেশ্বরের কথা খালি মনে হচ্ছে। আহা, গঙ্গাটির কি শোভা! যেন গলা রূপো — জলও তেমনি। আর হাওয়া — তা'তেই ঢেউ।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — কি হল বক্তৃতায়?

অন্তেবাসী — মোহিনীবাবু বললেন, ইন্দ্রিয়সংযম না হলে ভক্তি লাভ হয় না। এটা আগে দরকার। ইন্দ্রিয়দের মেরে ফেলতে হবে। ওরা বড় জ্বালাতন করে।

শ্রীম — ও বাবা, ইন্দ্রিয়দের মেরে ফেললে মানুষ বাঁচবে কি করে? আর কি হল?

অন্তেবাসী — নিশ্চয়ের (ঈশ্বরের) সন্ধানে লোক যেতে চায়। তাঁর সন্ধানে গিয়েও তাঁকে পাচ্ছে না কেন? ইন্দ্রিয়গণ প্রতিবন্ধক। এরা মানুষকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। অনিশ্চয়, অর্থাৎ সংসারকে নিশ্চয়রূপ বানিয়ে দিচ্ছে। তাই এই প্রতিবন্ধক দূর করবার জন্য, এই ইন্দ্রিয়দের নিগ্রহ করবার জন্য তপস্যা। আজকার এই হোম তারই জন্য।

শ্রীম — home (গৃহ) হয়েছে না কি?

---

*'কথামৃত ভবন', ১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৫

অন্তেবাসী — এই দেখলেন যা আজ।

শ্রীম — ও-ও! আমি মনে করেছিলাম home (গৃহ)। আপনি বললেন কি না, ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে, তাই।

(ভক্তদের প্রতি) সব কি আর মিলবে ঐ রকম? আমরা মনে করেছিলাম, দোল হবে। সেখানে মহারাজ মণীন্দ্রকে দেখবো। কি দান! 'না' করতে পারেন না, চাইলে। ইনি আর রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র, এক রকম। আমরা কয়েকবার দেখেছিলাম মহারাজ মণীন্দ্রকে। সাত্ত্বিক চেহারা।

ভক্তগণ — আর যারা হোম করলে তারা একটু সম্প্রদায়-ভাবাপন্ন।

শ্রীম — সব কি মিলবে? ঠাকুর বলে গেছেন — সব মতই পথ। তা', সবের কি সর্বদা মনে থাকে (আদর্শ)! একটু চললো। অমনি ভুলিয়ে দেয়। মহামায়া এমনি — তাঁর সঙ্গে চালাকি! (একজন) otherwise sane man-এর (পক্ষান্তরে বিজ্ঞ লোকের) মত কথা কইছে। হয়তো (তাকে) এমন গোলমালে ফেলে দিলে — একেবারে কোথায়! আমাদের কখনও একটু sane (চৈতন্য) করে দেন মাঝে মাঝে। তা' নইলে সবই insane (অচৈতন্য)। তাঁর সঙ্গে চালাকি!

অমৃত — একটাতে মন থাকলে যে ওঠা যায় না!

শ্রীম (তীব্রভাবে) — মানুষগুলি কি বোকা! আবার লেক্‌চার। (অমৃত চুপ) নিজেই কোথায়, আবার লেকচার। মহামায়া এমনি ভাবে কাজ করিয়ে নেন।

বড় অমূল্য — লেক্‌চারে অন্যের তো মঙ্গল হতে পারে।

শ্রীম—হাঁ, তা' হতে পারে। তাঁর কত policy (কর্মপদ্ধতি) মাছের তেলে মাছ ভাজেন। তাই বলতে হয় — মা, যাদের করবার কর, আমাকে কেন আর অজ্ঞানে ফেল?

শ্রীম এক দৃষ্টিতে চাঁদ দেখিতেছেন। ক্ষণকাল পর নিজে নিজে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ কত জায়গায় তাঁকে নিয়ে আমোদ হচ্ছে। একে দোল, তা'তে আবার চৈতন্যদেবের জন্মদিন।

নবদ্বীপে খুব। দেড়শ' খোল নিয়ে কীর্তন দেখেছিলাম এক জায়গায়। মা-ঠাকরুন তখন ছিলেন নবদ্বীপে। আজ কতো জায়গায় হবে হয়তো। ঠাকুরের দেশেও দেখেছিলাম। তাঁকে নিয়ে আনন্দ। কতো কীর্তন! এই যে এরা (মুচিপাড়ায়, শ্রমজীবীরা) করছে। আবার যারা ভদ্রলোক, ওরাও করছে — আর এক রকম।

লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে।

পুরীতে আমরা অনেকগুলি উৎসব দেখেছি। তা', সেখানে নিত্যই উৎসব লেগে আছে। বৃন্দাবন, পুরী, নবদ্বীপ — এই তিনটিরই চৈতন্যদেবের সঙ্গে খুব association (সম্পর্ক)।

পুরীতে অনেকদিন হয় একটি ভক্ত ছিলেন। নাম মাধব দাস। জগন্নাথ কথা কইতেন তাঁর সঙ্গে, বেড়াতেন। একবার তাঁকে নিয়ে কাঁটাল চুরি করেছিলেন। বাগানে ঢুকে বললেন, কাঁটাল খাবো। গাছে ওঠো। মাধব দাস উঠলেন। পাকা কাঁটাল নাবাচ্ছেন জগন্নাথের গায়ের চাদরে বেঁধে। নিচে দাঁড়িয়েছেন জগন্নাথ। কাঁটাল ধরেছেন দু'হাতে। নামাচ্ছেন নামাচ্ছেন — অমনি ধপ করে ফেলে অদৃশ্য হলেন। গাছে মাধব দাস, আর চাদরটা ঝুলছে। মালীরা শব্দ পেয়ে উঠে মশাল দিয়ে দেখতে পেল, গাছে চোর। তাঁকে নামিয়ে বেদম প্রহার। মরে গেছে মনে করে সমুদ্রের ধারে ফেলে রেখে এসেছে। এদিকে পাণ্ডাদের জগন্নাথ স্বপ্ন দিলেন, 'আজ আর খাব না, শরীর বড় অসুস্থ — বেদনায় অস্থির।' পাণ্ডারা তখন বুঝতে পারলে — কোনও ভক্তকে কেউ মেরেছে। খুঁজে পেতে মাধব দাসকে সমুদ্রতীর থেকে এনে কতো আদর যত্ন। জগন্নাথের চতুর্দোলায় তুলে, ঔষধপত্র কত কি করে, মন্দিরে তাঁকে নিয়ে এলো। বলছেন, 'তোমার তো এমনি কাণ্ড! বৃন্দাবনে চুরি করেছ, আবার এখানেও। মাঝ থেকে আমাকে নিয়ে কেন এ কাণ্ড করা?'

তাঁর কাজ কি বোঝা যায়?

ডাক্তার, বড় অমূল্য, অমৃত, ছোট নলিনী ও মানিকের বিদায়।

শ্রীম — নবদ্বীপ যান না আপনারা, এতো কাছে। তখন আমরা কত কষ্ট করে যেতাম। গাড়ীতে কৃষ্ণনগর। তারপর নদী পার হয়ে

হেঁটে চলতাম। রাত্রে সরাইয়ে বাস করতে হত। তারপর নৌকোতে গঙ্গার উপর দিয়ে চলা। তারপর নবদ্বীপ। কত কাণ্ড করে যেতাম! এখন কতো সোজা। রেলে একবারে নবদ্বীপ। (মোটা সুধীরের প্রতি) কতক্ষণ লাগে? পাঁচ ঘন্টা? দেখ, এতো সুবিধে, তবুও যেতে চায় না। যান না, যান না।

সুধীর — তাঁর জন্মস্থান জলে-ডোবা।

শ্রীম — জল! আর কত দূর! (বিরক্ত হইয়া) এ-সব, কুঁড়ে যারা — idle, তারা বলে। এতো সুবিধে তবুও নড়তে চায় না।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — আপনারা গিছিলেন একবার?

জগবন্ধু — আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যখন মিহিজামে ছিলেন।

শ্রীম— বেশ তো! যান না আবার। আমার যদি যৌবন থাকতো তা'হলে দেখাতুম কি করে যেতে হয়।

শ্রীম আসন হইতে উঠিয়া জলের ট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন পশ্চিমাস্য, আর জগবন্ধু দক্ষিণাস্য।

জগবন্ধু — সেখান ভেট দিতে হয়। বড় উৎপাত। সর্বত্রই ভেট।

শ্রীম — তা' দিতে হবে না?

জগবন্ধু — যে না পারে?

শ্রীম — অশক্ত হলে শুনেছি চায় না। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। (সহাস্যে) পুরীতে মন্দিরের ভিতর পাণ্ডাকে দেব এক পয়সা। পকেট থেকে বের হয়ে এলো একটা আধুলি। অমনি instinct (সংস্কার), হাত বাড়িয়েছি আনতে। সে দেবে কেন? পরদিন আমাদের পাণ্ডা বৃন্দাবন (শৃঙ্গারী)-কে জিজ্ঞাসা করলাম — আচ্ছা, ওটা জগন্নাথের সেবায় যাবে? সে বেশ বললে, কি হয়েছে তা'তে? ওরা পেলেই তিনি পেলেন না? ওরা তাঁর সেবক। ও মা, অমনি আমার চৈতন্য হল। তখন থেকে আমি, যারা সেবা করে তাদের দিতে আরম্ভ করেছি — পাণ্ডা, চাকর এঁদের। (সহাস্যে) নবদ্বীপের ওরা উত্তম বৈদ্য। বুকে হাঁটু দিয়ে নেবে (ভেট)। নইলে দর্শন করতে দেবে না।

একটি ভক্ত নবদ্বীপ যাইবার জন্য খুব উদ্দীপিত হইয়াছেন এই

সব কথা শুনিয়া। তাঁহাকে কয়েক দিনের মধ্যে পুরীতে যাইতে হইবে। তাই যাইতে পারিলেন না।

রাত্রি সাড়ে এগারটা। শ্রীম একাকী ছাদে বেড়াইতেছেন বেগে। আর মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া চন্দ্র দর্শন করিতেছেন। কি সুষমা চাঁদের! বসন্ত পূর্ণিমা।

জগবন্ধু ও ছোট জিতেন কালীঘাটে মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি নয়টা হইয়া গিয়াছে মর্টন স্কুলে ফিরিতে। ভক্তরা অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, প্রতিপদ। ভক্তরা শ্রীমকে চারতলার ছাদে উপবিষ্ট দেখিলেন চেয়ারে, পূর্বাস্য। তিনি অপলক নয়নে চন্দ্র দর্শন করিতেছেন। চাঁদের অপূর্ব সুষমা। আকাশ এবং কলিকাতা মহানগরীর সমস্ত বাড়িঘর, রাস্তাঘাট প্রভৃতি উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণাভায় মণ্ডিত।

শ্রীম এখন উঠিয়া পড়িলেন। দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণচন্দ্রকে করজোড়ে প্রণাম করিতেছেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। শ্রীম ঐ প্রার্থনামুদ্রায় স্থাণুবৎ স্থির — বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনি কি দর্শন করিলেন?

দীর্ঘকাল ধরিয়া ভক্তরা একদিকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া শ্রীম অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, কে? দৃষ্টি এখনও অন্তরে নিবদ্ধ। জগবন্ধু উত্তর করিলেন আমি আর ছোট জিতেন। শ্রীমকে প্রসাদ দিলে বলিলেন, এ কি? তাঁহার মন এখনও ভাবরাজ্য হইতে নামিয়া আসে নাই। ভক্তরা বলিলেন, মা-কালীর প্রসাদ।

শ্রীম — বলুন, বলুন ওঁদের, প্রসাদ আছে।

ছোট জিতেন তাড়াতাড়ি গিয়া গমনোন্মুখ ভক্তদিগকে ডাকিয়া আনিলেন।

শ্রীম — প্রসাদ কি কম! ঠাকুর বলতেন, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। গঙ্গাজল, বৃন্দাবনের রজ, আর জগন্নাথের 'আটকা' কলিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

স্বামীজীকে বলেছিলেন, জগন্নাথের প্রসাদ নিতে বাধা দেওয়ায়, 'দ্রব্যগুণ মানিস্ — ত্রিফলা খেলে দাস্ত হয়, আর আফিম খেলে

কোষ্ঠকাঠিন্য হয়? তেমনি এতে ভক্তিলাভ হয়।' নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মাথায় ঠেকিয়ে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করলেন।

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, মহাপুরুষের কি আচরণ? প্রসাদকে যেন জীবন্ত ঠাকুর দেখিতেছেন। শ্রীম-র কাছে দেবতা, মহাপুরুষ, মহাপ্রসাদ, তীর্থ ও সাধু যেন ঈশ্বরের জীবন্ত রূপ।

কলিকাতা। ৭ নম্বর শঙ্কর ঘোষ লেন।
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীঃ।
১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল। রবিবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যাপীঠ সংবাদ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। জ্যৈষ্ঠ মাস — ৪ঠা জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। কিছুক্ষণ পূর্বে প্রচণ্ড বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। একজন সন্ন্যাসী বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন, শ্রীমকে দর্শন করিবেন। স্বামী রাঘবানন্দও আসিয়াছেন।

শ্রীম পাশের ঘরে একলা বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসী আর স্বামী রাঘবানন্দ বসিয়া নানা কথা কহিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী রাঘবানন্দ ঘরে গিয়া শ্রীমকে বলিলেন, জগবন্ধু মহারাজ এসেছেন। শ্রীম বলিলেন, কোথায়? বলুন, আসতে বলুন।

সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম বিছানায় বসা। মেঝেতে মাদুর পাতা, তাহার উপর বিছানা। শিয়র পূর্বদিকে। বিছানার পাশেই আর একটি মাদুর পাতা। তাহাতে সাধুরা বসিলেন। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সন্ন্যাসী দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকেন।

শ্রীম — এখন কোত্থেকে এলেন?

সন্ন্যাসী — বেলুড় মঠ থেকে।

শ্রীম — কোন রাস্তায় এলেন?

সন্ন্যাসী — ৪।৪৮-এর স্টীমারে বাগবাজার। সেখান থেকে হেঁটে সব দেখে আসছি। বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গিয়েছিলাম। স্বামী বাসুদেবানন্দ ক্লাস করছেন। নাগপুরের মহন্ত বিপ্রদাস মহারাজও ওখানে উঠেছেন। উনি কানের চিকিৎসার জন্যে এসেছেন।

শ্রীম — অত দেরী হলো কেন আসতে?

সন্ন্যাসী — বৃষ্টিতে দেরী করালে। আমি ও বিপ্রদাস মহারাজ

হেঁটে রওনা হয়েছি। সুকিয়া স্ট্রীটের মোড়ে যেই আসা, অমনি প্রচণ্ড বৃষ্টি। এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গাড়ী সব বন্ধ ছিল। বৃষ্টি থামলে আমি এলাম এখানে, উনি গেলেন মেডিক্যাল কলেজে।

শ্রীম — মঠে কবে এসেছেন?

সন্ন্যাসী — কাল সকালে।

শ্রীম — আর কেউ এলো?

সন্ন্যাসী — আমি আর সরোজ মহারাজ (স্বামী অজয়ানন্দ)।

শ্রীম — ক' দিন থাকবেন? দিন দশ-বার থাকবেন তো? এখন ছুটি? শরীর কেমন?

সন্ন্যাসী — সারা ছুটিটাই থাকবো। ছেলেরা সব বাড়ি গেছে। সাধুরা কেউ আছে। এই ছুটিতে শরীর বেশ আছে। আবার পড়াতে আরম্ভ করলেই খারাপ হতে আরম্ভ করে।

শ্রীম — তা', আর কয়েক দিন পরে দেওঘরেও বৃষ্টি হবে। তখন ঠাণ্ডা হবে। আমরা একবার ছিলাম গরমে। পালিয়ে এলাম। মাথা boil (টগবগ) করতো। আচ্ছা আশ্রমটি কেমন স্থানে হয়েছে? ফাঁকা তো খুব হবে? পাশে জঙ্গল আছে কি? সাপ দেখা যায় মাঝে মাঝে? পাহাড় দেখা যায়?

সন্ন্যাসী — বিশ একর জমির উপর বিদ্যাপীঠ। খুব খোলা। পাহাড় দেখা যায়। একদিকে ত্রিকূট, অপর দিকে দিঘেরিয়া। আশ্রমে বাগান আছে। গরু আছে। মাঝে মাঝে সাপ দেখা যায়।

শ্রীম — দেখ, প্রকৃতির কেমন নিয়ম। বিষাক্ত সাপরা ভারি হুঁশিয়ার। একটু শব্দ শুনলেই পালিয়ে যায়। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া কেমন — ক'বার হয়?

সন্ন্যাসী — ছেলেরা থাকে কি না, তাই চার বার। প্রায় ২৫০ জন ছেলে। সকালে জল খাওয়া, দুপুরে ভাত, বিকালে জল খাওয়া, রাত্রে ভাত রুটি।

শ্রীম — সকাল বিকালে জল খাবার কি হয়? দিনে রাত্রে কি খায়?

সন্ন্যাসী — জল খাওয়া (জলযোগ), ছেলেরা যেমন ঠিক করে, তাই দেয়। কখনও প্রচুর হালুয়া-মুড়ি, কখনও দই-চিঁড়া-কলা, কোনদিন লুচি-তরকারী। বিকালের জলযোগও বদল হয়। প্রচুর জলযোগ। ফল হয়। পেঁপে প্রচুর পাওয়া যায় বাগানে।

দুপুরে সপ্তাহে তিন দিন মাছ মাংস। মাংসই বেশী। ডাল, ভাত, তরকারী, চাটনী, দই। রাত্রে ভাত-রুটি, ডাল-তরকারী, দুধ। বেশীর ভাগ ছেলেই আমিষভোজী। নিরামিষও আছে — প্রচুর ছানার ডালনা তাদের জন্য।

শ্রীম — একই রকম climate (জলবায়ু) মিহিজামে আর দেওঘরে। তবে দেওঘরে শিব রয়েছেন বিশেষ।

সন্ন্যাসী — কিন্তু মিহিজাম আরও নির্জন। দেওঘর শহর। আমার আবার মিহিজামে যেতে ইচ্ছা হয় — সেই খোলার ঘর, বটগাছ, মাঠ।

শ্রীম — উনি আছেন কি?

সন্ন্যাসী — কে পরেশবাবু?

শ্রীম — না, ওদিকে রাস্তার দিকে?

সন্ন্যাসী — ডাক্তার যতীনবাবু?

শ্রীম — হাঁ, শুনেছিলাম উনি চলে গেছেন। বেশ বাড়িটি তাঁর।

সন্ন্যাসী — কেওড়জালিও বেশ।

শ্রীম — কোথায়?

সন্ন্যাসী — ঐ নিতাইবাবু কবিরাজের বাড়ি যেখানে। যেখানে আপনাকে নিয়ে আমরা সব গিছিলাম রাম নবমীর উৎসবে।*

শ্রীম — হাঁ, ওটি বেশ জায়গা। উনি ওখানে আছেন কি?

সন্ন্যাসী — ওটা নিতাইবাবুর পিতৃপিতামহের বাড়ি। ওখানেই থাকা সম্ভব।

শ্রীম — ওখানেও যেতে ইচ্ছা হয়, না? বেশ পুকুরটি, তাল গাছ সব পাড়ে। জয়রামবাটি কামারপুকুরের উদ্দীপন হয় ওতে।

---

*শ্রীম-দর্শন (মিহিজাম খণ্ড) প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

সন্ন্যাসী — আজ্ঞে হাঁ। বেশ উৎসব। দেখতে ইচ্ছা হয় আবার।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — হেমেন্দ্র মহারাজ (স্বামী সদ্ভাবানন্দ) মিহিজামে ছিলেন বলেই তো আমাদের সেখানে যাওয়া স্থির হয়। তিনিই খুব আগ্রহ করেন যেতে। বিদ্যাপীঠ ঐখানে আরম্ভ হয়। বেশ ছিলাম আমরা। কয়েকজন সাধু, কয়েকটি ছেলে।

আহা, কি খাটুনিই খেটেছেন উনি! সকালে গেছেন কয়লার খনিতে। সারাদিন সেখানে বসে রয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা কয়লা নিয়ে ফেরেন। আহার নাই সারা দিন। রাত্রে খেতেন। ঐ করেই তো শরীরটা নষ্ট করলেন। ওখান থেকে বিদ্যাপীঠ যায় দেওঘরে।

সন্ন্যাসী — দেওঘরে খাটুনী হয়েছে আরো বেশী।

শ্রীম — হাঁ, টাকা তোলার জন্য এর কাছে, তার কাছে যাওয়া। বাড়ি করানো। তারপর বিদ্যাপীঠ চালানো।

(ক্ষণকাল ভাবনার পর) বেশ জায়গা। বাবা বৈদ্যনাথ রয়েছেন। আবার ঠাকুরও গিছিলেন।

সন্ন্যাসী — শুনেছি, যেখানে ঠাকুর ছিলেন সেখানে একটা বাড়ি আছে। আমি যাই নাই এখনও।

শ্রীম — পাণ্ডাদের কাছে খবর নিলে জানা যাবে। রানী রাসমণিদের পাণ্ডা। মথুরবাবু সঙ্গে ছিলেন।

আপনি রাজনারায়ণ বসুর বাড়ি গিছিলেন কি? ওঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল ঐ বাড়িতে, পরিব্রাজক অবস্থায়। ও একটি historic place (ঐতিহাসিক স্থান)।

সন্ন্যাসী — না, এখনও যাওয়া হয় নাই। শুনেছি পুরন্দায় সে বাড়ি। আমেরিকা থেকে এসেও নাকি আর একবার স্বামীজী যান। আনন্দ চাটুয্যের বাড়িতে ছিলেন। জশিডি যেতে রাস্তার উপর সে বাড়ি। কেউ কেউ বলেন, ওখানেই 'সখার প্রতি উক্তি' লেখা হয়।

বাবুরাম মহারাজ ছিলেন একটা বাড়িতে। বৈদ্যনাথ রেল স্টেশনের সামনে সে বাড়ি।

স্বামী রাঘবানন্দ — সমরকে (স্বামী বশিষ্ঠানন্দকে) বলেছি, ঠাকুর

এলাহাবাদে যেখানে ছিলেন, সেটি বের করতে।

শ্রীম — আপনি যখন যাবেন তখন বের করবেন।

২

শ্রীম চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসা। দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ। এবার একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — সাধুদের দু'দিক দেখতে হয় — নিজেকে, আবার অন্যকে।

সন্ন্যাসী — 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' — স্বামীজীর কথা।

শ্রীম — তিনি (ঠাকুর) কি কষ্টেই কাটিয়েছেন। মথুরবাবুর শরীর গেল। আর কেউ নাই দেখবার। বারটা একটাতে খাওয়া ঐ কড়কড়া ভাত। মাদুর বিছানা ময়লা, ছেঁড়া। কত কষ্ট, কিন্তু লক্ষ্য নাই। এতেই তো মনে কর, শরীর আরও খারাপ হল। একথা বুঝি মাকে লিখেছিলেন — 'আমাকে দেখবার কেউ নাই, তুমি যদি আস ভাল হয়'। মা দেশ থেকে এলেন। তখন সকাল সকাল দু'টি রেঁধে খাওয়াতেন।

স্বামীজীরও সারা জীবন গেছে কষ্টে। আজকাল কলেজের ছেলেরা বলে, আমরা স্বামীজীর কথানুসারে চলছি। অনুসরণ করতে যায় তাঁকে। কিন্তু তাঁকে যদি নাও, তবে in toto (সম্পূর্ণ রূপেই) নাও। তিনি কি পরিশ্রমটাই করেছেন! কত তপস্যা! না খেয়েই হয়তো তিনদিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এই পরিশ্রম করে করে অকালে শরীরটা গেল। তাঁর এ-দিকটা নেবে না — দেখতেও চায় না। সুবিধামত একটু নেবে। তা'হলে কি করে হয়?

ঠাকুর কি না স্বামীজীর ideal (আদর্শ) — সকলেরই ideal (আর্দর্শ)। তাই তো স্বামীজী অত করে শরীরটা দিলেন। ঠাকুরকে দেখবার কেউ নাই, তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটিতে একা পড়ে আছেন — 'মা, মা' করছেন।

স্বামীজীর তপস্যা কত — এদিকে দেখবে না। কত কষ্ট করে ঠাকুর স্বামীজীকে শিখিয়েছেন। তবে নিজেও সব করেছেন।

আজকাল ছেলেরা আসতেই — মুষ্টি ভিক্ষা করতে, চাঁদা আদায় করতে পাঠান হয়। That means (তার মানে) বড়লোকের সঙ্গে মেশা আর খোসামোদ করা। মেয়েমানুষের সঙ্গেও মিশতে হয়। ওরা (গৃহস্থরা) চায়ও ঐ - cater (খোসামোদ) করুক। এটা খুব প্রিয় কি না মানুষের! ও রকম করলে আর কি করে ideal (আদর্শ) ঠিক থাকে?

দাঁড়ালেই বসতে ইচ্ছা হয়। আর বসলেই শুতে ইচ্ছা হয়।

তিনি (ঠাকুর) বলেছিলেন, 'চারা গাছের চারদিকে বেড়া দাও। বড় হলে ওতে হাতী বেঁধে রাখলেও আর ভাঙ্গবে না। কিন্তু কচি অবস্থায় তাকে রক্ষা করতে হয়।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ধর্মের গ্লানি অবশ্যই হবে। তিনি এক একবার বলতেন, 'চারদিকে কামিনীকাঞ্চন। এর ভিতর মা কেমন করে এ অবস্থায় রেখেছেন।' দেখতেন কি না, লোক সব কি করছে চারদিকে। আর তাঁর নিজের অবস্থা কি!

বুদ্ধদেব তাই বারণ করেছিলেন, মেয়েদের ঢুকাতে সঙ্ঘে। ওরা (শিষ্যরা) তা শুনলেন না। বললেন, ঢুকাতেই হবে। তখন তিনি বললেন, তবে তাই কর। শেষে অত সব কাণ্ড হলো।

৩

শ্রীম — ধর্মের গ্লানি তো হবেই। তবে সামনে সর্বদা তাঁদের আদর্শ যত ধরে রাখা যায় ততই ভাল।

একজন ভক্ত — কর্মই যত গোলমাল সৃষ্টি করে। যত কর্ম বাড়ে তত শীঘ্র গ্লানি হয়।

শ্রীম — কাজ করতেই হবে সকলকে। এ ছাড়বার যো নাই 'ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ'* (গীতা ১৮:১১)। শরীর থাকলেই কর্ম।

কি বলে, তবে under compulsion (বাধ্য হয়ে) করবো

*দেহধারী পুরুষ কখনই সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

কেন? একজন সাহেব এই কথা বলেছিলেন (হাস্য)।

গুরূপদিষ্ট কর্ম করতে হয়। কোনও কাজ করতে ইচ্ছা হলে গুরুকে জোড় হাত করে বলতে হয়, আমার এই কর্ম ভাল লাগে। তাঁর sanction (অনুমতি) নিতে হয়।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — গুরুর শরীর না থাকলে?

শ্রীম — যদি শরীর না থাকে তখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করে কোন কাজে লাগতে হয়। তিনিই প্রাণে প্রেরণা দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। সেই সচ্চিদানন্দ — তিনিই তো গুরুরূপে এসেছেন। এইরূপে এসে আমায় কৃপা করেছেন, ভাবতে হয়। তিনি মানুষ নন।

একজন সাধু (স্বগত) — গুরুর কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে কাজটি নিবেদন করা। যদি মন প্রসন্ন হয় তা'তে বুঝতে হবে তাঁর সম্মতি আছে।

সাধারণ মানুষ সর্বদা বিবেকের অনুমোদিত কর্ম করতে পারে না। সমাজের ভয় আছে। কিন্তু লোকগুরু মহাপুরুষগণের সে ভয় নাই। তাই শ্রীম বললেন আবার।

শ্রীম (একজন সাধুর প্রতি) — Ogranisation-এর (সঙ্ঘের) power (শক্তি) কম! ক্রাইস্টকে মনে কর মেরেই ফেললে। মুখের উপর হক্ কথা বলে ফেলতেন। একেবারে নির্ভীক। সাধারণ মানুষ তা' পারে না।

বলেছিলেন, 'A wicked and adulterous generation' (Matth. 16:4) (ঘৃণ্য জঘন্য স্বৈরাচারী সমাজপতিগণ)। কে বলতে পারে এ কথা? তাইতে তাঁর crucifixion (ক্রুশে হত্যা) হলো তিনি কি জানতেন না এই কথা? জানতেন। তবে compromise (আপস) করবার লোক তিনি নন। তাই জেনেও সব করলেন।

দু'টি আছে — শ্রেয় আর প্রেয়। শ্রেয় তিনি চাইলেন। আবার, শরীর যাওয়ার আগে প্রার্থনা করলেন — পিতঃ, ওরা অবোধ, বুঝতে পারছে না কি কুকর্ম করছে। ওদের ক্ষমা কর। 'Father, forgive them; for they know not what they do.' (St. Luke 23:34)।

কিন্তু আজকাল কি হচ্ছে? বড়লোকের খোসামোদ করা। প্রেয় চায়। এরূপ লোকদের ক্রাইস্ট তিরস্কার করে বলতেন, for ye are like unto whited sepulchres which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones (St. Matthew. 23:27) (কপট অসংযমী সমকালীন জনগণ, পাপ-কাজেই আগ্রহশীল তোমরা। বাহিরে শুভ্র কবরের মত, কিন্তু ভিতরটি মৃত মানুষের অস্থিতে সমাকীর্ণ)।

এই যে বকতেন তা' কি বিদ্বেষ করে বকতেন? তা' নয়, অতি ভালবাসায় বকতেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — মাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন — মা, সাধুর এই সব কি কাজ — পত্রিকা বের করা, বই লেখা? এই সব বন্ধ করে দিই। মা বললেন — না, তা'হলে এ (হাত মুখের কাছে তুলে অর্থাৎ আহার) চলবে কি করে?

শ্রীম (নির্মুক্ত হাস্যে) — তিনি একেবারে naked truth-টি (নির্মুক্ত সত্যটি) বলে ফেললেন। আমরা তো বলে থাকি লোকের উপকার হবে।

স্বামী রাঘবানন্দ — শর্বানন্দ স্বামী একবার মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দকে) জিজ্ঞাসা করেছিলেন — মহারাজ, আমার লেক্‌চার দিতে ভাল লাগে — তা'তে তো তাঁরই গুণগান হয়? মহারাজ শুনে বললেন, তবে তাই কর।

শ্রীম — গুরুকরণ কি ছেলেখেলা? ঠাকুর বলতেন, 'গুরুর পাদুকা মাথায় নিয়ে আমি কাঁদতুম।'

স্বামী রাঘবানন্দ — গুরু তো অনেক। অনেকের কাছে শিক্ষা লাভ হয়। তাঁদের পাদুকাও কি মাথায় করা যায়?

শ্রীম — দীক্ষাগুরু তো একজন। শিক্ষাগুরু অনেক হতে পারে।

গুরুসেবা করতে হয়। বলতে হয়, আমি দিনকতক আপনার সেবা করবো। জোড় হাত করে বলতে হয়।

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, যদি তাঁর কথায় কাজ করা যায়, তা' হলে সেই কাজ দিয়ে গুরুসেবা হয় না কি?

শ্রীম — ও avoid (গুরুসেবা না) করবার জন্য কাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। তাঁকে বলতে হয় —

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একবার একজন মাকে বলেছিলেন, এই সবই মিথ্যা। মা বললেন, মিথ্যা ব'লে বাবা, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না যেন। (বিলম্বিত হাস্য)। জানেন কিনা, দাঁড়ায় কোথায় তাঁকে ওড়ালে!

স্বামী রাঘবানন্দ — স্বামীজী এই কথা বলেছিলেন, শুনেছি। একদিন স্বামীজী আর হরি মহারাজ বরানগর থেকে আসছেন। হরি মহারাজ বললেন, কেন, মঠের দরকার কি? স্বামীজী উত্তর করলেন, ভাই, তোমার আমার দরকার নাই। পরে যারা আসবে তাদের দরকার হবে।

শ্রীম — তাইতো, তপস্যা করে বিশ্রাম নেবে (মঠে), যেমন পাখী নেয়।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দাঁড়াইলেন। শ্রীম বলিলেন, কোথায় যাবেন, অদ্বৈতাশ্রমে? তিনি উত্তর করিলেন, আজ্ঞে না, আজ এখানেই থাকবো। শ্রীম বলাইকে বলিলেন, মাদুর আর কম্বল নিয়ে যান। আর লুচি, আলুর দম, মিষ্টি এনে দিন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৪ঠা জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

সপ্তম অধ্যায়

কাঁচা বিশ্বাস ও পাকা বিশ্বাস

মর্টন স্কুল। ১৩ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সাল, শুক্রবার। গ্রীষ্মকাল। এখন রাত্রি পৌনে নয়টা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। সামনে মাদুরে বসা ভক্তগণ — শুকলাল, মনোরঞ্জন, দুর্গাপদ মিত্র, সতীনাথ, অমৃত, মোটা সুধীর, পূর্ণেন্দু, বলাই প্রভৃতি। শ্রীম-র বাম হাতে জোড়াবেঞ্চে বসা স্বামী রাঘবানন্দ।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রবেশ। শ্রীম দেখিয়াই আহ্বান করিয়া নিজের পাশে জোড়াবেঞ্চে বসাইলেন। সাধু প্রণাম করিলেন। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — অদ্বৈতাশ্রমে ছিলে বুঝি?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — আজ্ঞে না।

শ্রীম — কোথায়?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — সুখেন্দুর ওখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল।

শ্রীম — উনি কেমন?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — মাথা ঘোরে ওঁর।

শ্রীম — অনেক জড়িয়েছেন কাজে।

দুর্গা মিত্র (হতাশ ভাবে) — আমাদের সাধনভজন কিছুই হলো না।

শ্রীম — তিনি (ঠাকুর) বলতেন, প্রথমে একটু কিছু করলেই তিনি (ঈশ্বর) কারুকে দিয়ে বলাবেন — 'এই এই কর'। কিছু করতে হয় প্রথম।

শ্রীম কীর্তন শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। সতীনাথ গাহিতেছেন, দুর্গাপদ খোল বাজাইতেছেন। সতীনাথ একটিমাত্র পদ গাহিতে

আরম্ভ করিলেন। শ্রীম ভক্তদের আস্তে আস্তে বলিতেছেন, দেখ দেখি, রসগোল্লা আর আছে কি না।

সিঁড়ির ঘরে বেঞ্চের উপর রসগোল্লার হাঁড়ি। মোটা সুধীর হাঁড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, নাই। অমনি শ্রীম কীর্তন ফেলিয়া বেগে রোখ করিয়া উঠিয়া গেলেন। এক মিনিটের মধ্যে হাতে একটি রসগোল্লা লইয়া আসিয়া স্বামী নিত্যাত্মানন্দের হাতে দিলেন। বলিলেন, খান। সাধু তাহা হাতে লইয়া অমৃত সমান খাইলেন। ভাবিতেছেন, প্রসাদ ভগবানের পার্ষদ দিচ্ছেন — মানে ঠাকুরই দিচ্ছেন।

পূর্ণেন্দু জল লইয়া আসিল হাত ধোয়াইতে। সাধু ভাবিতেছেন, আবার হাত ধোয়া! হাত যে পবিত্র হয়ে গেছে শ্রীম-র স্পর্শে!

শ্রীম — আচ্ছা, এ কেমন হলো? ওরা পেলো না, আমি গেলাম তো পেলাম। আমি ওখানেও (ভিতরেও) যাই নাই। হাঁড়িতে পাওয়া গেল।

সকলেই নির্বাক্। সুধীর লজ্জিত।

একজন সাধু (স্বগত) — আহা কি স্নেহ, যেন মা! ভক্তরা ওঁর জন্য যে রসগোল্লা রেখেছিলেন তাই হয়তো এনে দিলেন।

সাধু রসগোল্লাটি খাইয়া হাত ধুইতেছেন।

স্বামী রাঘবানন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — বিশ্বাস কি?

শ্রীম — ঠাকুর তিন রকম বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন। কেউ দুধের কথা শুনেছে। কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে।

মনোরঞ্জন — আপনার জন্য মকরধ্বজ তৈরী হয়েছে, খান।

শ্রীম (মনোরঞ্জনের কথায় কান না দিয়া) — শোনা বিশ্বাস — এ খুব thin kind of (হালকা) বিশ্বাস। ইহা realisation-এর (উপলব্ধির) বিশ্বাস নয়। যে-বিশ্বাসে crucifixion (ক্রুশবিদ্ধ হওয়া) পর্যন্ত বরণ করে, সেই বিশ্বাস।

ঠাকুর মহেন্দ্র সরকারকে বলেছিলেন, ও যে ওর সায়েন্সে নাই। কেমন করে নেবে?

বাড়ি পড়ে গেছে ঝড়ে। একজন দেখে এসে বলছে। আর একজন stoutly oppose (তীব্র প্রতিবাদ) করে বললে, না, তা'

কখনও হতে পারে না। খবরের কাগজে যে ওঠে নি (সকলের হাস্য)।

সায়েন্স কি নিয়ে deal (নাড়াচাড়া) করে? এদিককার সব জিনিস নিয়ে — sense world (ভৌতিক জগৎ) নিয়ে। আর ও-তত্ত্ব super sensuous (মনবুদ্ধির অতীত)। কেমন করে নেবে?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, ye have seen and heard but ye believe not. (তোমরা অতো দেখলে, অতো শুনলে — তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না।)

একবার বুঝি বলেছিলেন, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. (St. Matth. 26:39)

পিতঃ, যদি সম্ভব হয় তবে এই পেয়ালাটা অর্থাৎ বিপদটা সরিয়ে নাও আমার নিকট থেকে।

তা' কি করবে — রক্ত মাংসের শরীর! অমনি আবার rally (চৈতন্য লাভ) করলেন। বললেন, 'Not as I will, but as thou wilt.' (St. Matth. 26:39) (পিতঃ, আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক)।

যে-বিশ্বাসে crucifixion (ক্রুশে প্রাণত্যাগ) নিলেন, যাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় — তাই সত্যিকার বিশ্বাস।

পিটার বললেন, 'প্রভো, আরো প্রচার কর তো প্রাণ যাবে।' অমনি ক্রাইস্ট গর্জন করে উঠলেন, 'Get thee behind me, Satan'. (St. Mark 8 : 33), (শয়তান, সরে যাও আমার পিছন থেকে)।

একজন (স্বগত) — যে-বিশ্বাসে ঠাকুর বিশ বছর জগদম্বার কথায় কামিনীকাঞ্চনের অনলে দগ্ধ হলেন। তবে ভক্তরা এলেন। যে-বিশ্বাসে তাঁর অন্তরঙ্গগণ সকল যাতনা সহ্য করলেন, সেই বিশ্বাসেই ক্রাইস্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ করলেন।

শ্রীম (আনমনে) — Get thee behind me, Satan. (সরে যাও শয়তান, আমার কাছ থেকে) — এই বিশ্বাস।

ঈশ্বর বলছেন অবতার ক্রাইস্টকে, তোমায় ধর্ম ও সত্য প্রচার

করতে হবে। এতে তোমার জীবননাশ হবে। পিটার প্রভৃতি ভক্তরা তাঁকে সাবধান করলেন, ওরূপ করলে আপনার প্রাণ যাবে। তা'তে ক্রাইস্ট গর্জন করে বললেন, শয়তান, তুমি সরে যাও এখান থেকে। দূর হও।

ঈশ্বরের কথা শুনতে হবে আগে। এতে যা হবার হউক, এই বিশ্বাস। যে ঈশ্বরের পথে, ঈশ্বরের কাজে বাধা দেয় সে শয়তান।

শ্রীম-র শরীর অসুস্থ ও ক্লান্ত। গরমে বড় কষ্ট হইতেছে। এখন একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছে। স্বচ্ছ আকাশ তারকায় মণ্ডিত। শ্রীম একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছেন।

পাশের পল্লী হইতে ব্যাণ্ডবাদ্যের সুর আসিতেছে। সুরটি বড়ই মধুর। শ্রীম আকর্ণ শুনিতেছেন। সকলে নীরব। খানিক পর বলিলেন, এখন ক'টা? স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন, সওয়া নয়টা।

মনোরঞ্জন আবার বলিলেন, মকরধ্বজ তৈরী, খান। শ্রীম উঠিয়া ঘরে গেলেন। সাধু ও ভক্তদের মধ্য দিয়া গেলেন — হাত পা আচ্ছাদন করিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে টলিতেছেন — শরীর খারাপ। চক্ষু ও মুখ শুষ্ক। কিন্তু মন নিবদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণকমলে।

ঘরে জানালার পাশে বসিয়া শ্রীম খাইতেছেন, পূর্বাস্য। সামনে একটি প্লেটে একটি বড় রসগোল্লা। শুকলাল আজ রসগোল্লা আনিয়াছিলেন। নিবিষ্ট মনে খাইতেছেন।

একটি সাধু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, আমি মঠে যাচ্ছি। প্রথমে শুনিতে পান নাই। দ্বিতীয় বার বলিলেন সাধু, আমি মঠে যাচ্ছি। মাথা তুলিয়া শ্রীম বলিলেন, হাঁ, আচ্ছা।

শুকলাল সঙ্গে আসিলেন হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত। এখন রাত্রি এগারটা।

বেলুড় মঠ।
১৩ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথমে কর্ম ও তপস্যা — পরে কর্মই তপস্যা

১

মর্টন স্কুল। আজ ১৮ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। চারতলার সিঁড়ির ঘর। এখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে সিঁড়ির সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী অজয়ানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছেন। শ্রীম তাঁহাদের দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন, আসুন, আসুন। আসতে আজ্ঞা হউক। এই বেঞ্চে বসুন। সাধুরা যুক্ত করে প্রণাম করিয়া জোড়াবেঞ্চে সতরঞ্চির উপর বসিলেন।

শ্রীম বসিলেন সাধুদের সামনে উত্তরাস্য, সিঁড়ির গোড়ায় চেয়ারে। শ্রীম-র গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী, পায়ে কাল বার্নিশ চটি, পরনে সাদাপাড় ধুতি। মুখমণ্ডলে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব। সহাস্য বদনে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী অজয়ানন্দের প্রতি) — এখন কোত্থেকে এলেন? দেওঘর থেকে এঁর (স্বামী নিত্যাত্মানন্দের) সঙ্গে এসেছেন শুনেছি।

স্বামী অজয়ানন্দ — এখন মঠ থেকে এসেছি। একটার স্টীমারে বের হয়েছি আমরা দু'জনে। তারপর উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করে অদ্বৈতাশ্রমে সকলের সঙ্গে দেখা করে এখানে এলাম।

শ্রীম — কতদিন আছেন এখানে? বিদ্যাপীঠ খুলবে কবে?

স্বামী অজয়ানন্দ — এই মাসটা থাকার ইচ্ছা। জুলাই-এর প্রথম দিকে খুলবে।

স্বামী বৈরাগ্যানন্দ প্রবেশ করিলেন। তিনি সকালে কালীঘাট গিয়াছিলেন বেলুড় মঠ হইতে। ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে মধ্যাহ্ন-প্রসাদ পাইয়া এখন ফিরিতেছেন এখানে। হাতে মা-কালীর প্রসাদ। শ্রীম তাঁহাকেও আহ্বান করিয়া কাছে বসাইলেন। স্বামী বৈরাগ্যানন্দ

শ্রীম-র হাতে প্রসাদের ঠোঙ্গাটি দিলেন। তিনি জুতা ছাড়িয়া দুই হাতে মাথায় ঠেকাইলেন।

শ্রীম (স্বামী বৈরাগ্যানন্দের প্রতি) — দিন্ আপনি সাধুদের হাতে।

স্বামী বৈরাগ্যানন্দ — না, ওঁরা মঠে গিয়ে পাবেন। মঠের জন্য স্বতন্ত্র প্রসাদ রয়েছে। এ প্রসাদ আপনার জন্য।

শ্রীম (সহাস্যে) — না, 'প্রসাদং প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ'।

শ্রীম নিজ হাতেই সাধুদের প্রসাদ দিলেন আর নিজেও গ্রহণ করিলেন। সাধুরা প্রসাদ পাইয়া হাত ধুইয়া ফিরিয়াছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যান, ঐখানে গিয়ে বসুন ছাদে। খোলা হাওয়ায়। আমরা আসছি।

সাধু ও ভক্তগণ ছাদে বসিয়া আছেন বেঞ্চের উপর। সাধুরা বসা জোড়াবেঞ্চে, পূর্বাস্য। ভক্তরা সামনে উপবিষ্ট — পূর্ণেন্দু, হিমাংশু, শান্তি, বলাই প্রভৃতি। মিনিট দশেক পর শ্রীম আসিয়া বসিলেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। শ্রীম-র সামনে বামদিকে সাধুগণ — স্বামী অজয়ানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ ও বৈরাগ্যানন্দ। ডান হাতে ভক্তগণ। কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী বৈরাগ্যানন্দ — বিমল (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে। তার ভারি ইচ্ছা আসে। কিন্তু কাজের জন্য আসতে পারে না। দেওঘর বিদ্যাপীঠে একে নেবার জন্য এঁরা (স্বামী অজয়ানন্দ প্রভৃতি) টানাটানি করছেন। ওর ইচ্ছা কিছুদিন মঠে থাকে আর মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গ ও সেবা করে। বলে, আমি পড়াশোনা ছাড়লাম মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গ করবো বলে।

শ্রীম (সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক জিহ্বাধ্বনির সহিত) — ব্যাকুল হয়ে তাঁকে (ঠাকুরকে) বললে তিনি সব যোগাড় করে দেবেন। তিনি তাঁদের মন বদলিয়ে দেবেন।

এ মনে কর life and death question (জীবন মরণের প্রশ্ন)। গুরুর শরীর অসুস্থ, তাঁর সেবা! এ তো বরাবর পাওয়া যাবে না। কাজ বরং postponed (স্থগিত) হতে পারে, কিন্তু গুরু তো বরাবর থাকবেন না। The sabbath was made for man, and not man for the sabbath (St. Mark 2:27). (ক্রাইস্ট বলেছিলেন, মানুষ

অবসরের দিনের জন্য জন্ম নেয় নাই। অবসরের দিন হয়েছে মানুষের জন্য)।

শ্রীম (স্বামী অজয়ানন্দের প্রতি) — কি বলেন, আপনার হয়তো এতে মত আছে। গুরুসেবা তো সর্বদা পাওয়া যায় না।

স্বামী অজয়ানন্দ — আমার personal (ব্যক্তিগত) এই মতই। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে বলতে হয়।

শ্রীম — শরৎমহারাজ অসুস্থ। বিদ্যাপীঠের একটি ব্রহ্মচারী — তাঁর নাম করবো না — সকলে ঠিক করেছে তাঁকে বলবেন না। তা' হলে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু ঈশ্বর তা' বুঝলেন না। কে একজন তাঁকে সব বলে দিয়েছেন। অমনি না বলেই দৌড়। একজনকে বুঝি একটু বলে এসেছিলেন।

মনে কর কি ভয়ানক কথা! গুরুর শরীর যায় যায়। ও তো পাবে না। কাজ তো চিরকাল করবে! ঈশ্বর অন্য রকম বুঝালেন। তাই আর একজনকে দিয়ে সংবাদ দিয়ে দিলেন।

(একটু ভাবনার পর) যা মানুষের কাছে insurmountable difficulty (দুর্লঙ্ঘ্য সংকট) ঈশ্বরের কাছে তা' কিছুই নয়। হাজার গাঁটওয়ালা দড়ি দশ হাজার লোকের সামনে ফেলে দিলে। একটা গাঁটও কেউ খুলতে পারলে না। একটা তো খোল — না, তাও পারলে না কেউ। তখন বাজীকর নিজে হাতে দড়িটা নিয়ে এমন এমন করে (হাত নেড়ে দেখিয়ে) সবগুলি খুলে ফেললে। তেমনি ঈশ্বর! তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই। তাই তাঁকে নির্জনে কেঁদে বলতে হয়। তবে হয়।

শ্রীম (একজন সাধুর প্রতি) — একজন (শ্রীম) বলেছিল ঠাকুরকে, যখন দেখ্‌ছি অন্তরে বাহিরে দুঃখকষ্ট, তখন suicide (আত্মহত্যা) করাই উচিত। তিন তাঁকে ঐ কথা বললেন, 'মানুষের কাছে যা অসম্ভব বলে মনে হয় তাঁর কাছ তা' কিছুই নয়'। তারপর ঐ গল্পটি বললেন।

There is ample apology for a man's committing suicide but for the Guru (গুরুর কৃপাশ্রয় ব্যতীত মানুষের আত্মনিধনের প্রচুর কারণ রয়েছে)।

এই দেখ না, wireless (বেতার) ছিল না। তা' হলো। অস্ট্রেলিয়া

থেকে message (সংবাদ) নিউ ইয়র্কে চলে গেল। এখানেও যদি instrument (যন্ত্র) থাকতো তা'হলে ধরা যেতো।

আবার রাম রাবণের যুদ্ধ আকাশ থেকে। আমরা ছেলেবেলায় এ কথা বিশ্বাস করতে পারি নাই। যৌবনেও না। এখন দেখছি এরোপ্লেন।

তা' হলেই হলো। মানুষের বুদ্ধি আর কতটুকু? তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। কি বলে, with men this is impossible; but with God all things are possible. (St. Matthew. 19:26) — মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সব সম্ভব। যিনি চন্দ্রসূর্যকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর হাতে পড়েছি আমরা। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়।

এই বুড়ো বয়সে retrospectively (অতীত জীবনে দৃষ্টি ফিরিয়ে) দেখছি, আমরাই তাঁর হাতে পড়েছি। তিনি আমাদের হাতে পড়েন নাই। তাই কিছুই ভাবতে হবে না। Axiom (সত্য) নাম্বার ওয়ান (axiom number one) হলো এই।

জন্মের আগের খবর নেই। মৃত্যুর পরেরও খবর নেই। কি করবে তুমি ভেবে? এমন beautiful position-এ (সুন্দর অবস্থায়) রেখেছেন তিনি!

শ্রীম কিছুকাল নীরব। তারপর আবার কথা।

শ্রীম (বৈরাগ্যানন্দের প্রতি) — আপনারা মঠে আজকাল কি কাজ করেন?

স্বামী বৈরাগ্যানন্দ — স্বামীজীর মন্দির মার্জন আর পূজা করি। আর সাধুদের পরিবেশন করি।

শ্রীম — মন্দিরমার্জন, বেশ বেশ। সাধুদের পরিবেশন — সাধুসেবা! ঠাকুর বলেছিলেন, এখানকার একজন সাধুকে খাওয়ালে অন্য একশ' সাধু খাওয়াবার ফল হয়। এমন সাধু কোথায় আছে? চৈতন্যদেব নূতন ঝাঁটা ও কলসী নিয়ে গুণ্ডিজা মন্দির মার্জন করেছিলেন।

শ্রীম কথা কহিতেছেন, কিন্তু মন যেন অন্তরে বিলীন। জোর

করিয়া যেন কথা কহিতেছেন। যেন অপর কেহ কথা বলাইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে দুঃখ কষ্ট, এ কেন? না, এতে majestic height-এ (তুঙ্গ শৃঙ্গে, ঈশ্বরে) তুলবে বলে। In a calm sea everyone is a pilot (শান্ত সাগরে যে-কেহ নাবিক হতে পারে)।

তরঙ্গ কেন? না, তবে পাকা মাঝি হবে। মকরধ্বজ তৈরী হবে। চারদিকে আগুন, মাঝখানে বোতলটি। কতদিন ধরে সমানে অগ্নিবৃষ্টি। তবে মকরধ্বজ তৈরী হবে।

এতে যদি succumb করে (প্রাণ যায়)? এ তো মানুষে বলে, এদের দৃষ্টি আর কতদূর — করলেই বা! এ-জন্মে না হয়, next (পরের) জন্মে হবে। না হয় তার পরে হবে। না হয় হাজার জন্ম পরে হবে। যেখানে শেষ হলো সেখান থেকে আবার আরম্ভ হবে। গীতায় বলেছেন ভগবান—'তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ'।* (গীতা ২:১৩)

এতো আর মানুষ বলে নাই। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর বলেছেন। এতে আর বিচার কি করবে? এই রকম করে problem of evil solve (দুঃখ দৈন্য সমস্যা সমাধান) করেছেন তিনি।

স্বামী বৈরাগ্যানন্দ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। তিনি মঠে যাইবেন। সাধুদের শ্রীম পা স্পর্শ করিতে দেন না। ভূমিষ্ঠ হইতেও দেন না। যুক্তকরে প্রণাম করিতে বললেন। আর বলেন, মনভ্রমরাকে ঐ পাদপদ্মে পাঠিয়ে দাও।

শ্রীম গৃহস্থাশ্রমে আছেন। তাই সন্ন্যাসীর মর্যাদা রক্ষা করেন। সাধুর এই ভূমিষ্ঠ প্রণামে শ্রীম-র কষ্ট হইয়াছে। তাই দুঃখিত হইয়া বলিতেছেন, কামারপুকুরের Holy Family-র (ঠাকুরের পুণ্য বংশের) একজন বলেছিলেন পায়ে গেরুয়া লাগায়, ও কি করলে? কত বড় ideal-এর (আদর্শের) চিহ্ন গেরুয়া! চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গেরুয়া দেখে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করেছিলেন। এখনই সব গেরুয়া সস্তা হয়ে গেছে। কলিকাল!

---

* পরজন্মও বর্তমান জন্মেরই অবস্থাবিশেষ।

স্বামী বৈরাগ্যানন্দ দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিলেন। তারপর চলিয়া গেলেন।

বিনয় মহারাজের (স্বামী জিতাত্মানন্দ) প্রবেশ। ডাক্তার খগেন মিত্র ও দুই তিন জন ভক্ত আসিয়াছে। শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী অজয়ানন্দের প্রতি) — আপনি রোগা হচ্ছেন কেন? (দুই হাতে অভিনয় করিয়া) এমনি (মোটা) হন না (হাস্য)।

স্বামী অজয়ানন্দ — ডিস্‌পেপসিয়া আছে। তাই এই রকম।

শ্রীম (স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রতি) — আপনাকে রোগা দেখাচ্ছে কেন — নেড়া হওয়ায়?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — আজ্ঞে সর্দি-কাশি হয়েছে।

শ্রীম (স্বামী অজয়ানন্দের প্রতি) — আপনি বুঝি ওখানকার (বিদ্যাপীঠের) education-এর (শিক্ষার) চার্জে? তা assistant (সহায়ক) রাখবেন। Details (খুঁটিনাটি) দেখতে গেলে বড্ড খাটুনি। নানান্ খানা দেখতে হয়।

স্বামী অজয়ানন্দ — আপনার শরীর কেমন চলছে?

শ্রীম — দেখতে সব এক রকম। কিন্তু কলগুলি পুরানো হয়ে গেছে। তেমন কাজ করে না। Nervous system, respiratory system (স্নায়ুমণ্ডলী, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী) কত সব systems (প্রণালী) রয়েছে! সব পুরানো হয়ে গেছে। Heart fail (হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ) — মানে, অনেক দিন কাজ করেছে, এখন আর পারছে না। যা চিরকাল হয়ে এসেছে এর, তাই হবে এখন। ষড়বিধ বিকার এর হয়ে থাকে। এর ভিতর মৃত্যু একটা। এটাই এখন বাকী। কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও শাশ্বত।

স্বামী অজয়ানন্দ — কর্ম, কেহ বলে — কর, কেহ বলে — না, কোনটা পালনীয়?

শ্রীম — কর্ম তো করতেই হবে যাবৎ শরীর আছে — 'ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।* (গীতা ১৮:১১)। একেবারে

---

* মানুষ একেবারে কখনই সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

general statement (সাধারণ উক্তি) না করে উপায় নেই। তবে গুরুর উপদেশমত করা উচিত।

একটা কর্ম হলো preparatory (প্রাথমিক)। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। আর এক রকম কর্ম আছে। সে হলো প্রত্যাদিষ্ট কর্ম। ভগবান লাভের পর যদি কেউ কর্ম করে, তবে সেটি হলো প্রত্যাদিষ্ট।

Ideal (আদর্শ) হলো প্রথমে ভগবান লাভ করা। তারপর তাঁর আদেশ যদি কেউ পায় তবে কর্ম করতে পারে। আর তা' না হলে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। এতে চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাঁকে লাভ হয়।

নিষ্কাম কর্ম বড়ই কঠিন বটে। তবে এইটুকু করতে পারলেও তা'তেই কাজ হয় — 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২:৪০)।

প্রকাশোন্মুখ যে কর্ম প্রকৃতিতে রয়েছে। তাই গুরুকে বলে করতে হয়। নূতন ফ্যাসাদে জড়াতে নাই।

'প্রকতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি' (গীতা ১৮:৫৯)। — প্রকৃতি অবশ করে তোমায় কর্মে নিযুক্ত করবে। গীতায় স্পষ্ট করে ভগবান এই কথা বলেছেন। কিন্তু নূতন কর্মে জড়িও না।

স্বামী অজয়ানন্দ — অনেকে বলে নূতন কর্ম করতে, বাড়াতে।

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — ওরা তো বলবেই। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বলছি। আর একজন অবতারের life (জীবন) দেখলে এটা বেশ বোঝা যায়। ভাষ্যের কর্ম নয়। এ কথা অতি স্পষ্টভাবে গীতায় আছে — 'ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ' (গীতা ৩:৩৮)। কর্মেতে আত্মা ঢাকা পড়ে যায়। যেখানেই কর্ম সেখানেই ধূম। সেখানেই জ্ঞানের উপর আবরণ। যেমন ধূম অগ্নিকে আবরণ করে রাখে।

শ্রীম (পূর্বদিকে উপবিষ্ট ভক্তদের প্রতি) — তার জন্যই মাঝে মাঝে নির্জনে চলে যেতে হয়। আশ্রমে থাকলেও নির্জনে যেতে হয় মাঝে মাঝে। পাঁচ জনের সঙ্গে থাকতে হলেই মনের অমিল হয়। তা'তে হয় অশান্তি।

টমাস. এ. কেম্পিস বলেছিলেন, সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়।

মনের অমিল হলেই বলতে হয়, 'প্রভো, মন বদলিয়ে দাও। ওর উপর আমার খারাপ ভাবনা হচ্ছে।' উনি আশ্রমে থাকতেন কি না। এই সব মলিনতা কর্মে থাকতে গেলেই হয়।

নির্জনে কিছু দিন থাকলে তাঁর উপর নির্ভরতা আসে। 'নিঃসঙ্গস্য সদা সুখং।' একলা থাকলে সদাই সুখ।

সর্বদা প্রার্থনা দরকার কর্মে থাকতে গেলে। কি প্রার্থনা করতে হয় তাও শিখিয়ে গেছেন। বলেছেন —

'আমি দেহসুখ চাই না মা।'
'লোকমান্য চাই না মা।'
'অষ্টসিদ্ধি চাই না মা।'
'শতসিদ্ধি চাই না মা।'
'তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি চাই।'

আর, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই।'

একটি সাধু (স্বগত) — আহা কি প্রার্থনা! শ্রীম-র কণ্ঠ হইতে যেন করুণা শতধারে বিগলিত হইতেছে। মাকে যেন অন্তরে দেখিতেছেন।

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — সন্ন্যাস নিলেও যদি কেহ আশ্রমে থাকে তবে মাঝে মাঝে তার নির্জনে যাওয়া খুব দরকার।

সব তো আর এক স্টেজে নয়। কারো হয়তো ফার্স্ট স্টেজ। কারো সেকেণ্ড। আবার তার মধ্যে হয়তো কেউ কেউ সিদ্ধ পুরুষও রয়েছেন। কাজেই, কি করে সকলের একমত হবে?

সাদা, লাল, নীল — তিন রকম চশমা-পরা লোক আছে. সাদা চশমা-পরা আছে একজন। এখন তাকে যদি নীল চশমা পরিয়ে দেয় তা'হলে সে তখন সব নীল দেখবে।

তবে শরীর যাদের খারাপ তারা যাবে না (নির্জনে)। তারা হবে যেমন পাখী ডালে বসেছে। তবে তীব্র বৈরাগ্য যদি হয় তবে শরীরের দিকে লক্ষ্য থাকে না। আর গায়ে জোর থাকলে হয়।

শ্রীম নীরব, কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আজকাল শোনা যাচ্ছে ও-দেশেরও (ওয়েস্টের) অনেকে গীতা পড়েছে। লর্ড আরউইনেরও (ভারতের তৎকালীন বড়লাটের) পকেটে গীতা থাকে এরূপ শোনা যায়।

কি করবে, organisation-এ (সঙ্ঘে) থাকতে গেলে অনেক সময় নিজের conscience-কেও (বিবেকবুদ্ধিকেও) sacrifice বলিদান করতে হয়। তা'তেই হয় অশান্তি। তাই তো অশান্তির সন্ধান করেছে এই সব শাস্ত্রে।

কিন্তু শান্তিলাভের একমাত্র উপায় — যদি কেউ সন্ন্যাস করে। কিন্তু তা' তো হবে না। মনে কর, নাম রয়েছে — reputation, কি ক'রে করে সন্ন্যাস? আবার স্ত্রী পুত্র রয়েছে — বাড়ি ঘর, এ সব কি করে ছাড়া যায়?

একজন সাধু (স্বগত) — আমার প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। ঠাকুরকে ধরে সংসাররূপ কর্মসমুদ্রে ভাসতে হবে। প্রকৃতি স্রোতের অনুকূলে নিয়ে গেলেও তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে হবে। আর পথ নাই। মনে যে একটা ছবি দেখতাম আজ তার অর্থও বোঝা গেল। বেলুড় মঠে স্বামীজীর ঘরে বসে ধ্যান করতে চেষ্টা করলেই স্বামীজী বীরবেশে এসে উপস্থিত হতেন। সংসার-কর্মসমুদ্রের প্রচণ্ড স্রোতের বিপরীত দিকে তিনি বীরের মতো চলছেন। আর সকলে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। আমরাও ভেসে যাচ্ছি আর কাঁদছি। স্বামীজী ডেকে বলছেন, ধর আমায়। এই দেখ আমাকে ধরে আছেন ঠাকুর।

৩

পাঁচজন ভক্তের প্রবেশ। ইঁহারা সকলেই নূতন। সঙ্গে একটি তের-চৌদ্দ বছরের কিশোর বালক। একজনের পিঙ্গল চক্ষু — বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশ। মাথায় টাক। শ্রীমকে প্রণাম করিয়া সকলে পূর্ব দিকে বেঞ্চে বসিলেন, শ্রীম-র ডান হাতে। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (নূতন ভক্তদের প্রতি) — আপনারা তো পরমহংসদেবের কথা শুনতে এসেছেন। (সাধুদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) এই দেখুন,

এই সব তাঁর কথা। তাঁর কথাতে এঁরা সব ছেড়ে দিয়েছেন — দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। এঁরা তাঁর কথার মূর্তি। Whole-time men — চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরে-সমর্পিত-মন এঁদের।

সাধুদর্শন, সাধুর সেবা করলে সাধুদের সত্তা পাওয়া যায়। একজন যদি পলিটিক্যাল ম্যানের (political man) চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। তেমনি এই।

এঁরা তাঁর জন্য সব ছেড়েছেন। এঁদের, সাধুদের double function (দুইটি কাজ) — নিজেকে চালানো, আবার অপরকে।

(ছেলেটিকে দেখিয়ে) এটি কে?

একজন — আমার ছেলে।

শ্রীম — বেশ ছেলেটি, শান্ত হয়ে সব শুনছে। তা' নয় তো উস্‌খুস্‌ করতো।

আর একজন — আমার খুড়ো ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। তিনি নিত্য ঠাকুরের ছবি পূজো করতেন।

শ্রীম — ক' বছর বয়সে দেখেছিলেন?

আর একজন — ছ' বছর বয়সে।

পিঙ্গল-নয়ন — রিট্রেঞ্চমেন্ট-এ (retrenchment, ছাঁটাইয়ে) আমার কর্ম গেছে।

শ্রীম — ভাসলো তরী সকাল বেলা
বাও তরী ধীরি ধীরি
কূলেতে কণ্টক বেড়া বেষ্টিত ভুজঙ্গে।

আপনি জানেন এ সব গান?

পিঙ্গল-নয়ন — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম — সংসারে থাকতে গেলে এমনি সব কাণ্ড!

পিঙ্গল-নয়ন (অর্ধনিমীলিত নিম্নদৃষ্টিতে) — ১৯১২ সালে আপনাকে দর্শন করতে আসতে চেয়েছিলাম। আজ ১৯৩০ — আঠার বছর পরে আসা হল। আপনি টানলেন তাই এলুম।

শ্রীম — না। তিনি টেনেছেন তাই এসেছেন।

একটি এরোপ্লেন মাথার উপর দিয়া যাইতেছে।

শ্রীম (পিঙ্গল-নয়নের প্রতি) — ঐ দেখুন, ঐ দেখুন।

পিঙ্গল নয়ন — আমি বাগদাদে কাজ করতাম। তখন রোজই এরোপ্লেন-ওড়া দেখতাম। অনেক ছিল। রোজ উড়তো।

শ্রীম — পুরীতে রথ আপনারা দেখেন নাই তো। যান না একবার। ফস্ করে দেখে আসুন না।

পিঙ্গল-নয়ন — মনে তেমন দৃঢ় ইচ্ছা হয় নাই। আর অর্থেরও question (প্রশ্ন)।

শ্রীম — আমরা যেতে পারতুম না। কিন্তু রথ থেকে যেসব লোক আসছে, হাওড়া গিয়ে তাদের দর্শন করতুম। আর চেয়ে প্রসাদ আনতুম। কেউ দিতো। কেউ হাত দিয়ে দেখিয়ে বলতো — অনেক বাঁধন-ছাঁদনের ভিতর রয়েছে। টাট্‌কা প্রসাদ। টাট্‌কা যাত্রী।

ঠাকুর বলতেন, এই একে জগন্নাথের টাট্‌কা প্রসাদ খাইয়ে দিলুম। বলতেন, জগন্নাথের প্রসাদ খেলে ভক্তি লাভ হয়। কলিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। যদি যেতে না পারেন তবে এই একটা ফন্দী বলে দিলাম। তিনি ভক্তদের পুরীতে পাঠিয়ে দিতেন। ইনি বলতেন, আমিই জগন্নাথ, আমিই চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব ওখানে চব্বিশ বছর ছিলেন। তাই ভক্তদের (শ্রীমকে) পাঠিয়ে দিতেন।

আবার বলেছিলেন, ভুবনেশ্বর দেখবে — সাক্ষীগোপাল, টোটার গোপীনাথ — এ-সবও। টোটার গোপীনাথে চৈতন্যদেব খুব যেতেন ভাগবত-পাঠ শুনতে। আর বলেছিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবে।

ভক্তরা নানা তীর্থের কথা কহিতেছেন — পুরীতে, কাশীতে কতদিন লাগে হাঁটিয়া যাইতে।

পূর্ণেন্দু — গোপাল মহারাজ সারগাছি থেকে পায়ে হেঁটে চলে এসেছিলেন মঠে। একশ'দশ মাইল চার দিনে। বিছানা সঙ্গে ছিল।

শ্রীম — বিছানাও ছিল? বাবা, এঁদের নমস্কার করতে হয়।

একজন সাধু — রঘুনাথ দাস বার দিনে গিছলেন পুরী — তিন শ' মাইলের উপর! তিন দিনে মাত্র তিন বার খেয়েছিলেন — একদিন দুধ, একদিন একটা মূলো, আর একদিন এমনি কি।

শ্রীম — (পিঙ্গল-নয়নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) — তা' হলে?

দুইটি বালকের প্রবেশ, বয়স দশ এগার। একটি শ্রীম-র পৌত্র। বালকদের দেখিয়াই শ্রীম মৃদু হাস্যে বলিতেছেন, যাও—যাও ওদিকে ফুল দেখ গিয়ে। (ভক্তদের ছেলেটির প্রতি) যাও না, তুমিও এদের সঙ্গে দেখে এস ফুল।

ভক্তদের ছেলেটি গেল বটে কিন্তু দাঁড়াইয়া আছে। ফুলের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। শ্রীম বালকের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছেন। এবার মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই দেখ, কেমন করে বলবে প্রকৃতি ভিন্ন নয়? দেখ, ও দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সঙ্গে একটাও কথা কইলো না। He is a philosopher (ছেলেটি দার্শনিক)। যারা contemplative (মননশীল) তারা কারো সঙ্গে মেশে না। He is serious on life (জীবনের প্রতি তার দৃষ্টি সুগভীর)। ফুল দেখে সুখী নয়। যোগীর লক্ষণ এই সব। (যোগী) নির্জনে একা একা থাকে। 'যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ', (গীতা ৬:১০)। (একান্ত স্থানে থেকে যোগ করে)। 'রহসি' মানে, নির্জনে।

বালকটির উপর শ্রীম প্রসন্ন। অপর কাহারও লক্ষ্য ছিল না বালকের উপর। শ্রীম-র মন্তব্য শুনিয়া সকলেই বালককে দেখিতেছেন। ছেলেটির চোখ দুইটি বড় বড় ও ভাসা ভাসা। শ্যামবর্ণ। বয়সের তুলনায় বেশ দীর্ঘকায়। স্থির শান্ত। কিছুক্ষণ পর আসিয়া বালক বসিয়া রহিল লোহার সিঁড়ির ধাপে, ছাদের মধ্যস্থলে। বালককে লক্ষ্য করিয়া শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — চণ্ডীতে আছে, তিনি মেধা — 'যা দেবী সর্বভূতেষু মেধারূপেণ সংস্থিতা'। তা'তে বুদ্ধি স্থির হয়।

নারাণের মা বলেছিল, বলুন একে ভাল করে পড়তে। ঠাকুর বললেন — হাঁ রে, পড়িস্। মা বললেন, serious (গম্ভীর) ভাবে বলেন নাই। ভাল করে বলুন (শ্রীম-র হাস্য)।

বাপ-মা যা করে, যা ভালবাসে, ছেলেদের দিয়েও তাই করাতে চায়।

তিনি (ক্রাইস্ট) বলেছিলেন, Father, Lord of heaven

and earth, that thou hast hid these things from the wise and the prudent and hast revealed them unto babes.' (St. Luke 10:21). (ব্রহ্মতত্ত্ব পাণ্ডিত্যাভিমানীদের নিকট লুক্কায়িত। কিন্তু শিশুদের মত সরল যারা তাদের কাছে প্রকাশিত হয়)।

তাঁকে পেতে হলে বালক হতে হয়। তাই তিনি (ঠাকুর) বলতেন, 'পরমহংস যে বালক! তার তো মা চাই, মা!'

তিনি (ঠাকুর) বলতেন, চার রকম দই আছে। এক রকম, পাত্রটা উলটে ধর, পড়বে না। আরও দু'রকম আছে এরপর। আর এক রকম আছে, এতে চিঁড়া ভেজান যায়।

তেমনি বুদ্ধি। চিঁড়াভেজা বুদ্ধি আছে এক রকম। এতে বাড়িঘর হয়, নামযশ, রাজ্য এ সব লাভ হয়। সুখে থাকা যায়। অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন লাভ হয়। কিন্তু আর এক রকম বুদ্ধি আছে, তা'তে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় — যেমন সানি দই। স্থিরবুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞা।

বিচার করে তাঁর পাত্তা পাওয়া যায় না। অর্জুন গীতায় তাই বললেন, 'স্বয়ংচৈব ব্রবীষি মে' (গীতা ১০:১৩) — তুমি নিজে বলছো, তুমি অবতার। তাই বিশ্বাস হচ্ছে। আর ঋষিরাও বলছেন, তুমি অবতার। অর্থাৎ, ঈশ্বর মানুষশরীর ধারণ করেছেন। 'অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংচৈব ব্রবীষি মে।' এমনি কাণ্ড! অবতারকে চিনবার যো নাই তিনি না চিনালে।

পিঙ্গল-নয়ন — আপনি তাঁকে (ঠাকুরকে) দর্শন করেছিলেন। আমরা আপনাকে দেখছি। তাঁর কথা আপনার কাছ থেকে শুনছি।

শ্রীম — হাঁ। সাক্ষীর দরকার। আমরা দেখেছিলাম বটে তাঁকে। আরও কয়েকটি বুড়ো আছেন যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন। তিনি তো চলে গেছেন। তাঁর প্রচার তো যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের ভিতর দিয়েই হয়েছে।

খ্রীস্টানরা বলেন, 'teacher' (শিক্ষক), আর preacher (প্রচারক)। 'টীচার' হলেন ওঁরা, অবতাররা। আর 'প্রীচার' — যাঁরা তাঁদের বাণী প্রচার করেন। তাঁরা কেবল তাঁদের বাণী লোককে বলেন।

তাঁরা 'টীচার' নন্।

আমাদের তিনি অজ্ঞানে রেখেছেন। তাই তাঁর কথা আমরা বলি। শুনেছিলাম কতকগুলি কথা, তাই বলি। এ সবই তাঁর ইচ্ছায়। মানুষ কিছু করছে না।

ঠাকুরের যে কয়জন সন্তান জীবিত আছেন তাঁরা তাঁর living testimony (জীবন্ত সাক্ষী)।

৪

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব, কি ভাবিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (খগেন ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে) — আমাদের বাহাত্তুরে ধরেছে বলে মনে হয় — একটু ভীমরতি হয়েছে। গামছা কোথায় রেখেছি তা' মনে থাকে না।

খগেন — এ তা' নয়। বৃদ্ধ হলে মনের capacity (ধারণ-ক্ষমতা) একটু কমে যায়। Brain (মস্তিষ্ক) একটু soft (নরম) হয়ে যায়। একজনের কথা শুনেছিলাম, বাহ্যে করে ময়লা গায়ে মাখতো।

শ্রীম (যুক্তকরে প্রণামমুদ্রায়) — ঠাকুর, এ না হয়!

সন্ধ্যা হইয়াছে। আলোর জন্য শ্রীম ঘরে গেলেন। বিনয়ও (স্বামী জিতাত্মানন্দ) সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গেলেন। আর একজন সন্ন্যাসী নিচে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া সাধু দেখিতেছেন, শ্রীম সাধু ও ভক্তসঙ্গে তুলসীতলায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। সাধু নিকটে লোহার সিঁড়ির পাশে বসিয়া ধ্যানমগ্ন শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। কি প্রশান্তোজ্জ্বল মুখমণ্ডল! একঘন্টা পর শ্রীম উঠিয়া আসিয়া চেয়ারে ছাদের দক্ষিণ দিকে বসিলেন। সাধু ভক্তগণ আশে পাশে।

'কথামৃত' পাঠ হইবে। শ্রীম পাতা উল্টাইয়া পাঠ্যাংশ বাহির করিয়া দিলেন। পাঠক নির্বাচন হইতেছে। শ্রীম বলিলেন, এও পড়তে পারে। আর জগবন্ধুও পড়তে পারেন।

স্বামী রাঘবানন্দ অগ্রসর হইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন — শ্রীম একুশ দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বাস করিতেছেন। কাঁকুড়গাছির সুরেশ মিত্রের বাগানের সাধু ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট। অনেক পড়া হইয়াছে।

ভক্তগণসহ শ্রীম নিবিষ্টভাবে শুনিয়াছেন। এখন শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — আর না, থাক্। অনেক পড়া হয়েছে। অনেক কথা হল। পাঠ বেশী করতে নেই। মুখস্থ করলে হয় না। ধ্যান করতে হয়। অল্প পড়া আর ধ্যান। চৌদ্দ আনা ধ্যান, দু'এক আনা পাঠ।

বেশ সব কথা হলো — 'শিবশক্তি', 'গুরুকর্ণধার', ' নৃমুণ্ড'।

পাঠের সময় শ্রীম কেদারের কথায় হাসিলেন। কাকুঁড়গাছির সাধুকে বলিলেন, ইস্‌কো সমাধি বোলতে হ্যায়।

স্বামী রাঘবানন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — শুনেছি, কথাবার্তার সময় আপনি না থাকলে ডাকিয়ে আনাতেন।

শ্রীম — হাঁ, ঐ দিন সাধু এলে ডাকিয়ে আনিয়েছিলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — সংশয় ওঁরও (ঠাকুরের) হয়েছিল।

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — ওঁর সব লোকশিক্ষার জন্য। পঞ্চবটীতে একদিন কামও হয়েছিল বলেছিলেন।

এই সব কথা কি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বলেছেন — humanity-কে (মানব সমাজকে) বলেছেন। একজনকে উপলক্ষ করে world-কে (জগৎকে) শিক্ষা দিচ্ছেন।

একজন ভক্ত আসিয়া শ্রীমকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম উহা পছন্দ করেন না। অপর একজন ভক্ত বলিতেছেন। মহেন্দ্র সরকার এতে আপত্তি করতেন।

শ্রীম — ওদের ছেলেবেলা থেকে ঐ সব ভাব তাই আপত্তি করতো। কেমন করে all men are equal (সব মানুষ সমান) হয়? ওরা কি তা' জানে?

এবার প্রসাদ বিতরণ হইবে। মনোরঞ্জন আম ও সন্দেশ আনিয়াছেন। শ্রীম বলিলেন — না, গজা আন, বালোসাই আন। আগে বালোসাই দাও, তারপর আম।

পাঁচটি মাত্র বালোসাই। তাই মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আধখানা করে দেব কি? শ্রীম বলিলেন, না। এঁদের চারজনকে (স্বামী

রাঘবানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, স্বামী অজয়ানন্দ, স্বামী জিতাত্মানন্দ) একটা করে দাও। ছেলে নাই কেউ? আচ্ছা, একে (এটর্নি বীরেন বসু) একটা দাও।

বীরেনবাবু উকীল বি.কে. ঘোষের মৃত্যুর কথা তুলিলেন। ঘোষ, কুমার নরেন মিত্রের জামাতা।

শ্রীম — কাগজে দেখলাম, চিফ্ জাস্টিস্ বড়ই সুখ্যাতি করেছেন — steady, sober, disinterested, tactful (স্থির, ধীর, পক্ষপাতশূন্য, কর্মকুশল) এই সব গুণের কথা বলেছেন। চিংড়ি মাছ খেয়ে কলেরা হয়, তা'তেই মৃত্যু। বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। Young (যুবক) বলতে হয়। পূর্ণ যৌবন। তাইতো ঠাকুর বলতেন, সকল মানুষের কপালে মৃত্যুর ছাপ মারা রয়েছে। তাই সকলকে প্রস্তুত হ'তে বলতেন। কখন ডাক পড়ে। বুড়োদেরও বলতেন, আবার যুবকদেরও বলতেন। দেখ, এর এরি মধ্যে হয়ে গেল।

রাত্রি নয়টা। সাধুরা এই সজাগ সতর্ক বাণী শুনিতে শুনিতে বেলুড় মঠে রওনা হইলেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৮ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ।
৩রা আষাঢ় ১৩৩৭ সাল, বুধবার।

নবম অধ্যায়

প্রথম বিদ্যাপীঠ মিহিজামে

মর্টন ইনস্টিটিউশন। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। সন্ধ্যা সওয়া সাতটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। এইমাত্র তুলসীতলায় ধ্যান সমাপ্ত করিয়া আসিলেন। ললিত রায় প্রভৃতি শনিবারের ভক্তরাও কেহ কেহ বসিয়াছেন। আজ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার, দুর্গাপঞ্চমী, আশ্বিন ১৩৩৭ সাল।

একটি সাধু বিছানা বগলে করিয়া চারতলার ছাদে আসিয়া উপস্থিত। তিনি হাঁফাইয়া পড়িয়াছেন। বিছানাটা বেঞ্চির উপর রাখিয়া শ্রীম-র পাদমূলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। অন্ধকারে শ্রীম চিনিতে পারেন নাই। কেহ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলে তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন। তাই হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, কে? সাধু মাথা তুলিলে বলিলেন, আমাদের জগবন্ধু যে! কখন এলে? সাধু বলিলেন, এইমাত্র এলাম শিয়ালদহ স্টেশন থেকে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, জল দাও, জল দাও। (সাধুর প্রতি) হাতে পায়ে জল দিন্। কখন বের হয়েছিলেন?

সাধু — দশটায় খেয়ে বের হয়ে সাড়ে ছয়টায় শিয়ালদহ আসি। সঙ্গে একজন কর্মী ছিলেন, সুধীর।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কিছু খাবার এনে দাও। ওখানকার (ঠাকুরবাড়ির) প্রসাদ এসেছে।

বলাই চারটি সন্দেশ আনিয়া দিলেন। শ্রীম বলিলেন, দাও। মুখে হাতে জল দিয়ে খাও। সাধু খাইতেছেন। শ্রীম কথা কহিতেছেন। সাধু দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকেন। সেখানকার সব খবর লইতেছেন।

শ্রীম — ছুটি হয়ে গেল বিদ্যাপীঠে? ছেলেরা ও সাধুরা রয়েছেন

কেউ কেউ? এ সময়টা ওখানে খুব ভাল, না?

ললিত রায় (সাধুর প্রতি) — এ সময় (বেলুড়) মঠ খারাপ। ওখানে থাকবেন না। ম্যালেরিয়ার সময়।

শ্রীম (বাধা দিয়া) — না। ওঁরা সাধুসঙ্গ ছাড়া থাকতে পারেন না — মাছ যেমন জল ছাড়া থাকতে পারে না। সীতাপতি মহারাজ (স্বামী রাঘবানন্দ) ওখানে (ইটিলীতে)* থাকতেন। চারদিকে সব অন্যলোক (গৃহস্থ) থাকে। তা'তেই তো তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গেল। এখন অনেকটা ভাল, কাশীতে রয়েছেন। বৃন্দাবনে যাবেন। তারপর কোথায় যান ঠিক নাই।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — মিহিজামে প্রথম হল বিদ্যাপীঠ। আমবাগানে বসে পড়াচ্ছেন সাধুরা। গুটি তিন চার ছেলে। আমরা বেশ ছিলাম তাঁদের সঙ্গে।

সাধু — আমরা যখন মিহিজামে ছিলাম, সেই সময় যারা বিদ্যাপীঠে ছিলেন তারা কি নাই এখন?

শ্রীম — হাঁ, হেমেন্দ্রই তো স্টার্ট করলেন। এখন অসুস্থ হয়ে মাদ্রাজে। আসবার ইচ্ছা শুন্‌ছি।

সাধু — আমার সঙ্গেই আসার কথা ছিল মাদ্রাজ থেকে। ডাঃ পাই ছাড়লেন না। আরো কিছুকাল পরে আসতে বলছেন।

শ্রীম — খেটে খেটে শরীরটা দিল। আর কে কে ছিলেন তখন?

সাধু — বলাই, ইন্দু, মনোরঞ্জন এঁরা সব। ইন্দু তারপর মাদ্রাজ যান। এখন আমেরিকা গেছেন সম্প্রতি।

শ্রীম — হাঁ, আমেরিকায় কেউ কেউ যেতে চায়, গ্র্যাজুয়েটরা। ওদেশ দেখার ইচ্ছা হয়। আমাদের যাওয়ার কথা হচ্ছিল ইংলণ্ড। তখন স্বপ্নে দেখতাম, পায়জামা পরে Mediterranean Sea-তে (ভূমধ্য সাগরে) দাঁড়িয়ে আছি ডেকে, foggy weather (কুয়াশায় ঢাকা সব) (হাস্য)। (সাধুর প্রতি) আপনার আমেরিকা যেতে ইচ্ছা হয়?

---

* কলিকাতার ইন্টালী বা এন্টালী এলাকা

সাধু — পাঠ্যাবস্থায় ছিল। এখন ইচ্ছা নাই। এখন আমার ইচ্ছা হয় কাশী কিংবা পুরীতে স্থায়ীভাবে থাকি। কিংবা মঠে, যদি ওঁরা অন্যত্র না পাঠান।

শ্রীম — এ সময়টা মঠে ভাল না, জ্বর জারি হয়।

শ্রীম কিছুকাল কি ভাবিতেছেন। আবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — সমাধি ধনকুবের ছিলেন ভারতের। সংসার-জ্বালায় দেবীর আরাধনা করেন জাগতিক জিনিসের জন্য। দেবী দর্শন দিলে তখন অন্য কিছু চাইতে পারলেন না। এমনি কাণ্ড! তাঁর কৃপায় বুঝতে পেরেছেন — সংসার অনিত্য, ঈশ্বর সত্য। তাঁর কৃপা ছাড়া এটা বোঝা যায় না। মহামায়া পথ রুখে দাঁড়ান। কত বাসনা মনে এনে দেন।

জনৈক (স্বগত) — সাধু কাশী, পুরী বা মঠে থাকতে চান দেখে শ্রীম সন্তুষ্ট হয়েছেন। নিবৃত্তি এসেছে। তাইতে শ্রীম 'সমাধি'-র কথা বলছেন।

শ্রীম — মঠে মহাপুরুষ মহারাজ খুব ভুগছেন, অত্যন্ত অসুখ। বিনয়বাবু (স্বামী জিতাত্মানন্দ) এসেছিলেন, বলে গেলেন।

সাধুর আজ রাত্রিতেই মঠে গিয়া মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিবেন — এই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অসুখের কথা শুনিয়া রাত্রে তিনি গেলেন না। শ্রীম-র ঠাকুরবাড়িতে রাত্রিবাস করিবেন। হিমাংশু সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন — আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাজারে। নৈশ ভোজন ওখানে সারিয়া আসিয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে রহিলেন শ্রীম-র ঠাকুরবাড়িতে।

কলিকাতা।
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।
আশ্বিন, ১৩৩৭ সাল, দুর্গাপঞ্চমী।

দশম অধ্যায়

বেলুড় মঠের সাধু ও শ্রীম

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শ্রীম বিছানায় শুইয়া আছেন। চারিখানা বেঞ্চির উপর সতরঞ্জি, তাহার উপর তোষক ও চাদর। একটি গোল বালিশ। সিঁড়ির সামনে উত্তরের কাঁচের সারসির পাশে বিছানা। শ্রীম-র শিয়র পূর্বদিকে। বিছানার পূর্বদিকে একটি চেয়ার। তাহার পূর্বে একটি হাই বেঞ্চির উপর জলের কুঁজা, মিষ্টির একটি চ্যাঙ্গারী ও মাটির ভাণ্ড, তাহাতে রসগোল্লা। তাহার পূর্বে ছাদে যাইবার দরজা।

শ্রীম-র বিছানার দেড় গজ দক্ষিণে দুইখানা বেঞ্চি পূর্ব পশ্চিমে লম্বমান। ভক্তরা আসিলে বসেন। সিঁড়ির মুখে একটি কাল কম্বল টাঙ্গান। উহা পার্টিশানের কাজ করে। সিঁড়ির ঘরটির উপরাংশ খানিকটা পাকা, খানিকটা টিনের। শ্রীম-র বিছানা পাকা অংশের নিচে, তাহার পূর্বের অংশটি টিনের। সমগ্র গৃহটি দশ হাত লম্বা, ছয় হাত চওড়া। শ্রীম-র গায়ে লং-ক্লথের জামা, পরণে সাদা ধুতি।

এখন স্কুলের ছুটি দুর্গাপূজার। তাই শ্রীম বিছানা এই ঘরে করিয়াছেন। শনিবারের ভক্তরা শ্রীমকে দর্শন করিয়া কেহ কেহ চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীম লম্বা হইয়া বিছানায় শবাসনে শুইয়া আছেন। করে জপ করিতেছেন।

আজ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। আশ্বিন, শুক্লা দ্বাদশী। দুই দিন হয় বিজয়া দশমী গিয়াছে। তাই সাধু ও ভক্তগণ দলে দলে আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিতেছেন। নেলু দোতলায় বলিল, 'দাদামশায় সিঁড়ির ঘরে'।

অন্তেবাসী কম্বলের পরদা তুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মচারী বিমল (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ)। শ্রীম দেখিয়াই উঠিয়া

বসিলেন বিছানায়, আর 'আসুন আসুন' বলিয়া আহ্বান করিলেন। বিমল বিছানার উপর পায়ের কাছে প্রণাম করিলেন। অন্তেবাসী প্রণাম করিলেন যুক্তকরে। শ্রীম বলিলেন, আসুন বিজয়ার কোলাকুলি করা যাক্। সাধুরা সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীম-র সহিত কোলাকুলি করিলেন — শ্রীম বসিয়া, সাধুরা দাঁড়াইয়া।

সাধুদের মুখে জলের দাগ — নিচ হইতে হাতমুখ ধুইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম মনে করিয়াছেন উহা ঘাম। তাই বলিলেন, হ্যাঁ, খুব ঘেমেছেন যে। ওখানে ছাদে গিয়ে বসুন খোলা হাওয়ায়। কি করে এলেন মঠ থেকে? অন্তেবাসী বলিলেন, খেয়া পার হয়ে বরানগর আসি। সেখান থেকে হেঁটে।

শ্রীম (বিস্ময়ে) — রৌদ্রে হেঁটে হেঁটে এলেন?

অন্তেবাসী (ব্রহ্মচারী বিমলকে দেখাইয়া) — এঁর ঠাকুরের সব স্থান দর্শন করবার ইচ্ছা। তাই হেঁটে এলাম।

শ্রীম — কি কি দর্শন করলেন?

অন্তেবাসী — প্রথম 'ঠাকুর দাদা'-র কালী বাড়ি, তারপর দশমহাবিদ্যা, কাশীপুর শ্মশান, কাশীপুর উদ্যান, সর্বমঙ্গলা, 'উদ্বোধন', শ্যামপুকুরের ঠাকুরের বাসস্থান, স্বামীজীর বাড়ি, ঠন্‌ঠনের মা কালী, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে আর. মিত্রের বাড়ি, ঠাকুরের দাদার টোলের স্থান, হেয়ার প্রেসের কাছে ঠাকুরের বাসস্থান, তারপর এখানে।

এই দীর্ঘ ভ্রমণের বিবরণ শুনিয়া শ্রীম খুব প্রসন্ন হইয়াছেন।

শ্রীম — ধন্য আপনারা! এতগুলি মহাতীর্থ ভ্রমণ করে এলেন। গায়ে শক্তি থাকলে এই করে শক্তির সদ্‌ব্যবহার করতে হয়।

এখন সাড়ে চারিটা। সাধুরা ছাদে গিয়া বসিলেন। ওখানে বসিয়া আছেন খগেন ডাক্তার ও দুইচারিজন ভক্ত। সাধুরা শুনিলেন, শ্রীম 'কে কে, কৈ কৈ', বলিতেছেন। শেষে নিচে নামিয়া যাইতেছেন। ছাদে ফিরিলেন সাড়ে পাঁচটায়। সকলে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীম চেয়ারে বসিলেন, উত্তরাস্য। স্বামী ধীরাত্মানন্দের প্রবেশ। সঙ্গে দুইটি যুবক। সাধু ও ভক্তগণ বসিলেন বেঞ্চিতে। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি উৎকণ্ঠিত ভাবে) — Theft case-এ (চুরির মামলায়) পড়া গিছলো (হাস্য)। (নবাগতদের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া) একটি লোক পাঁচ ছ'বার চুরি ক'রে এই বাড়ির ভিতর দিয়ে ঢুকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে, পেছন দিয়ে পালিয়ে যায়। এখন ধরা পড়েছে। একবার জুতো কিনলে। ছয় টাকা দাম। ওদের বলেছে আমার কাছে কুড়ি টাকার নোট রয়েছে। সঙ্গে লোক দাও। বাকী টাকা আর জুতো নিয়ে একটা লোক আসে। আমাদের ফটকের ভিতর লোকটি দাঁড়িয়ে। চোর ঐ জুতো আর টাকা নিয়ে নিচের ঘরের ভিতর দিয়ে ঢুকে দক্ষিণ দিক দিয়ে গলিতে পালিয়ে যায়। ঐ লোকটা দাঁড়িয়ে ডাকছে, 'বাবু বাবু'। আমাদের বাড়ির লোকরা উপর থেকে বলছে, 'কে বাবু?' ও বললে, 'টাকা দাও, নোট।' তখন ওরা নিচে গিয়ে সব শুনলে।

আর একবার 'গুপ্তপ্রেস' থেকে কতকগুলি পাঁজি নিয়ে এসেছে। দাম কুড়ি টাকা। প্রেসের লোক পাঁজি বয়ে নিয়ে এলো। এই রকম করে ফটক দিয়ে বাড়িতে ঢোকে পেছন দিয়ে বের হয়ে যায়। লোকটা ডাকছে। সে তো পালিয়েছে। বাড়ির লোক নেবে গিয়ে বললে, না এখানে তো কেউ আনে নাই। সে ভয়ে বলছে, আমি মালিকদের গিয়ে কি বলবো। লোকটি খোঁড়া, বড় ভীত ও দুঃখিত হলো।

তারপর খোঁজে গিয়ে অন্য লোকরা ধরলে, তার বাড়িতে গিয়ে। তখন তার বাবা বলে, এই নাও, আমি টাকা দিচ্ছি।

আর একদিন আনে দশ টাকার জিনিস আর নগদ দশ টাকা। এইরূপ ছ'বার হয়েছে। তার বাপ বলেছে সবাইকে টাকা দেবে।

(সহাস্যে) মনে কর পুলিশ কেস হয় আর কি। স্পার্টাতে বকশিস্ করতো যে এরূপ চুরি করবে, অথচ ধরা পড়বে না।

অন্তেবাসী (বুঝিতে না পারিয়া) — কোথায়?

শ্রীম — স্পার্টাতে (Sparta)।

একুট সাধু (স্বগত) — কি উজ্জ্বল চক্ষু শ্রীম-র! অত বয়স কিন্তু চক্ষু দু'টি কি সতেজ! মনটি যেন ডিমে তা দিচ্ছে — কোন্ দূর দেশে নিমগ্ন। অথচ বাইরে ফষ্টি নষ্টি।

শ্রীম (রহস্যচ্ছলে) — প্রতিগ্রহ কি ভাল? (দীর্ঘকাল হাস্য)। ওতে যোগভ্রষ্ট করে দেয়।

'গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম' — রামপ্রসাদের গানে আছে। গর্ভে যখন থাকে মানুষ, যোগে থাকে। যেই জন্ম হলো অমনি মন সব দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো — সংস্কারেতে। কাজকর্ম নানান খানা। তবে ভগবান তারও পথ বলে দিয়েছেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।

(গীতা ৯:২৭)

তাঁ'তে সব ছেড়ে দিতে পারলে আর যোগভ্রষ্ট হয় না।

ঠাকুর ভক্তদের (শ্রীমকে) বলেছিলেন, 'একটি পাখীর ছবি আনতে পার — ডিমে তা দিচ্ছে?' ওখানে (শ্রীম-র ঘরে, চোখে ইঙ্গিত করিয়া) আছে। Parent bird (পাখীর মা) ডিমের উপর বসে আছে। তার সমস্ত মনটা তার উপর — চোখ ফ্যাল ফ্যাল করছে।

এই যোগীর লক্ষণ। অন্য কোনও দিকে মন নেই — কেবল ঐ দিকে।

২

সন্ধ্যার এখন কিছুটা বাকী আছে। শ্রীম উপবিষ্ট চেয়ারে, উত্তরাস্য। সাধুগণ বসিয়া আছেন শ্রীম-র বাম হাতে জোড়াবেঞ্চির উপর পাতা সতরঞ্জিতে। কথাবার্তা হইতেছে। সব কথাই গীতা, উপনিষদ্, বাইবেল ও ঠাকুরের কথামৃতের ভিত্তিতে।

শ্রীম (সাধুদের লক্ষ্য করিয়া) — (শ্রীকৃষ্ণ) একবার বললেন, সন্ন্যাস না করলে হবে না। সন্ন্যাস করতে হবে। আবার বললেন, তোমায় (অর্জুনকে) কাজ করতে হবে। Contradiction in terms! (কথায় বিরুদ্ধ ভাব) তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝতে পারছি না।

অর্জুন — সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥
(গীতা ৫:১)

শ্রীকৃষ্ণ — অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥
(গীতা ৬:১)

অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট কর্ম। গুরু যা বলে দিয়েছেন তা' করা (ভাষ্যকারগণ 'কার্য কর্ম' মানে করেন, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম)।

বই পড়ে নিজে ঠিক করে নিলে হবে না। গুরুর সঙ্গে পরামর্শ করে অনুমতি নিয়ে তবে। গুরুর মুখ থেকে শুনে নিতে হয়।

আবার কেমন বললেন, যদি না শোন আমার কথা তা'হলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যদি 'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি'। 'মহতি বিনষ্টি'। (গীতা ১৮:৫৮)।

তিনি বললেন, সন্ন্যাস বড় শক্ত বটে, কিন্তু তুমি পারবে। তোমাতে শক্তি রয়েছে। তাই 'দেহভৃতাং বর' বললেন। অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ তুমি।

বললেন, কর্মের ভিতরে থেকে সন্ন্যাস বড় শক্ত। দু'চারজন পেরেছিলেন। তারপর কালে এই 'মহতো যোগো' নষ্ট হয়ে গেছে। আমি প্রথমে এই যোগ উপদেশ দি' বিবস্বান্‌কে। সে বলে মনুকে। মনু থেকে জানে ইক্ষ্বাকু। আর এখন তোমাকে বলছি। তুমি পারবে। আমি সঙ্কেত বলে দিচ্ছি।

শ্রীম (স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রতি) — 'বিবস্বান্' মানে বুঝি সূর্য?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দু'চারজন পেরেছিলেন। বেশী পারলেন না। বড় শক্ত — গৃহস্থ আশ্রমে থেকে বড়ই শক্ত।

তাইতো এই সব আশ্রম হয়েছে — সন্ন্যাস-আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম। সন্ন্যাস-আশ্রমটা হল line of least resistance (অল্প ঝঞ্ঝাটের পথ)।

ভিতর-সন্ন্যাস না হলে হবে না, ঠাকুর তাই বলেছিলেন। ঐ ভিতরের সন্ন্যাসের জন্যই বাইরের সন্ন্যাসের প্রয়োজন।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — বাইরের সন্ন্যাসের লক্ষণ কি?

শ্রীম — এই যে (বিরজা) ceremony (যজ্ঞ) করে সন্ন্যাস করা। এইটে অভ্যাস করতে করতে তবে ভিতরের সন্ন্যাস হয়। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, 'প্রভো, আমার ভিতর-সন্ন্যাস করে দাও।' ভিতর-সন্ন্যাস যেমন বলেছেন — 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' (গীতা ১৮:৬৫)। আবার 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়' (গীতা ১২:৮)। এই ভিতর-সন্ন্যাসের চিহ্ন।

তিনি কত কৃপা করে সব পথ দেখিয়ে গেছেন পর পর। 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'। — এই বলেই বললেন, যদি একেবারে তা' না পার তবে অভ্যাস কর। মানে, মন আমাতে অর্থাৎ প্রতিমাদিতে বসাতে চেষ্টা কর — 'অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়' (গীতা ১২:৯)। যদি অভ্যাস করতেও না পার, অর্থাৎ যদি ধ্যানস্থ হতে না পার, তবে 'মৎকর্ম' কর। তা'হলেও আমাকে পাবে। 'মৎকর্ম' (গীতা ১২:১০) মানে, ঈশ্বরার্থে কর্ম।

বৈধী ভক্তির কথা বলছেন, নবধা ভক্তি — শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদবন্দন অর্চন নমস্কার দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন। ব্রত উপবাস তীর্থযাত্রাদিও 'মৎকর্ম'। এক কথায় বিদ্যামায়ার আশ্রয় নেওয়া। যদি তাও না পার, তবে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সকল কাজ কর এবং ফল আমাতে সমর্পণ কর — অর্থাৎ, নিষ্কাম কর্ম। যে-কোনও শুভকর্ম করা নিজে তার benefit (লাভ) না নিয়ে।

আবার কর্ম বড় শক্ত — নিষ্কাম কর্ম। তাই ভরসা দিয়ে বললেন, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২:৪০)।

শ্রীম উঠিয়া ঘরে গেলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। বলাইকে বলিলেন একটা আলো আনিতে। অল্পক্ষণের মধ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ছাদে আসিলেন। জলের ট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে প্রণাম করিলেন উত্তরাস্য। সাধু ভক্তগণও শ্রীম-র সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ ভগবানকে প্রণাম করিতেছেন যুক্ত করে, কেহ মনে মনে। কেহ অনিমেষ নয়নে শ্রীম-র ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিতেছেন —'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।' (গীতা ২:৫৪)।

শ্রীম-র গায়ে একখানা সাদা চাদর জড়ান। তাহার উপর একটি চারখানা (চৌখুপী) গামছা। যুক্তকর, উন্নত স্কন্ধ। প্রসন্ন বদন। বিরলকেশ শীর্ষ। প্রণাম মুদ্রাতেই উত্তরের দিকে পুষ্পকুঞ্জে অগ্রসর হইলেন। তুলসীপীঠে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন।

একটি সাধু শ্রীম-র পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, ভগবান মানুষরূপে এসেছিলেন এই সেদিন, মানুষের সব দুঃখ বরণ করে। তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন কতকগুলি পার্ষদ, ঈশ্বরকোটি। জন্ম জন্ম তাঁরা তাঁর সঙ্গে আসেন। তাঁরাও তাঁর আদেশে দুঃখ বরণ ক'রে জীবশিক্ষা দেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ঈশ্বরপার্ষদ একটি মহাপুরুষ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, কি দুর্লভ বস্তু!

শ্রীম নিজ আসনে উপবিষ্ট চেয়ারে। স্বামী গম্ভীরানন্দ আসিয়া প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার বুকপকেট হইতে কতকগুলি টাকা পয়সা পড়িয়া গেল। তিনি উদ্বোধন অফিসে থাকেন। শ্রীম স্বামী ধীরাত্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনারা এঁকে কি বলে ডাকেন? স্বামী গম্ভীরানন্দ নিজেই উত্তর করিলেন, 'সৌম্য' বলে। ধীরাত্মানন্দ বলিলেন, 'গম্ভীরানন্দ' — এই নামেই তিনি পরিচিত।

মঠ হইতে কয়েকজন সাধু আসিলেন — ধীরেন মহারাজ, ব্রহ্মচারী রাধেশ্যাম, ভাস্কর, আরো দুইজন। তাঁহারাও প্রণাম করিয়া বসিলেন। শ্রীম একে একে ইঁহাদের পরিচয় লইতেছেন।

আবার আসিলেন আর একদল সাধু। এই দলে স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, বিমুক্তানন্দ, অজয়ানন্দ প্রভৃতি। ভক্তগণ ও বহু নবাগত। নিত্যকার ভক্তগণও আসিয়াছেন — শুকলাল, মনোরঞ্জন, বলাই, ভাটপাড়ার ললিত, শৈলেশ মহারাজের ভাগনে, মোটা সুধীর প্রভৃতি। সুপ্রকাশ চক্রবর্তী আসিয়াছেন। তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বামী শুদ্ধানন্দ ও প্রকাশানন্দ মঠের বিশিষ্ট সাধু।

সাধুরা সকলে বেঞ্চিতে বসা। ভক্তগণ নিচে মেঝেতে কম্বলে। সাধুদের দেখিয়া শ্রীম-র বড়ই আনন্দ। তাঁহাদের আহ্বান করিয়া কাছে বসাইলেন। নিজে চেয়ার ছাড়িয়া গিয়া বসিলেন নিচে কম্বলে। একজন সাধুকে বলিলেন, বসুন আপনি ওখানে। সাধুরাও কেহ কেহ

শ্রীম-র সঙ্গে নিচে বসিলেন।

একটু পর শ্রীম উঠিয়া ঘরে গেলেন। একজন ভক্তকে মিষ্টি আনিতে দোকানে পাঠাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া আবার বসিলেন চেয়ারে।

শ্রীম — কই, রাধেশ্যাম মহারাজ?

ব্রহ্মচারী রাধেশ্যাম দাঁড়াইয়া আছেন সামনে।

শ্রীম (আনন্দে, সকলের প্রতি) — উনি (রাধেশ্যাম) অনেক কাল থেকে, ছেলেবেলা থেকেই বৃন্দাবনে ছিলেন। দেখ, তিনি (ঠাকুর) কোথা থেকে সব কুড়িয়ে আনছেন।

ক্রাইস্ট বলেছিলেন, পিটারকে, I shall make ye fishers of men (মানুষ-মাছ ধরাব তোমাকে দিয়ে)। পিটার জাল মেরামত করছিলেন, মৎস্যজীবী। তা'তেই বললেন, come ye and follow me' (এস গো তুমি, আমার সঙ্গে চল)। আর ঐ কথা বললেন — এসো, মানুষ-মাছ ধরাবো তোমাকে দিয়ে। ভক্তরা বললেন, 'Rabbi', মানে মাস্টার, আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, মানুষ-মাছ ধরতে। জগৎগুরু, লোকশিক্ষক করলেন নিরক্ষর ধীবরদের।

৩

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (স্বামী গম্ভীরানন্দের প্রতি) — আপনি article (প্রবন্ধ) লেখেন?

স্বামী গম্ভীরানন্দ — আজ্ঞে হাঁ, 'বেদান্ত কেশরী'তে।

শ্রীম — Subject (বিষয়) কি?

স্বামী গম্ভীরানন্দ — Religion at the back (পিছনে ধর্ম)। আচ্ছা, ঠাকুর যতগুলি বাছাই করলেন একটিও ছুটে গেল না।

শ্রীম (সহাস্যে) — ও বাছাই করা নয়। আগে থাকতেই সব ঠিক হয়েছিল। ১৮৫৬-৫৭'তে ঠাকুরের ঐ অবস্থা হয়। তখন কাঁদতেন আর মাকে বলতেন — 'মা, শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত এনে দাও। নইলে আমার শরীর থাকবে না এই কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে।' মা তখন বললেন,

'বাবা, ভক্তরা সব আসবে।'

এরপর একুশ বছর তাঁকে wait (অপেক্ষা) করতে হয়েছিল। ১৮৭৯-তে প্রথম আসতে শুরু করলেন। এর ভিতর আনাগোনা করেছে অনেকে। কত এসেছে, কত গেছে। থাকে নাই কেউ। অতিষ্ঠ হয়ে এক একবার মাকে বলতেন, 'কই মা, বলেছিলে ভক্তরা সব আসবে?' মা প্রবোধ দিয়ে বলেন, 'বাবা, আর একটু অপেক্ষা কর, এই এলো বলে।'

তিনি একুশ বছর অপেক্ষা করলেন! কি ধৈর্য, অপরিসীম ধৈর্য! মানুষের কিন্তু তা' সয় না। তারপর আসতে লাগলো অন্তরঙ্গগণ। আসছে তো রোজই আসছে, কি প্রায়ই আসছে। কেউ তাঁর কাছেই থেকে যাচ্ছে। তাই নিজেই এক এক বার প্রশ্ন করতেন ভক্তদের। বলতেন, 'আচ্ছা সাধুকে লোক এক আধবার দেখে। পুণ্য করে, তারপর চলে যায়। এ আবার কি হলো, নিত্যই আসছে যে এরা সব! এর মানে কি?'

এক এক বার বলতেন। অর্থাৎ নিজের কথা (অবতারের পরিচয়) নিজেই প্রচার করলেন। তিনি ঈশ্বর, অবতীর্ণ হয়েছেন জগতের কল্যাণের জন্য। আর ভক্তরা তাঁর পার্ষদ — তাঁর বাণীর জীবন্ত মূর্তি সব।

অবতার যখন আসেন তখন নিয়মকানুনের ওলটপালট হয়ে যায়। 'The Son of man is Lord also of the Sabbath' — (Mark 2:28). ('সেবাথ'ও — ছুটিও তাঁর আদেশেই হয়েছে)। বাইবেলে আছে। 'জু'-রা রবিবার কাজ করেন না। ক্রাইস্ট তা, মানলেন না। বললেন, The Sabbath was made for man, and not man for Sabbath — (Mark 2:27). ('সেবাথ' নিয়মটি মানুষের কল্যাণের জন্য। মানুষ সৃষ্টি হয় নাই 'সেবাথ'এর জন্য)।

একবার কাশীপুর বাগানে শিবরাত্রি করেছে ওরা। জপ টপ সব করেছে উপোসী থেকে। প্রথম প্রহরের পূজা হয়ে গেল। (ঠাকুর) বলছেন, 'জপ টপ করেছিস্ তো, আচ্ছা যা খা গে। অনেক তো

করলি এখন খাগে যা।'

বাইবেলেও আছে। ক্রাইস্টের ভক্তরা উপোস বেশী করতেন না। তিনি ওসব বেশী করতে দিতেন না। লোকশিক্ষার জন্য খানিকটা করাতেন। উদ্দেশ্য তো ও নয়। উদ্দেশ্য কিসে তাঁ'তে ভালবাসা হয়। ঠাকুর তাই বলতেন, 'কথাটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দে প্রেম'। জানেন, মানুষ নানান্‌খানা নিয়ে আসল জিনিসটা ভুলে যায়। তাই ধরিয়ে দিতেন আসল কথাটা, যেমন গাই নিজের স্তনটা বাচ্চার মুখে ধরিয়ে দেয়।

মহামায়া সর্বদা ভুলিয়ে দেন মূল উদ্দেশ্যটা। তাই আবার প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, 'And lead us not into temptation' — (Matthew, 6:13). আমাদিগকে লোভে ফেল না। ঠাকুর এটাকেই অন্যরূপে বলেছেন — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' তাঁর কথায় বিশ্বাস হলে বেঁচে গেল। নানান্‌খানা আর করতে হয় না।

ক্রাইস্ট তাই বলেছিলেন, straight to the target (মানুষের চরম লক্ষ্যে সোজা) — 'But one thing is needful'— (Luke, 10:42). (একটা জিনিসই প্রয়োজন)। মানে love of god (ঈশ্বরের জন্য ভালবাসা) 'সচ্চিদানন্দে প্রেম'। মেরীর সেটি হয়েছিল। তাই মার্থাকে মৃদু তিরস্কার করে ঐ আসল কথাটি ধরিয়ে দিলেন। বললেন, 'Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things' — (Luke 10:41). (তুমি নানান্‌খানা নিয়ে ব্যস্ত মার্থা)। মার্থা ক্রাইস্টের জন্য রান্নাবান্না সব নিয়ে ব্যস্ত। আর মেরী ক্রাইস্টের পাদমূলে বসে অনিমেষ নয়নে তাঁকে দর্শন করছেন। কাজকর্ম সব এই জন্যে — যাতে সচ্চিদানন্দে প্রেম হয়।

শ্রীম (সামান্য ভাবান্তরের পর, জনৈক সাধুর প্রতি) — ঈশ্বরের যত রকম gifts (কৃপাদান) আছে তাদের মধ্যে Avatar is the greatest gift of God (অবতার হলেন ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপাদান)।

কে পারে বলতে — 'আমাকে চিন্তা কর, তা'হলেই সব হবে।

আর কিছু করতে হবে না'?

'I am the life, I am the resurrection' (আমিই জীবন, আমিই মরণ, আমিই পুনর্জীবন)। আবার বললেন, আমাকে দেখলেই ঈশ্বরকে দেখা হল — 'he that hath seen me hath seen the Father.' — (John, 14:9).

অবতার যখন কথা ক'ন — কি সোজা, আর straight to the point (একেবারে লক্ষ্যভেদী)। He who is running can read. রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে যে লোক সে-ও বুঝতে পারে অনায়াসে। এত সহজ! অপরে বললে ঐ হয় — যা ঠাকুর বলতেন — 'যদি ছিল রোগী বসে, বদ্যিতে শোয়ালে এসে।' Confusion made worse confounded : darkness made visible (সংশয় জটিলতর সংশয় সৃষ্টি করে ঃ অজ্ঞানান্ধকার বিকটতর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে)।

'শাস্ত্র শাস্ত্র' লোক বলে। তার interpret (মর্ম উদ্ঘাটন) করে কে? অবতার না এলে তার মানেই বোঝা যায় না। So, wanted an interpretor, a divine interpretor (অতএব একজন ভাষ্যকারের প্রয়োজন, একজন দৈবী ভাষ্যকার চাই)।

শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন একবার গীতামুখে। আর ইদানীং করলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — যিনি নিজমুখে বলেছিলেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ সে ইদানীং রামকৃষ্ণ।' 'যে ক্রাইস্ট যে গৌরাঙ্গ, সেই ইদানীং আমি রামকৃষ্ণ।'

জনৈক সাধু (স্বগত) — ঠাকুরের নিজ পরিচয় আবার শুনছি শ্রীম-র মুখে। বই পড়ে জানার চাইতে শ্রীম-র এই উক্তি বড়। তার চাইতে বড় ঠাকুরের নিজমুখের উক্তি। তবুও কেন চব্বিশ ঘন্টা এই বিশ্বাস স্থায়ী হয় না? সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত গুরুবাক্যে বিশ্বাসই একমাত্র উপায়।

শ্রীম — অবতারকে চেনা যায় না তিনি না জানালে। বড়ই কঠিন! সব মানুষের মত — একেবারে রক্তমাংসের মানুষ।

শ্রীম অনেকক্ষণ নীরব। কি ভাবিতেছেন। আবার কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ক্রাইস্ট একজনের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'ঐ fig (ডুমুর) গাছের গোড়ায় তোমাকে দেখেই চিনেছি তুমি কে'! তিনি নিজ জনকে একে একে recover (একত্র) করলেন, pick up (খুঁজে খুঁজে বের) করলেন, যেমন মেষচালক নিজের মেষসমূহ ছড়িয়ে পড়লে একত্র করে।

ঠাকুরও এইরূপ নিজ জনকে pick up (খুঁজে বের) করেছিলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিলেন, আর তাঁদের পরিচয়। কেবল কি মুখেই বললেন? — নিজের স্বরূপ দেখালেন সাকার নিরাকার সব। আবার ইদানীংকার। আবার সকল অবতারের সমন্বয়মূর্তি। আবার দেবদেবীর স্বরূপ।

তা' দেখাবেন না! তাঁরা যে সব অন্তরঙ্গ পার্ষদ তাঁর! তাঁর কাজের জন্য তাঁদের এনেছেন। যেমন বাপ ছেলেদের নিজের ঐশ্বর্য দেন, তেমনি তিনি দিয়ে গেছেন। তাঁদের দ্বারা যে ধর্মসংস্থাপন করাবেন! এই জন্যই তাঁর আগমন। পরম্পরা রেখে গেলেন। এখন ঐটাই চলবে জগতে আবার অবতার না আসা পর্যন্ত।

শ্রীম ছাদের উপর কম্বলে বসা। চারি দিকে ভক্তগণ। সাধুদের বসাইয়াছেন বেঞ্চির উপর। তাঁহারা সঙ্কুচিত। কেহ কেহ তাই নিচে নামিয়া বসিলেন। অন্তেবাসী শ্রীম-র পাশে মাদুরে গিয়া বসিলেন। তাঁহাকে বলিলেন নূতন যুবক ভক্তদের দেখাইয়া, এরা সবেমাত্র নূতন আসছে। যুবকদের প্রতি সাধুদের দেখাইয়া শ্রীম মাঝে মাঝে বলিতেছেন, এই সব সাধু এসেছেন, দর্শন করুন।

বলাই ঠোঙ্গায় করিয়া মিষ্টি সাধুদের হাতে একে একে দিতেছেন। শ্রীমও দর্শন করিতেছেন সাধুদের — তাঁহারা মিষ্টি খাইতেছেন। মোটা সুধীর বিজয়ার পর দর্শন করিতে আসিয়াছেন শ্রীমকে, হাতে মিষ্টি। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীম বলিয়া উঠিলেন — আসুন, আসুন। এই সব সাধু মহাত্মাগণ, দর্শন করুন। সুধীর দূর হইতে নমস্কার করিলেন সাধুদের। শ্রীম তাহাদের দেখিয়া পুনরায় বলিলেন — না, এখানে (নিকটে) আসুন নমস্কার করুন। সুধীর ভূমিষ্ঠ হইয়া সাধুদের ও শ্রীমকে নমস্কার করিলেন। সুধীরের দেখাদেখি নবাগত আর একজন

ভক্তও নমস্কার করিলেন ঐ ভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া। ভক্তরা যেই আসিতেছেন অমনি বলিতেছেন, এই দর্শন করুন সাধুদের।

একজন সাধু স্বগত ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য আচার্য ইনি! অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোকের ভিতর সাধুভক্তি ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। সাধুরা বুঝি সংসার-সমুদ্র তরণের নৌকা!

৪

সাধুদের জল খাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিজের আসনে বসিয়া আছেন — সরোজ, জগবন্ধু, দ্বিজেন, চিন্তাহরণ, উপেন, বিমল, ভাস্কর, রাধেশ্যাম প্রভৃতি। শ্রীম-র আনন্দ যেন ধরে না। তাঁহাদের প্রসন্ন বদনে দর্শন করিতেছেন — যেমন মা শ্বশুরালয়াগত কন্যাকে কাছে বসাইয়া অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করে — স্নেহরস সঞ্চার করে। আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ। আকাশ হইতে চন্দ্রদেব সুষমারস সাধু ভক্তদের বিতরণ করিতেছেন। আর শ্রীম পাশে বসিয়া ঈশ্বরীয় স্নেহরস বিতরণ করিতেছেন। আজ কি শুভ রজনী!

আবার কথামৃতবর্ষণ।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আপনাদের মনে আছে, ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের বাড়ি গিছলেন — ১৮৮২-এর মার্চে। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা সবেমাত্র কয়েকবার আনাগোনা করছি। খুব উৎসাহ (আমাদের)। (একজন সাধুর প্রতি) কত বৎসর হলো? close upon half a century (প্রায় অর্ধ শতাব্দী)! Close upon (প্রায়) কেন?

পুরো ফর্টিফাইভ ইয়ারস্ (পঁয়তাল্লিশ বৎসর)। তখন প্রাণকৃষ্ণবাবুর একটি ছেলে ছিল। বয়স পাঁচ বছর। এই সেই son-এর (ছেলের) only son (একমাত্র ছেলে) কাল এয়েছিল। তাই ঐ সব কথা মনে হচ্ছে আবার। আমরা মিষ্টি পাঠিয়ে দিছলাম বিজয়ার। উনিও আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এতদিন হয়ে গেল, মনে হচ্ছে যেন কাল হয়েছে এসব। তিনি এমনি impression (মনে রেখাপাত) করিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার মনে হচ্ছে ঐ উদ্যমে আবার সব করি। তখন আমাদের

বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। নূতন উৎসাহ।

সেই দিন ওখান থেকে কাপ্তেনের বাড়ি যান। তারপর সেখান থেকে কেশব সেনের বাড়ি।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ — কোন্ বাড়ি, লিলি কটেজ?

শ্রীম — হাঁ। তখন কুচবিহার ম্যারেজ হয়েছে। কুচবিহারের রাজার সঙ্গে কেশব সেনের কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। উটি বোধহয় (১৮) ৭৯তে হয়ে গিছলো।

রামবাবু আর মনমোহনবাবু, এঁরা যান আগে ৭৯-৮০-তে। তারপর নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম। লাটুও কখনও কখনও যেতো। ওদের পরে শরৎ, শশী, কালী।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ — বাবুরাম মহারাজ আপনার আগে?

শ্রীম — এই প্রায় এক সময়েই।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ — মহাপুরুষ?

শ্রীম — উনিও গোড়ার লোক। রামবাবুর বাড়িতে থাকতেন। ওঁর সঙ্গে আনাগোনা করতেন।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ — তুলসী মহারাজের সঙ্গে আপনার দক্ষিণেশ্বরে আলাপ ছিল?

শ্রীম — হয়ে থাকবে এক আধ দিন। আলমবাজারে আলাপ হয়েছিল, মনে হচ্ছে পুকুরপাড়ে বসে। ইনি বরানগরে join (যোগদান) করেন নাই। ওঁরাও ছিলেন না, হরি মহারাজ। আর এখন সারগাছি থাকেন গঙ্গাধর মহারাজ। ওঁরা তখন বাইরে বের হয়ে পড়েছিলেন।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ — খোকা মহারাজ?

শ্রীম — উনি পরে, ১৮৮৫-৮৬'তে। হাঁ, উনি বলতে পারেন। ওঁরা প্রায় একবয়েসী।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ — ওঁর আলাপ ছিল আপনার সঙ্গে?

শ্রীম — ওঁদের (তুলসী মহারাজের) বাড়ি ছিল বাগবাজার। বলরামবাবুর বাড়ি ঠাকুর আসতেন। তখন দেখা হয়ে থাকবে।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — তিনি যে সিডস্ (বীজ) ফেলেছিলেন সেইগুলি white to the harvest (পেকে কাটার উপযুক্ত)।

আপনারা তার reapers (কাটার লোক)। অনেকগুলি তো চলে গেল। আপনাদের কাছ থেকে আবার অনেক লোক শুনবে।

তিনি বলতেন, ঈশ্বর যদি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেন তবে লোক শোনে।

একজন ভক্ত ঠাকুরকে বলেছিলেন কেশব সেনের কথা — 'বোধহয় তিনি আদেশ পেয়েছেন'। ঠাকুর বললেন, 'অমন আদেশে হবে না। সাক্ষাৎ হয়ে, যেমন তুমি আমি, তেমনি। মনে হল আদেশ পেয়েছি, এতে হবে না।'

শ্রীম কি ভাবিতেছেন ক্ষণকাল। আবার তিনি কথামৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের বাড়িতে অন্নভোগ খেয়েছিলেন। ঈশান মুখুয্যের বাড়িতেও। আর বলরামের বাড়ি।

স্বামী অজয়ানন্দ — 'মোটা বামুন'-ই তো প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যে?

শ্রীম — হাঁ। বেদান্তচর্চা করতেন। তাঁর (ঠাকুরের) কাছেও তিনি যেতেন।

শ্রীম (বিমলের প্রতি) — মহাপুরুষের শরীরটা যতদিন থাকে ততই ভাল। খুব অসুখ যাচ্ছে। আচ্ছা, আজ কি ভাত খেয়েছেন?

বিমল — হাঁ, রুচি নাই মুখে। দু'টি ভাত খেয়েছেন।

স্বামী বিমুক্তানন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — আপনার মাথায় কাপড় দিন, হিম পড়ছে।

শ্রীম — এটা কি ঋতু, হেমন্ত না শরৎ?

জনৈক — শরৎ।

শ্রীম (সহাস্যে) — ঠাকুরকে কে বলেছিল শরতের হিম ভাল। তাঁর ছেলেমানুষের স্বভাব। তাই সে হিম লাগিয়ে অসুখ। আবার মা ডাক্তারের মুখ দিয়ে বললেন, ভাল নয়।

ঠাকুর মার কথা receive (গ্রহণ) করতেন অন্যের মুখ দিয়ে। ঠিক বালকের মত।

একদিন পঞ্চবটীতে কুকুর দেখে ভাবছেন — মা এর মুখ দিয়ে

হয়তো কিছু বলবেন।

শ্রীম গামছা দিয়া নিজের মাথা ঢাকিলেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে, শ্রীম-র শরীরের দিকে খেয়াল নাই। তাঁহার শরীর কয়দিন বড় দুর্বল। এই হিমে বসিয়া কথা শুনিতে যুবকদের কষ্ট হইতেছে। কিন্তু শ্রীম-র কথামৃত-বর্ষণে কষ্ট নাই। ইঁহাদেরই বুঝি বলে বিদেহী।

শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সকলেই অদ্বৈতাশ্রমে যাবেন? একজন সাধু বলিলেন, আজ্ঞে না। কেহ অদ্বৈতাশ্রমে, কেহ উদ্বোধনে, কেহ কেহ মঠে।

ভাস্করের সঙ্গে শ্রীম কথা কহিতেছেন। অন্তেবাসী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেই শ্রীম বলিলেন, ও আপনিও যাচ্ছেন? অন্তেবাসী বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ, মঠে যাব। শ্রীম-র ধারণা ছিল ইনি বোধহয় তাঁহার কাছে থাকিবেন।

বাগবাজারের স্টীমার ঘাট। অন্তেবাসী, বিমল ও রাধেশ্যামের সঙ্গে আসিয়াছেন। স্টীমার যাইবে ৭।৫২ মিনিটে। স্বামী অভয়ানন্দ, ভাস্বরানন্দ ও বিশ্বাত্মানন্দও বসা। অন্তেবাসী শ্রীম-র আজিকার সব কথা বলিলেন স্বামী অভয়ানন্দকে। স্টীমারে বসিয়া, মঠে আসিয়াও সেই কথা অনর্গল বলিতেছেন। পরদিন সকালেও 'গেস্ট হাউসে' বসিয়া স্বামী ওঁকারানন্দকেও ঐ কথামৃত শুনাইলেন। এমনি মাদকতা কথামৃতের।

বেলুড় মঠ, কলিকাতা।
আশ্বিন, শুক্লা দ্বাদশী
৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

একাদশ অধ্যায়

ঠাকুর এলেনই বীর তৈরী করতে

কলিকাতা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি হইতেছে। শ্রীম 'নাটমন্দিরে' — ঠাকুরঘরের সামনের 'চালা'কে শ্রীম ঠাট্টা করিয়া বলেন, 'এই আমাদের নাটমন্দির' — দক্ষিণ দিকে উত্তরাস্য দোরগোড়ায় বসিয়া আছেন যুক্ত করে। সাধু ও ভক্তগণ যে যেখানে পারেন বসিয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। সতীনাথ হারমোনিয়াম বাজাইয়া গাহিলেন, 'খণ্ডন ভব বন্ধন', 'ওঁ হ্রীং ঋতং', 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে', 'ভয় হর মঙ্গল:, 'কনকাম্বর' — শেষে 'আর্তানাম্ আর্তি হন্তারম্' ও 'রামায় রামচন্দ্রায়'।

আরতি শেষ হইলে শ্রীম গিয়া ছাদে বসিলেন মধ্যস্থলে, পূর্বাস্য। শ্রীম-র চারিদিকে সাধু ও ভক্তগণ। অন্তেবাসী বসিলেন শ্রীম-র বামদিকে দক্ষিণাস্য হইয়া, আসনে। অন্তেবাসী বেলুড় মঠ হইতে খেয়া পার হইয়া চারটায় বরানগরে বাস ধরিয়া শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত আসেন, সঙ্গে স্বামী বাসুদেবানন্দ। তারপর হাঁটিয়া ঠাকুরবাড়ি।

শ্রীম আজ অপরাহ্নে কাশীর অদ্বৈতাশ্রমের মোহন্ত স্বামী নির্ভয়ানন্দের সঙ্গে মায়াবতীর অদ্বৈতাশ্রমে গিয়াছিলেন মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটে। তাই খুব ক্লান্ত।

দোতলায় নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। সন্ধ্যার অল্প পূর্বে আসেন ছাদে। শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ধর্মেশানন্দ ও চণ্ডিকানন্দ। আর ভক্তরাও অনেকে। শ্রীম ছাদে আসিয়া সাধুদের নমস্কার করিয়া বলিলেন, আজ অদ্বৈতাশ্রমে গিয়েছিলাম। তারপরই আরতিতে যোগদান করিলেন।

আরতির শেষে ছাদে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, কই তিনি — খাসিয়ার সাধুটি (চণ্ডিকানন্দ)? চণ্ডিকানন্দ ও ধর্মেশানন্দ শ্রীম-র সামনেই

বসা। অন্ধকারে দেখিতে পান নাই। আবার বলিলেন, আপনার সেই গানটি হবে — সেই গেয়েছিলেন?

চণ্ডিকানন্দ উত্তর করিলেন, কোন্‌টি?

আপনার রচিত গানটি — শ্রীম বলিলেন। তখন বুঝি দুর্গাপূজা ছিল?

চণ্ডিকানন্দ গাহিতেছেন হারমোনিয়াম সংযোগে — 'কে বলে আমার জামাই পাগল'। তারপর গাহিলেন 'আপনার পূজা আপনি করিলে'। শেষে গাহিলেন —

অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণা বায়।
আদি-অন্ত-হীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায়॥
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশীতপনের নাহি পরবেশ।
তব হাসিরাশি কিরণ বরষি উজলে সেথায় চারু বিভায়॥
প্রেমের এ তনু অতনু-গঞ্জন কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সেজন তনু-প্রাণ-মন চরণে অর্পণ করিতে চায়;
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার সঁপিনু জীবন তব সেবায়॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — প্রথমটিতে জয়রামবাটির সিন্‌। ঠাকুরের শাশুড়ি বলছেন — 'কে বলে আমার জামাই পাগল'। আর দু'টি ইন্দ্রদয়ালবাবুর (স্বামী প্রেমেশানন্দের) রচনা। আচ্ছা, এটি আবার হবে কি — 'আপনি করিলে আপনার পূজা।'

স্বামী চণ্ডিকানন্দ গাহিতেছেন পুনরায় —

আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতিগান।
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ॥
কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমায় দেবতার মান।
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান॥
যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পরদুঃখে ম্রিয়মান;
পর পাপ বহি রোগ যাতনায় ছটফটি যায় প্রাণ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ,
শুধু মনে হয় রাতুল চরণে করিতে জীবন দান॥

গান শেষ হইল। শ্রীম বলিলেন, 'পরদুঃখ' না দিয়ে 'জীবের দুঃখ' দিলে ভালো হয়। তিনি পর মানতেন না। শ্রীম এবার ঠাকুরের লীলা কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাঁর কামারপুকুর লীলাটি হচ্ছে গুপ্তলীলা — যেমন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা। ওখানকার লীলা একেবারে শুদ্ধ পবিত্র লীলা — সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশ। কামারপুকুর ক্রমশ প্রকাশিত হবে, সময় আসছে।

ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে। আমরা তখন গিয়েছিলাম কামারপুকুর। এর পূর্বে আর কোনও ভক্ত যায় নাই। ফিরে এলে ঠাকুর বলেছিলেন, কেমন করে গিছলে ওখানে ডাকাতের দেশে?

আমাদের খুব একটা fascination (দৈব আকর্ষণ) তখন। আবার যাব বলায় ঠাকুর দিলেন না যেতে। বললেন, আমার সঙ্গে যেও।

আচ্ছা, কি একটা জিনিস চোখে লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সমস্ত কামারপুকুরটা একটা উজ্জ্বল প্রশান্ত জ্যোতিতে ঢাকা দেখতে পেতাম! মানুষ পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, বাড়িঘর সব জ্যোতির্ময়। তাই দেখে ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণাম। রাস্তায় একটা বিড়ালকে দেখলাম জ্যোতির্ময় — অমনি একেবারে সাষ্টাঙ্গ।

তাই বুঝি বলে, নিত্য ধাম, চিন্ময় ধাম। বৈষ্ণবরা বলেন, চিন্ময় গোলক, চিন্ময় গোকুল, চিন্ময় বৃন্দাবন। আবার চিন্ময় শ্যাম। চিন্ময় ধাম।

সেইখানে সেই কামারপুকুরে চন্দ্র মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) গিয়েছিলেন। ইনি কাশী অদ্বৈতাশ্রমের মহন্ত। পঙ্গু লোক। তাঁকে দেখা উচিত সকলের। তবে মনে জোর আসবে। যারা সর্বদা complain (অনুযোগ) করে, তাদের দেখা উচিত।

আজ আমার দেড়ঘন্টা ওঁর কাছে বসবার সুযোগ হয়েছিল বহুদিন পর। উনিও আসতে পারেন না, আমাদেরও যাওয়া হয় না।

যাকে বলে 'পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি' তাই দেখলাম। True disciple (সত্যকার শিষ্য) এঁরাই! আজ এখানে এসেছিলেন, তাই সঙ্গে করে পৌঁছে দিলাম। চাকা-লাগান চেয়ারে বসেন আর একজন ঠেলে নিয়ে যায়।

প্রসাদ দিলুম (হাত দেখাইয়া) এমনি করে নিতে পারেন। পেচ্ছাব বাহ্যে, ওঠাবসা, সব অন্যের সাহায্যে করেন। সেই লোক কুম্ভমেলা দেখলেন এলাহাবাদে। তারপর বৃন্দাবন, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, বেলুড় মঠ, গৌরীপুর স্টুডেন্টস্ হোম দেখেছেন। আবার পুরী যাবেন।

বৃন্দাবনে আবার শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন দর্শন করেছেন প্রায় বিশ মাইল দূরে। আবার কেশীঘাট, বংশীবট সব দেখেছেন।

রাধাকুণ্ডে স্বামীজী নাকি তিনদিন অনাহারে ধ্যান করেছিলেন। সেই স্থান দেখবার প্রবল বাসনা — স্বামীজীর শিষ্য কিনা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেখানে যেতে দিবে না চাকার গাড়ী। অনেক বুঝিয়ে তবে যান। এঁরাই true disciple (যথার্থ শিষ্য) — ঠাকুর, স্বামীজীর।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। আবার কথা। কয়েকজন ভক্ত — মোটা সুধীর, যতীন প্রভৃতি দিনকতক ঠাকুরবাড়িতে রাত্রিবাস করিতেন। তাঁহাদের রাত্রি তিনটায় — অন্ততঃ চারটায় উঠিয়া ধ্যান ভজন করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই কথা রক্ষা করিতে পারেন নাই, সরিয়া পড়িয়াছেন। সেই সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আমাদের দোষ — ঠাকুর বলেছিলেন তিনটার সময় উঠতে — আমরা চারটার সময়, একঘন্টা পর বলেছিলাম উঠতে। এতে বাবুদের যতো ওজর — হাঁ, আমায় জাগিও না, আমার শরীর খারাপ হবে।

আপিসে যেতে হলে সব ওজর চলে যায়। তখন সাহেবকে দেখাবার জন্য সব কাজই পারে করতে। যতীনবাবুকে দেখলাম কত দিন ভোর সকালে বের হয়ে যেতো অফিসে। এখানে স্নান করবে বলে কত ওজর। গ্রীষ্মকালের সকাল, তাতেও আপত্তি। কিন্তু আফিসে যেতে হলে শীতকালে রাত দু'টোর সময়ও স্নান করা যায়।

কয়দিন রাত দু'টোর সময় জল ঢালার শব্দ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, যতীনবাবু স্নান করছেন। আফিসে যেতে হবে ভোরবেলায়। কি আশ্চর্য, ভগবানের জন্য হলেই সহস্র ওজর আপত্তি! টাকার জন্য হলে সব করা যায়। এমনি চিজ্ রূপেয়া! গোল চাক্তির ভেল্কিতে সব হতে পারে।

এই সব লোকের উচিত, চন্দ্র মহারাজকে দর্শন করা। তিনি পঙ্গু হয়ে গিরি লঙ্ঘন করছেন। তাঁকে দেখলে তবে মনে জোর আসবে। Spirit is omnipotent (আত্মা সর্বশক্তিমান), এই শিক্ষা পাওয়া যাবে। মনে জোর থাকলে সব হয়।

যারা ঠাকুরের চিন্তা করে, স্বামীজী, মায়ের চিন্তা করে, তারা এমন হবে বীর, যেমন চন্দ্র মহারাজ।

দেখ না, ঠাকুরকে — কতো কষ্ট, কিন্তু গ্রাহ্য নাই। স্বামীজীর সম্বন্ধে বললেন, 'দেখ, নরেন যেন drawn-sword – খাপ খোলা তরোয়াল, কিছুরই বশ নয়।'

লজ্জা করে না — shameless (নির্লজ্জ), তাঁদের চিন্তা যারা করে — দেহের একটু কষ্টে complain (অনুযোগ) করতে!

সত্যিকার শিষ্য যারা তারা নিজের দুঃখকষ্টের কথা একেবারেই কয় না।

মা-ঠাকরুন, একটি সাধুর সব জিনিসপত্র দেখে, আয়না-চিরুণী এই সব দেখে — বলেছিলেন, এখন একটি বউ হলেই হয়।

যাঁরা তাঁদের disciples (শিষ্য) তাঁদের কি এই সব তুচ্ছ জিনিসে আসক্তি শোভা পায়! 'Lily-livered Panada' (লিলি লিবর্ড পেনেডা)। ইংরেজদের স্কুলে একটা গাল আছে, 'Panada' — মানে গরম দুধে পাউরুটি ভেজালে যা হয়। মানে, আঁট নেই — ভ্যাদভেদে।

যারা ঠাকুর, স্বামীজী, মায়ের true disciples (যথার্থ অনুবর্তী) তারা দৃক্‌পাত করবে না এসবে।

বড় অমূল্য যাইবার জন্য উঠিয়াছিল, দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম-র এই সব কথা শুনিয়া বলিলেন, যারা অফিসে যায় —

শ্রীম — (গর্জন করিয়া) — থাক্ থাক্। ওসব আর বলবেন না— রসভঙ্গ করবেন না।

সকলে স্তম্ভিত।

শ্রীম বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন — যারা ঠাকুর, স্বামীজী, মায়ের disciples (অনুবর্তী) তারা দেহের কষ্টে দৃক্‌পাত করবে না। তারা হবে বীর — যেমন চন্দ্র মহারাজ।

এখন সাধুদের মিষ্টিমুখ করাইতেছেন। স্বামী চণ্ডিকানন্দ ভজন গাহিয়াছেন, — তাঁহাকে শ্রীম বলিলেন, রাবড়ী আম ও সন্দেশ দিতে। অপর সাধুদের হাতে অমৃতি দিলেন নিজের হাতে শ্রীম। ভক্তদেরও সকলকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। সাধু ও ভক্তরা প্রসাদ খাইতেছেন। শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন — বিদায়ী উপদেশ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — লাটু মহারাজ একটু বেলায় উঠেছেন। ঠাকুর তিরস্কার করে বললেন, 'তোর উচিত ছিল রামলালকে শীগগির বাজারে যাবার জন্য সাহায্য করা। তা' না করে অত বেলা পর্যন্ত ভুস্ ভুস্ করে ঘুমালি?' লাটু মহারাজ মনের দুঃখে কলকাতায় চলে গেলেন শরীর ত্যাগ করবেন বলে। একজন ভক্ত (রামবাবু) তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। আর ঠাকুরকে অনুযোগ করে বললেন, আপনি বকেছেন বলে লাটু শরীর ত্যাগ করতে গিছলো। ঠাকুরের বালকের স্বভাব। বললেন, কি আর তেমন বলেছি আমি? বলেছি, অত বেলায় ওঠা কেন? শরীর খারাপ থাকে, উঠে ঈশ্বরের নাম করে আবার শুয়ে পড়। ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তা'হলে লাটু এখানে থাকুক। ঠাকুর উত্তর করলেন, সে তার ইচ্ছা। এরপর নিজের হাতে সকলকে প্রসাদ দিলেন, লাটুকেও দিলেন।

এমনি তাঁর শাসন! যেমন ভালবাসা অসীম, শাসনও তেমনি মর্মভেদী। একদিনের তিরস্কারে লাটু জিতনিদ্র। এরপর সারা জীবন রাত্রিতে ঘুমুতেন না — ভজন করতেন। এঁরা বীর!

তিনি এসেছেন, বীর তৈরী করতে। দেখ, কেমন বীর স্বামীজী! সমস্ত জগৎটাকে একা একা মন্থন করে এলেন। মানুষের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করে দিয়ে গেলেন। সারা জগতের জনগণকে বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রাচীন ভারতের বেদবাণী শুনিয়ে — 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত' — মৃত প্রাণে প্রাণ সঞ্চারিত করে গেলেন।

অন্তেবাসী রাত্রিবাস করিলেন ঠাকুরের ঘরের সামনে 'নাট মন্দিরে'।

কলিকাতা, ঠাকুরবাড়ি,
গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন।
২২শে মে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার

দ্বাদশ অধ্যায়

গান্ধীজী ও কর্মযোগ

১

কলিকাতা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। ঠাকুরবাড়ি।

জ্যৈষ্ঠ মাস, বেশ গরম। আজ জামাই ষষ্ঠী। এখন সকাল ছয়টা। আজ ২৩শে মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। শ্রীম দোতলার নিজের ঘর হইতে ছাদে আসিয়াছেন। ছাদেই ঠাকুরঘর। এখানে ঠাকুরের পাদুকা পূজা হয় নিত্য। শ্রীশ্রীমা এই ঠাকুরপূজা প্রবর্তন করেন। তিনি এই বাড়িতে অনেকদিন বাস করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ সর্বদা এখানে যাতায়াত করিতেন। বাড়িটি ছোট। নিচে তিনখানা ঘর ও উপরেও তিনখানা। শ্রীম-র পৈত্রিক বাড়ি ইহা। শ্রীম-র ভাগে এই অংশ পড়িয়াছে। শ্রীশ্রী ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করার পর হইতেই সকলে এই বাড়িকে ঠাকুরবাড়ি বলে। ঠাকুরঘর পূর্বমুখী; তাহার সামনে একটি টিনের চালা, নিচে দরমা দিয়া ঢাকা। এখানে সাধু ভক্তরা বসেন। রাত্রেও কেহ কেহ থাকেন। শ্রীম বলেন, 'নাটমন্দির'।

ঠাকুরঘরের উত্তরে ছাদ। ছাদটি ছোট হইলেও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আবার টবেতে অনেক রকম ফুলের গাছ বসান। শ্রীম-র সারা জীবনের সাধ তপোবনে বাস করার। কার্যতঃ সর্বদা তাহা হয় নাই। তাই টবে নানারকম পত্রপুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। নকল তপোবন।

শ্রীম ছাদে উঠিয়া নিঃশব্দে পশ্চিম দিকে একাকী পদচারণা করিতেছেন। ছাদের পূর্বপ্রান্তে একজন সাধু ধ্যানমগ্ন, পূর্বাস্য। পাছে ধ্যানের বিঘ্ন হয়, এই ভাবিয়া শ্রীম একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে বিচরণ করিতেছেন।

এই সাধুটি এখানে রাত্রিবাস করিয়াছেন। রাত্রে শয়নের আসন হইয়াছিল ঠাকুরঘরের সামনে বসিবার ঘরে — শ্রীম-র 'নাটমন্দিরে'। রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই, অবাঞ্ছিত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন। তাই তাঁহার মন খারাপ। গভীর রাত্রিতে নিজের আসনে বসিয়া ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য মন! এই পবিত্র মহাতীর্থে রয়েছি। এখানেও মনে অশোভন দৃশ্য! পাশেই মায়ের স্থাপিত জাগ্রত ঠাকুর। আর যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীম। এমন স্থানেও মনে এই অপবিত্র দৃশ্য। কেন এই কুদৃশ্য — সাধু গভীরভাবে বিছানায় বসিয়া ভাবিতেছেন। ক্ষণকাল পরে নিজের মনেই বলিতেছেন — ও, বুঝেছি। পবিত্র স্থানে এলেই মনের ভিতরটা দেখা যায় — যেমন কাঁচের আলমারির ভিতরের সব দেখা যায়। এতে মন খারাপ করার কিছু নাই। কত শত শত জন্মের সংস্কার রয়েছে মনে, ভাল ও মন্দ। যাবৎ শরীর তাবৎ এসব থাকবেই, ঠাকুর বলেন। এই দিকে মন না দিয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরের ধ্যান করা যাক্। তাঁর দিকে মন গেলে এইসব কুভাব আপনি শুকিয়ে খসে পড়ে যাবে — এ-ও তাঁরই মহাবাণী। এইরূপ ভাবনার পর সাধুটি উঠিয়া ছাদে গিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন ব্রাহ্মমুহূর্তে।

সাধু দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন। মন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। চিত্তে আনন্দ। কুস্বপ্ন-দর্শনজনিত মনোবেদনার স্থলে ভাসিতেছে আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমানন্দ রস।

এখন সাড়ে ছয়টা। পূর্বাকাশে বালসূর্য আর প্রভাতী মৃদু মন্দ সমীরণ। সাধু চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বালভানু। উঠিয়া পিছনে ফিরিতেই দেখিলেন শ্রীমকে। শ্রীমও সাধুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সাধু দৌড়াইয়া গিয়া শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন শ্রীম-র বাধা না মানিয়া। আনন্দে তাঁহার মন ভরপুর এখন। শ্রীম প্রতিনমস্কার করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘুম হয়েছিল তো? ওপরে শুয়েছিলে? এখানে হাওয়া কম। ছোট বাড়ি।

সাধু — (মর্টন) স্কুলবাড়িতে খুব হাওয়া।

শ্রীম — হাঁ। ওখানে থাকলে হ্যাঙ্গাম পোয়াতে হয় — যত

সব family matters (পারিবারিক বিষয়) নিয়ে। সুখটি পেতে হলে দুঃখটিও পেতে হয়। দুঃখই বেশী। সুখ বরং কম। তাই আজকাল এখানেই adjust (সময় অতিবাহিত) করবার চেষ্টা করছি। আমি তবুও অনেক ভেঙ্গেচুরে improve (বাসযোগ্য) করেছি এখানটা।

ষাট বছরে মানুষের হয়ে যায়। আমার তো সতের বছর আরো বেশী হল। আর কেন? বেশী করতে যাও ঠ্যালাটিও পাও (হাস্য)।

(পাশের দক্ষিণের একতলা বাড়িটি দেখাইয়া) এটা পেলে তবুও অনেকটা হয়। ভাড়াও দিতে চায় না, বেচতেও চায় না। বলে, ভাড়া দেবে, কিন্তু খুব বেশী ভাড়া। দেড় শ' টাকা মাসে — এইটুকু বাড়ি।

অদ্বৈতাশ্রমের চারতলার ঘরটি কি সুন্দর! ঐ ঘরটিই ধ্যানঘর, ভারি সুন্দর! ভাড়া মাত্র দেড়শ' টাকা — অত বড় আর ভাল বাড়ি। আমি দু'বার দেখলাম ঐ ঘরটি। একবার গিয়ে, আর একবার আসার সময়। Repetition-এ impression (পুনরাবৃত্তিতে মনের উপর রেখাপাত) বেশী হয়। এখন এখানে বসেই বুঝতে পারবো কে কি করছে কোথায়। তোমারও একবার দেখে রাখা ভাল earliest opportunity-তে (অতি শীঘ্র কোনও সুযোগে)।

এদিকে (দক্ষিণে) এসে দেখ ঐ বাড়িটা। এটা (ঠাকুরবাড়ি) যত লম্বা, ওটাও তত পূর্ব-পশ্চিমে। এদিক থেকে (পশ্চিম থেকে) এসেও দেখ। দক্ষিণ বন্ধ। দাম চায় আঠার হাজার। ও-বাড়ি (মর্টন স্কুল) ভাড়া বড্ড বেশী দু'শ পঞ্চান্ন টাকা মাসে।

এবার ঠাকুরের অন্ত্য-লীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানের কথা হইতেছে।

শ্রীম — আমার খুব ইচ্ছা এটা মঠের হাত যায়। তা' হলেই থাকবে। কত কাণ্ড হয়েছে ওখানে। কত সমাধি, কত কৃপা! কল্পতরু লীলা!

সাধু — আমি সেদিন দর্শন করতে গিয়েছিলুম। রাম, কি করেছে বাগানটা। গাছপালা সব কেটেকুটে একটা ফ্যাক্টরী করেছে, দেখলে কষ্ট হয়।

শ্রীম — না দেখাই ভাল। — 'Yarrow Unvisited'! (ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের 'ইয়ারো' নামক স্থান দর্শনের পূর্বের কবিতাটি পরের আরও দুইবার ঐ স্থান দর্শনের কবিতা দুটি হতে শ্রেষ্ঠ)।

You have made the house of my Father, a place of merchandise (আমার পিতা ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরকে একটা ব্যবসার স্থলে পরিণত করেছ তোমরা)!

সাধু — জেরুজালেমের মন্দিরের সম্বন্ধে ক্রাইস্ট এই কথা বলেছিলেন।

শ্রীম — হাঁ। আর বলেছিলেন, You have made it a den of thieves (তোমার এই পুণ্যভূমিকে চোরের আড্ডা বানিয়েছ)!

(সাধুর প্রতি) — তাঁর কাজ আমরা বুঝবো কি করে? পরে খানিকটা বোঝা যায়। এই দেখ না চন্দ্র মহারাজ। খুব দুর্দান্ত লোক ছিলেন, নিজেই বলেছিলেন। তারপর সাধু হয়ে রইলেন কাশীতে মহাপুরুষের সঙ্গে। অদ্বৈত আশ্রমের গোড়া থেকেই উনি ছিলেন অদ্বৈতাশ্রমে। কত কষ্ট — খাবার নাই, ভাড়ার টাকা ওঠে না। সব সহ্য করে পড়ে রইলেন। তারপর মহাপুরুষ মহারাজ চলে গেলেন। তখন সব ভার পড়লো ওঁর ওপর। তারপর পঙ্গু হলেন। উঠতে বসতে পরাধীন। এই অবস্থাতেও কত কাজ করলেন। আবার এখন তীর্থাদি সব দর্শন করছেন। পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাচ্ছেন তিনি। স্বামীজী গিয়েছিলেন কাশী দেখতে। সেবাশ্রমও ঐ সময় হয়। সামান্য এইটুকুন থেকে অত বড় হয়েছে। কনখলও অতি সামান্য beginning (আরম্ভ) থেকে অত বড় হয়েছে। তখন দশটাকা ভাড়া দেওয়া হতো।

বাবুরা তো জানে না, কত কষ্টে অদ্বৈতাশ্রমটি হয়েছে। ভিক্ষে করে খেয়ে এইটে দাঁড় করিয়েছেন। কত কষ্টে আগুন জ্বালিয়েছেন। এখন রাস্তার লোক আগুন পোয়াচ্ছে।

ভাত যে কত কষ্টে যোগাড় হয়েছে তা'তো জানে না বাবুরা। এখন বসে বসে বেদান্ত আলোচনা করছে — ক্লাস হচ্ছে। কত ক্লেশে এর জন্ম!

এখন মাখন তুলে সকলের মুখে দিচ্ছে। চন্দ্র মহারাজের অতিশয় সাধ ঠাকুরের মন্দির করতে। তা খারাপ কি?

সাধু — একশ' সাধু খাওয়াবেন ওখানে বসে বসে, তিনি বলেন।

শ্রীম — আজকাল কর্তাদের কত রকম আপত্তি নাকি।

সাধু — একটা practical diffculty (সত্যিকার অসুবিধা) আছে. একশ' লোক বসিয়ে খাওয়ালে মিশনের কর্মী পাবেন না কর্তৃপক্ষ।

শ্রীম — তা' তো এখনই হচ্ছে না।

পূর্ণেন্দু, মুকুন্দ ও মোটা সুধীরের প্রবেশ। মুকুন্দ রামপুরহাটে থাকেন, রেক্টার। মোটা সুধীরের শরীর ঘামিয়া গিয়াছে। শ্রীম তাঁহার সহিত ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন।

শ্রীম (সুধীর ঘর হইতে বাহির হইলে) — আহা, কি ঘাম, কি ঘাম! বড়ই কষ্ট! আহা, দেখ দেখ — কি কষ্ট! কি আর করে, পেরে ওঠে না মোটা মানুষ! তাড়া দিয়েছিলাম তাই চলে গেছে। ভোরে ওঠে না।

শশী মহারাজ মাদ্রাজে ছিলেন — বছর চোদ্দ হবে। প্রথমে যেতে অনিচ্ছা। তারপর স্বামীজীর কথায় গেলেন। বরাহনগর (মঠে) দিনরাত ঠাকুরের পূজা, সাধুদের সেবা নিয়ে থাকতেন। উনিই তো মঠ করেন। বার বছর ধরে ঠাকুরকে বুকে করে পড়ে ছিলেন, ঠাকুর চলে যাবার পর। আহা, কি পরিশ্রম! এদিকে আবার স্কলার — ভাল সংস্কৃত জানতেন। পড়ার সম্বন্ধে ঠাকুরের সমালোচনা শুনে সব বই গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। কি গুরুভক্তি! তাইতো স্বামীজী নিজে রামকৃষ্ণানন্দ নাম নিলেন না, শশী মহারাজকে দিলেন।

কি খাটুনি মাদ্রাজে, টাকাকড়ি বেশী নাই। নিজেই সব করেন। বাজার হাট, রান্নাবান্না, পূজা, ভক্তসেবা — সমস্ত কাজ নিজে করতেন। তাঁর পূজা দেখবার জিনিস! যেন ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করে খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন, শোয়াচ্ছেন। তার ওপর আবার সপ্তাহে অনেকগুলি ক্লাস নিতে হতো। একদিনে একাধিকও নিয়েছেন। অত পরিশ্রমে অল্প বয়সেই শরীর গেল। পঞ্চাশ পূর্ণ হয় নাই। ভিতরে

একটা রোগ ছিল, শেষে সেটা বের হয়। তা'তেই শরীর যায়।

স্বামীজীর খাটুনীই দেখ না কত! খেটে খেটে শরীরটা গেল, চল্লিশও পূরো হয় নাই। ও-দেশের (ওয়েস্টের) জন্যই বেশীর ভাগ খাটুনী।

ঠাকুরের ভক্তরা সকলেই এরূপ। ঠাকুরের কথাই দেখ না কেন? সেবা করবার লোক নাই। মন্দিরের শুকনো প্রসাদ বেলা একটা দু'টোর সময় খাওয়া। ভ্রূক্ষেপ নাই। আর অবিরাম লোক আসছে, কথা কইছেন। কাউকে ফেরাতেন না কিনা। ঐ খেটে অসুখ হল।

২

খাটুনিকে ভয় করলে ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে না — 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত' হতে হবে। আর 'সিদ্ধ্যসিদ্ধৌ নির্বিকারঃ' (গীতা ১৮:২৬) হতে হবে। ঠাকুর এসেছেনই মানুষকে, এই দেশকে, জগৎকে ওপরে ওঠাতে। তাই তাঁর ভক্তদের খুব কাজ। তাঁর ভক্তরা প্রথমে আপনার চরিত্র গঠন করবে, জ্ঞানভক্তি লাভ করবে। তারপর জগতের লোকেরও সেবা করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে — যার যা আছে তা দিয়ে।

একটু ঘেমে গেলে, একটু সকালে উঠলেই যদি শরীর গলে যায় তা'হলে কি করে তাঁর ভক্ত হওয়া যাবে?

তিনি যোগী তৈরী করতে এসেছেন। তাঁর ভক্তরাও যদি ভুশভুশ করে ঘুমাবে, ঈশ্বরচিন্তা করবে কখন? সারাদিন তো করতে হয় সংসারে গোলামী। অযুত হস্তীর বল থাকলে গৃহস্থাশ্রমে যাও।

দেখ না চন্দ্র মহারাজ! পঙ্গু লোক — অপরের সহায়তা ছাড়া উঠতে পারেন না, বসতে পারেন না! সেই লোক কত কাজ করছেন ঐ বসে বসে। অদ্বৈতাশ্রম গড়ে তুললেন। কত সাধু সেখানে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করছে।

সাধু — মাদ্রাজে রামুকেও দেখলাম ঐরূপ। নিজেই বলেছেন, ঘরে ঘরে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ফিরেছি। রাতকে দিন করেছি। লোকে মনে করতো যেন কুকুর ফিরছে। অত করে তবে অত বড় 'স্টুডেন্টস্ হোম' হয়েছে। এখন তো পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন। ঐ বিছানায় শুয়ে

শুয়েও কাজ।

শ্রীম — Gospel of Sri Ramakrishna (প্রথম ভাগ) বের করাতে রামুরাই উদ্যোক্তা ছিলেন। এঁরাই 'ব্রহ্মবাদিন্' ক্লাব করেছিলেন।

সাধু — গস্‌পেলের ফার্স্ট ভলিউমে সবই আপনার করা ট্রানস্লেশান্, না অপরেরও আছে কিছু?

শ্রীম — কই, আমরা তো জানি না।

সাধু — তবে সবই আপনার করা?

শ্রীম — তাই তো মনে হয়। ওরা মাদ্রাজ মঠে (আরো) বার করছিল। আমি চিঠি দিয়েছিলাম। বন্ধ করে দিয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ ওরা বের করেছিল আমায় না জানিয়ে।

সাধু — মাদ্রাজে আমাকে বলেছিলেন, কথামৃতের বাকী অংশ ট্রানস্লেশান করতে। আমি করি নাই। বললাম, আপনাকে একবার আমি বলেছিলাম ঐ করার জন্য। আপনি অনুমতি দেন নাই।

শ্রীম — 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ বার করছিল। চিঠি লেখায় বন্ধ করে দিয়েছে। কি নাম editor-এর (সম্পাদকের)?

সাধু — স্বামী পবিত্রানন্দ।

শ্রীম — আমি লিখেছিলাম, আমি যতদিন থাকি বন্ধ রাখ। তারপর না হয় করো। আমার কষ্ট হয়।

ট্রানস্লেশান তো থার্ড ক্লাসের ছেলেও করতে পারে। আমাদের শক্তিতে হয় নাই এসব লেখা — 'কথামৃত', 'গস্‌পেল'। মা শক্তি দিয়েছিলেন তাই হলো।

(সকলের প্রতি) — 'ভগবান দর্শন হয়', 'তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়'। (আর তার উপায়) 'The love that passeth all understanding' (ঈশ্বরকে ভালবাসা — 'সচ্চিদানন্দে প্রেম, বিষয়বুদ্ধির অগম্য ভালবাসা)। এটি হচ্ছে under-current throughout (অন্তর্নিহিত ভাব আগাগোড়া) তাঁর কথার। এটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবে তো পড়ে লোকের উদ্দীপন হবে!

তিনি তো রোগ সারাতে আসেন নাই। কিসে ভগবান দর্শন হয় সেটি দেখাতে, শিখাতে এসেছেন। আর তাঁর means (উপায়)

হলো — The love that passeth all understanding — 'সচ্চিদানন্দে প্রেম'। এই যত কাজ দেখছো — রিলিফ, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, কাগজ বের করা — এ সবই ঐ ভালবাসার জন্য।

ট্রানস্লেশানে ঐ ভাবটি রাখতে পারলে তবেই উদ্দীপন হবে, তবেই উপকার হবে।

(দ্বিতীয় ভাগে) এক এক স্থানে sense murdered (ভাবের বলিদান) করে ফেলেছে। কষ্ট হয় দেখে।

সাধু — সেকেণ্ড পার্টটি আপনি একবার আমায় দেখিয়েছিলেন অনেক দিন হয়, স্কুলবাড়িতে।

শ্রীম — শুধু literal translation (আক্ষরিক অনুবাদ) করলে চলবে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঠাকুর কথা বলেছেন সেই উদ্দেশ্যটা — 'ঈশ্বরদর্শন', ফুটিয়ে তুলতে হবে।

সাধু — Gospel-এর second volume edit (ইংরেজী কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগের সম্পাদনা) করেছিলেন আমেরিকার একজন ভক্ত মহিলা। উনি বুঝি ঠাকুরের বড় life-টাও edit (জীবনচরিতটাও সম্পাদনা) করেছেন। মাদ্রাজ থেকে second volume edit (দ্বিতীয় ভাগ সম্পাদনা) করার পর বের করার ভার আমার উপর পড়েছিল। প্রুফ দেখছি, এক স্থানে কিছু বেখাপ্পা মনে হলো। বই (কথামৃত) খুলে দেখি — editor (সম্পাদক) প্রায় একপাতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। প্রিন্ট অর্ডার withdraw (বন্ধ) করিয়ে ঐ অংশটা আবার বসিয়ে তবে ছাপা হয়।

শ্রীম — হাঁ, তাদের নিজের sentiment-এর (ভাবের) মত করে নিয়েছে। কিন্তু তাঁর বাণীর key note (মর্মার্থ) হলো ঐ — 'ঈশ্বরদর্শন'। আর উপায় — 'সচ্চিদানন্দে প্রেম'।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ইংরাজী তো কত লোক জানে। যারা কাগজ চালায় তাদের equipment (বিদ্যা) কত! কিন্তু কোথায় ভাব? কোথায় তাদের সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরচিন্তা? যাঁরা তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখেছেন তাঁদের সেই ভাবটি আছে।

এখন তাঁর নামে যা-তা চালালেও চলে। তাই আমরা চিঠি লিখে

বন্ধ করে দিয়েছি।

সাধু — মাদ্রাজে একজন বিশিষ্ট স্কলার একদিন মঠে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন — আচ্ছা, ঐ দু'টো (Gospel I, II) কি একজনের লেখা? আমি বললাম, আপনার কি মনে হয়? তিনি বললেন, আমার মনে হয় দু'জনের। কিন্তু দু'টোতেই নাম রয়েছে একজনের — M.-এর। আমি তখন বললাম, প্রথম ভাগ শ্রীম-র তর্জমা। আর দ্বিতীয় ভাগ একজন সাধুর করা। তখন তিনি বললেন, এতদিনে আমার একটা puzzle (সংশয়) দূর হলো। বহুবার পড়েছি, ঐ কথাই মনে হতো।

শ্রীম — তাঁর কথায় আগাগোড়া সন্ন্যাসের কথা। ভোগের কথা তো এক জায়গাতেও পেলাম না। সেদিকে খেয়াল করে কে? তাঁর কথার সার ঐ— ঈশ্বর দর্শন করা যায়। এইটে তাঁর message (মহাবাণী)।

কি বলে, fools rush in where angels dread to tread (মূর্খের বিপরীত বুদ্ধি)।

একজন সাধু — কেবল কর্মযোগ দিয়ে ঈশ্বরলাভ হয়?

শ্রীম — নিশ্চয়। কর্ম দ্বারা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। সব কর্ম তাঁর, ফলও — এই ভাবে করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে তাঁ'তে মন লগ্ন হয়। তেমনি কেহ জ্ঞানযোগ দ্বারা যুক্ত হয়। আমি ব্রহ্ম 'অহং ব্রহ্মাস্মি' — এইরূপ ভাবতে ভাবতে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তেমনি রাজযোগ বা ধ্যানেও চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যোগ হয়। ভক্তিযোগও তাই। জ্ঞানযোগটা জ্ঞান নয়। এটা confuse (জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক মনে) করলে গোলমাল হবে। জ্ঞান মানে, ঠাকুর বলেছেন, এক জানার নাম জ্ঞান, বহু জানার নাম অজ্ঞান। এক ঈশ্বরই সত্য, বহু অর্থাৎ জগৎ অনিত্য — এটি জ্ঞান। আর জীব ঐ এক সত্যের অংশ, বা ঐ সত্যই জীব — এটিও জ্ঞান। আমি ঈশ্বরের সন্তান এ-ও জ্ঞান, আমি ঈশ্বর এ-ও জ্ঞান। এই sense-এ (অর্থে) ঠাকুর বলেছেন, শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। ঠাকুরের মহাবাণী আছে — অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে খুশি যাও। এর মানে এই — Man

is divine (জীব ঈশ্বর) এই জ্ঞানটি লাভ হলেই নিশ্চিন্ত অনেকটা। একেই পরোক্ষজ্ঞান বলে। এই ভাবনাটি নিয়ে পড়ে থাক তাঁর ইচ্ছায়, তিনিই তীরে পৌঁছে দেবেন। এই ভাবটিই ঠাকুরের 'হাল ধরে বসে থাক' কথার অর্থ। মাঝগঙ্গায় নৌকো নিয়ে পাল তুলে বসে থাক হাল ধরে। অনুকূল পবনে টেনে নিয়ে পৌঁছে দেবে গন্তব্য স্থলে।

ঠাকুর এই জন্য বলেছেন, জ্ঞান ভক্তি লাভ করে সংসারে থাক। তা'হলে সংসারের সঙ্গে একেবারে dilute (আত্মহারা) হবে না। এক একবার যেন তুফানের মত ঝাপটা এসে মনকে সংসারে ফেলে দেয়। কিন্তু যার ঐ জ্ঞান হয়েছে — আমি তাঁর সন্তান, কি আমিই ব্রহ্ম পরোক্ষ ভাবে — তাকে আটকাতে পারবে না। ভেসে সে উঠবেই।

ঝগড়া কোথায়? জ্ঞনযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ — সবগুলিই তাঁ'তে পৌঁছে দেবার রাস্তা। বড়-ছোটর প্রশ্ন কোথায়? আবার সবগুলিই inter-dependent (পরস্পরসম্বন্ধ)। যে জ্ঞানযোগী তার কি কর্মযোগ করতে হয় না? তেমনি কর্মযোগীরও জ্ঞানযোগের বিচার আনতে হয়। পরস্পরসম্বন্ধ সবগুলি।

ঠাকুর আবার এ প্রধান চারটি যোগকে দু'টি ভাগ করেছেন। বলেছেন, মোটামুটি যোগ দু'টি — মনোযোগ ও কর্মযোগ। রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ — এগুলিতে কর্ম থাকে। জ্ঞানযোগে অল্প। মন দিয়ে যোগ, আর কর্ম দিয়ে যোগ।

গান্ধী মহারাজ কর্মযোগী। তা'বলে ভক্তি, জ্ঞান, যোগ কি নাই তাঁ'তে? আমাদের মিশনের কাজ — সে কর্মযোগের কাজ। তা' বলে কি সেখানে অন্যগুলি নাই? নাম দেওয়া বাইরের দিকটা দেখে। এই যে আমাদের সাধুরা রিলিফ করেন। এটা তো বাহ্য কাজ। তা' বলে কি তাঁর বিচার নাই — আমি তাঁর সন্তান? কিংবা তাঁরা জপ ধ্যান কি করেন না?

বড় আধার হলে একজনেতেই এসব থাকতে পারে — যেমন স্বামীজী। স্বামীজীর এই সবগুলিই equally developed

(সমানভাবে বিকশিত) ছিল। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, নরেন অখণ্ডের ঘরের লোক। মানে, পূর্ণজ্ঞানী — নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁর আদর্শ।

৩

গান্ধী মহারাজ কর্মযোগে specialised (পারদর্শী) হয়েছিলেন। তাঁকে লাগিয়ে দিয়েছেন ভগবান ওয়েস্টের লোকদের দেখাতে। ওরাও করে। কিন্তু যোগ নাই — কেবল কাজ। গান্ধীজীও কাজ করেন দিনরাত। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে করেন। তাই তাঁ'তে আলস্য প্রমাদাদি[১] নাই। একজনে একশ'জনের কাজ করেন।

এই দেশকে দাবিয়ে রাখবে ইংরেজরা? অসম্ভব, আর পারবে না। যে চাল মেরেছেন গান্ধীজী সে চালে দেশের জনসাধারণ জাগ্রত হয়ে উঠবে আত্মজ্ঞানে। এই চালটি ভারতের প্রাচীন তূণীর থেকে নিয়েছেন। পারবে না ওরা এই ব্রহ্মাস্ত্রের সঙ্গে তাল দিতে। দেখছি ঈশ্বর হাতে করে তুলছেন এই দেশকে।

ঠাকুর এসে গোড়ার সব তৈরী করে দিয়ে গেছেন। তিনি দিনরাত পরমব্রহ্মে মগ্ন থেকে জগতের কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন — ভারতের বিশেষতঃ। স্বামীজী এই message (দিব্য সংবাদ) জগৎময় ছড়িয়েছেন। তাঁর মন ও প্রাণ সমাধিমগ্ন থাকতো। যদিও অত কাজ করেছেন। প্রত্যাদিষ্ট[২] হয়ে করেছেন। আর গান্ধীজী পুরো মন দিয়ে কর্মযোগ করে বাকিটা শেষ করেছেন। এখন চলবে পরম্পরা এই ধারা। এর শেষ নাই।

কেবল কর্মে চলবে না — উঠলেও স্থায়ী হবে না। তাই কর্মযোগের আবশ্যক হয়েছে! ঈশ্বরকে গ্রহণ করে, মানুষের দেবত্বকে গ্রহণ করে রাজনীতি। ওয়েস্টে কেবল রাজনীতি।

এ দেশের কাজ দেখে, সত্যাগ্রহ দেখে ইংরেজরা ভীত হয়ে পড়েছে। আত্মজ্ঞানের বাণ মেরেছেন গান্ধীজী। লোক সব জেগে উঠেছে।

---

১. ভুলভ্রান্তি, বিস্মৃতি।

২. দৈবাদেশ প্রাপ্ত

(সহাস্যে) গান্ধী মহারাজ লোকব্যবহারে খুব বুদ্ধিমান লোক।

একটি ভক্তের প্রবেশ। চৌকাঠ পার হইয়া তিনি শ্রীমকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীম — আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হউক। তাঁরই কথা হচ্ছে। বসুন।

(সকলের প্রতি) — Viceraine (বড়লাটপত্নী) 'Force food in the man' (জোর করে গান্ধীজীর মুখে আহার দাও) — বলবেন না? কত বড় valuable life (মূল্যবান জীবন)! অনশন করেছিলেন কিনা গান্ধীজী — প্রাণ রাখবেন না। তা'তেই বললেন, Lady Irwin (লেডি আরউইন)। এতে বোঝা যায় এঁরাও মহৎ লোক। কিন্তু কি করে, পয়সার দায়ে বলতে পারে না সত্যি কথা। এখন বুঝি গান্ধীজী date (খেজুর) আর দুধ খান। ওরা (ওয়েস্টের লোকেরা) খাওয়া ভালবাসে কিনা, তাই বললেন ঐ কথা।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — কা'কে বলেছেন?

সাধু ও মুকুন্দ (একসঙ্গে) — গান্ধীজীর সম্বন্ধে বলেছেন।

শ্রীম — জানেন না যে শুনবেন না! কারো কথাও শুনবেন না, বললেও।

(সহাস্যে সাধু ও মুকুন্দর প্রতি) তোমরা খাও না কিছু দিন date (খেজুর), আর দুধ। রুগ্নদের ভালো হবে। খেজুরে নাকি শক্তি বাড়ে, হার্ট ভালো হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — গান্ধীজী খুবই বুদ্ধিমান লোক — অতি বিচক্ষণ ও সুবিবেচক লোক। মস্তবড় একটা চাল দিয়েছেন। চার্চিল বলেছেন কিনা, গান্ধীজী half-naked faqir (অর্দ্ধনগ্ন ফকির)। তাই পরিবারকে নিলেন সঙ্গে ইংলন্ডে — রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে খাবার সময়। দেখাবেন যে, ফকির নয়। ওদের ধারণা পরিবার থাকলে ফকির নয়। ফকির কেন রাজনীতিতে থাকবে — তাঁর কথা গ্রাহ্য নয়, এই ভাব। পরিবার থাকলে ওদের মতে gentleman (ভদ্রলোক)। তাই নিলেন। কোথাও নেন না। ওখানে নিলেন কেন? আমাদের এই-ই মনে হয়। উনি কি কেবল পলিটিক্স করছেন! দেখ

না, আবার ধর্মপ্রচারও করছেন। কিন্তু তা' মুখে বলবেন না। রোজ 'রামনাম' হচ্ছে। মুখে না বললে কি হলো না — ধর্মপ্রচার? কাজে করছেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। ধর্মপ্রচার করছেন — না বললেও ধর্মপ্রচার হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম ছাড়া এদেশে রাজনীতি চলবে না। কখনও চলে নাই, চলবেও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে তবে ধর্মে মতি হবে। Wider sense-এ (ব্যাপক অর্থে) এ ধর্ম মানে, ঈশ্বরলাভের সাধন — সত্য, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা। এগুলিই আসল ধর্ম। এ সকল দেশেই, সকল প্রচলিত ধর্মেই এক। Rituals (বাহ্য আচরণ) নিয়েই ঝগড়া। সেইটিই ঠাকুর মিটিয়ে দিয়েছেন — 'মত পথ' বলে। ঠাকুর নিজে আচরণ করে দেখিয়েছেন। ঈশ্বরদর্শনের জন্য সকল ধর্মমতগুলিই এক একটা পথ — হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান।

একটি সাধু — অদ্বৈত আশ্রমে পূজো করবার যো নেই ফুল দিয়ে।

শ্রীম — বাহ্য পূজাই কি শুধু পূজা? ভিতরের পূজার জন্যই তো বাহ্য পূজা। কি, আছে না উপনিষদে — আপনারা মিহিজামে যা পড়েছেন — 'অধমাধমা'।

সাধু ও শ্রীম একসঙ্গে উচ্চারণ করিলেন —

উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্র চিন্তনম্।
অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থভ্রান্ত্যধমাধমা।। (মৈত্রেয়ী ২:২১)

শ্রীম — বাহ্য পূজা 'অধমাধমা'-র অন্তর্গত। (সাধুর প্রতি) ভিতরের পূজাকে কি বলে?

সাধু — মানসপূজা।

শ্রীম — 'মন্ত্র চিন্তনম্' সেকেণ্ড না থার্ড?

সাধু — থার্ড। মন্ত্রচিন্তা মানে কি ইষ্টমন্ত্র চিন্তা?

শ্রীম — হাঁ। আরো অনেক রকম আছে। ভগবান যা বলেছেন, সবই মন্ত্র।

সাধু — মানসপূজা কি ঈশ্বরচিন্তা করা?

শ্রীম — তাঁর ধ্যান করা। (শ্রীম কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া ধ্যান

করিতেছেন)।

শ্রীম (ধ্যানান্তে, সহাস্যে সকলের প্রতি, ঠাকুরঘরের সামনে বসিবার টিনের চালা দেখাইয়া) — এই দেখ, কেমন আমাদের নাটমন্দির। টিনের নিচে দরমা রয়েছে আবার। জল যখন পড়ে তখন আবার মাটি দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হয় (হাস্য)।

শ্রীম (সাধুর মৃদু হাস্য দর্শনে সাধুর প্রতি) — হাঁ, তোমাদের বাপু এখন নজর বড় হয়ে গেছে। এতে কি তোমাদের মন উঠবে? মাদ্রাজের 'স্টুডেন্টস্ হোম', মঠ — সব লাখ লাখ টাকার property (সম্পত্তি) — এ দেখছ তোমরা নিত্য। আমাদের এই-ই ভাল (হাস্য)।

(সহাস্যে) বেঁচে থাক্ মোর চূড়া বাঁশি।
আসবে শত শত দাসী॥

'চূড়া বাঁশি' মানে শ্রীকৃষ্ণ। যশোদা বলছেন এই কথা।

আমাদের এই-ই ভাল। কেমন সুন্দর দেখ না। দরমা রয়েছে আবার (হাস্য)।

(গম্ভীরভাবে) ঈশ্বরচিন্তা করা আসল কথা। ও না করলে সোনার মন্দিরে সোনার প্রতিমূর্তি পূজা করলেও কিছু হবে না। মনই আসল।

ঠাকুরবাড়ি, কলিকাতা।
২৩শে মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ষোড়শীপূজা

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। অপরাহ্ন ছয়টা। গ্রীষ্মকাল। অনেকগুলি সাধু শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। শ্রীম নিজ কক্ষে একা উপবিষ্ট। আজ ৪ঠা জুন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। সাধুরা কেহ বেলুড় মঠ হইতে, কেহ কলিকাতার বিভিন্ন ব্রাঞ্চ হইতে আসিয়াছেন। অন্তেবাসী সকালে অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়াছিলেন মঠ হইতে চোখের চিকিৎসার জন্য। স্বামী অজয়ানন্দ, সিদ্ধাত্মানন্দ, খাসিয়ার কর্মী সতীশ মহারাজ — ইঁহারা সব অদ্বৈতাশ্রমে থাকেন। কানাই (পরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ), সিলেটের নির্মলবাবু প্রভৃতিও অদ্বৈতাশ্রম হইতে আসিয়াছেন। 'উদ্বোধন' হইতে আসিলেন স্বামী বামদেবানন্দ। স্বামী চণ্ডিকানন্দ সুগায়ক। অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর ও মায়ের সম্বন্ধে। ইনিও আসিলেন। ইনি শ্রীমকে তাঁহার রচিত গান গাহিয়া শুনাইবেন। শ্রীম তাঁহার গান খুব ভালবাসেন।

শ্রীম প্রায় সাতটার সময় ছাদে আসিলেন। ভক্তরাও অনেকে উপস্থিত। তাই নিচে মেঝেতে মাদুর ও সতরঞ্জি পাতা হইয়াছে। স্বামী রাঘবানন্দও আসিলেন। তিনি শ্রীম-র কাছেই আজকাল থাকেন।

স্বামী চণ্ডিকানন্দকে ঘিরিয়া সাধুরা নিচে বসিলেন। গান হইবে, হারমোনিয়াম আসিয়াছে।

একটি নূতন যুবক ভক্ত আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম নিচে বসা — ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সে কি, সাধু সামনে বসা! তাঁদের প্রণাম করতে হয় আগে। এঁদের কর আগে, সাধুদের কর — having eyes we see not, having ears we hear not — একেই বলে, চোখ থাকতে কানা, আর কান থাকতে কালা।

ঠাকুর বলতেন, এক হাত দূরে ঈশ্বর রয়েছেন, কিন্তু লোক দেখতে পাচ্ছে না।

শ্রীম সাধুদের বলিলেন, আপনারা সকলে উপরে বেঞ্চিতে বসুন। আমরা নিচে বসে গান শুনি। সাধুরা নিচেই বসিতে চাহিলেন। শ্রীম নিচে বসিয়া আছেন — তাঁহারা কি করিয়া উপরে বসেন! কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — ষোড়শী পূজার সম্বন্ধে ঠাকুর আপনাদের কিছু বলেছিলেন?

শ্রীম — হাঁ, বলেছিলেন 'জপমালা (মায়ের) পায়ে দিয়ে দিলুম'। এ কথার মানে, কর্মকাণ্ড শেষ হলো ওতে।

মার তখন বয়স আঠার-উনিশ। আমরা কেউ তখনও যাই নাই। হৃদয় মুখুয্যে পুজো করেছিলেন। দিনু ভট্চায্যি যোগাড় দিছলেন, আর নটবরের ভাই। সে চানকে থাকতো — কি নাম তার?

স্বামী রাঘবানন্দ — রস্‌কে।

শ্রীম — হাঁ, রসিক। আমরা তার দশ-এগার বছর পরে যাই। পুজো হয়েছিল এইটিন সেভেনটি ওয়ানে (1871), আর আমরা যাই এইটিন এইট্টিটুর (1882) গোড়ায়।

অন্তেবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — ইনি (স্বামী চণ্ডিকানন্দ) কয়েকটি নূতন গান রচনা করে এনেছেন আপনাকে শোনাতে।

শ্রীম — বেশ তো, গান।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ তিনটি গান গাহিলেন। সবগুলিই ঠাকুর ও মায়ের গান। শ্রীম চক্ষু বুজিয়া স্থির হইয়া সবগুলি শুনিলেন। শ্রীম একটি পুরান গানের ফরমাস করিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী চণ্ডিকানন্দের প্রতি) — আহা, ঐ গানটি গান একবার, অন্ততঃ দু'টি পদ — 'আপনার পূজা আপনি করিলে—'। আমরা ঐ সুরটি স্মরণ করতে থাকবো।

ঠাকুর যদি একটা গান আবার শুনতে চাইতেন — বলতেন, 'আচ্ছা, মুখে মুখে আবার বল না গানটা' (হাস্য)।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ এই গানটি গাহিলেন। ঐ সঙ্গে আরও পাঁচটি

গান গাহিলেন। সতীশও দুইটি গান গাহিলেন। কিন্তু তাঁহার গান তেমন জমিল না।

শ্রীম-র আদেশে বড় অমূল্য বাজার হইতে অনেক খাবার লইয়া আসিলেন — রসগোল্লা, সন্দেশ, কচুরী, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি। শ্রীম নিজহাতে সকল সাধুদের হাতে হাতে দিতে লাগিলেন। প্রচুর খাবার। পেট প্রায় ভরিয়া গিয়াছে।

সাধুরা গিয়াই প্রথমে বলিয়াছিলেন, সাড়ে আটটায় আমরা যাব। কিন্তু গানে মন বসিয়া যাওয়ায় কেহ উঠিলেন না। তাঁহারা সওয়া নয়টায় উঠিলেন। সকলে একসঙ্গে অদ্বৈতাশ্রমে গেলেন ওয়েলিংটন লেনে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৪ঠা জুন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

চতুর্দশ অধ্যায়

যেমন ভাব তেমন গান

১

মর্টন ইনস্টিটিউশন। চার তলার ছাদ। সন্ধ্যা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীম তুলসী কাননে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম-র পিছনে বসিয়া আছেন অন্তেবাসী, স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন সাধু, আর বলাই, পূর্ণেন্দু, অমৃত প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত।

আজ পাঁচই জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। খুব গরম পড়িয়াছে। হাওয়া একেবারে নাই। শ্রীম-র খুব কষ্ট হইতেছে। তবুও সব কাজ ফেলিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন। প্রায় এক ঘন্টা পর শ্রীম উঠিয়া আসিয়া বিস্তৃত ছাদের দক্ষিণ দিকে চেয়ারে উপবেশন করিলেন উত্তরাস্য। শ্রীম-র বাম দিকে জোড়া বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন সাধুগণ। সম্মুখে ও ডানদিকে বসিয়াছেন ভক্তগণ বেঞ্চির উপর।

অদ্বৈত আশ্রম হইতে কানাই আসিয়াছেন, সঙ্গে নির্মলবাবু। অন্তেবাসী বলিলেন, এই যে কানাই এসেছে। শ্রীম তাঁহার নাম মনে রাখিয়াছেন। বলিলেন, কে? সেই চশমা-পরা? অন্তেবাসী বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ। শ্রীম গত কাল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আর একদিন আসিতে। তাই কানাই আজ আসিয়াছেন।

দারুণ গ্রীষ্ম। স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও অন্তেবাসী উঠিয়া সিঁড়ির ঘরে গিয়া কুঁজা হইতে শীতল জল পান করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সাধুরা শুনিলেন, শ্রীম গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতেছেন — 'কে কানাই নাম ঘুচালে তোর'।

স্বামী রাঘবানন্দ বলিলেন, এ গানটাতে বিচার করে বলা হয়েছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আর কতদূর বিচার! লজ্জা করে না? (আকাশ দেখাইয়া) এই ব্যাপার দেখে আবার বিচার! এই অনন্ত

আকাশ, অনন্ত তারকা, অনন্ত নক্ষত্র। এই সব যিনি করেছেন মুহূর্তে — এক নিশ্বাসে, তাঁর সম্বন্ধে আবার বিচার!

আবার অন্তরে দেখ, সেখানেও অনন্ত সব। কেউ কি কিছু পাত্তা করতে পারছে এর একটারও? মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলি দেখ না। কোত্থেকে আসছে এসব! একটা বৃত্তির দমনে জন্ম জন্ম কেটে যাচ্ছে, পারছে দমন করতে তবুও?

২

এ সব অনন্ত কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যাই। কি করে আবার আসে বিচার! কতদূর দৌড় বুদ্ধির! অনন্তকে বুঝবে কি দিয়ে? সেই অনন্তই একটু আধটু কখনও প্রকাশ করেন নিজেকে, মানুষশরীর ধারণ করে। নইলে এ বুঝবার উপায় নাই। এই একটিমাত্র পথ। অবতার না এলে এসব তত্ত্ব একেবারে sealed book (দুর্বোধ্য রহস্য) হয়ে থাকতো।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'ক' শিখেছিনু। 'খ' শিখেছিনু। 'গ' শিখেছিনু। 'ঙ' শিখেছিনু। আরও চেয়েছিনু। বাবা আর শিখতে দিলেন না। এই তো শিক্ষা (শ্রীম ও সকলের হাস্য)।

বিচার করে গান নাই এ গানটা। দপ্ করে দেখিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর — শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য হয়ে এসেছেন। বিচার করে কি বুঝবে। বিচার নয় — Revelation (প্রত্যক্ষ দর্শন)!

শ্রীম আবার মগ্ন হইয়া মধুর স্বরে ঐ গান ধরিলেন —

কে কানাই নাম ঘুচালে তোর, ব্রজের মাখনচোর।
কোথায় রে তোর পীত ধড়া কোথায় তোর মোহন চূড়া।
(হয়ে) ন্যাড়া মুড়া ধরেছ কৌপীনডোর॥
অশ্রুকম্প স্বরভঙ্গ পুলকে পূরিত অঙ্গ।
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গপাঙ্গ হরিনামে হয়ে ভোর॥

শ্রীম — ন্যাড়ামুড়ার আগে কি?

অন্তেবাসী — হয়ে ন্যাড়ামুড়া —

শ্রীম — হাঁ, 'হয়ে' দিলেও হয়। কিন্তু ওদিকে (ছন্দে) মিলবে কি? —Supply ellipsis (লুপ্ত পদ উদ্ধার কর)! (সকলের হাস্য)।

'সঙ্গে লয়ে সাঙ্গ পাঙ্গ' — এই চরণের অবশিষ্ট অংশটি শ্রীম

ভুলিয়া গিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কি? অন্তেবাসী বলিলেন, 'হরিনামে হয়ে ভোর' (বিভোর)।

গানটি সমাপ্ত হইল। শ্রীম কিছুক্ষণ কি যেন স্মরণ করিতেছেন। তারপর পুনরায় কথা।

শ্রীম — এই গানটি রামবাবুর বাড়িতে গেয়েছিলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — কি উপলক্ষ্যে?

শ্রীম (চিন্তা করিয়া) — ও, মনে পড়েছে। মহেন্দ্র গোস্বামী এসেছেন। তাঁকে দেখে উদ্দীপন হয়েছে। তাই ঐ গানটি গাইতে লাগলেন।

'কে কানাই নাম ঘুচালে তোর' — অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে স্তব করছে।

যার যেমন ভাব তাকে দেখে তেমনি উদ্দীপন হতো ঠাকুরের। মহেন্দ্র গোস্বামী চৈতন্যভক্ত। তাই ঐ গান।

ঠাকুর কিন্তু বলেছিলেন, 'আমিই চৈতন্য'। আবার নরেন্দ্রকে দেখে বললেন, হোক না — 'যো কুছ হ্যায় সো তুম্ হ্যায়'। একদিন বললেন নরেন্দ্রকে দেখে — মন অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। বলেছিলেন, আগুন তো জ্বেলে গেল।

(ভাবনান্তে) একেবারে পূর্ণ। ডায়নামো (dynamo) — যেমনি ব্যাটারী লাগাও অমনি তা filled up (পরিপূর্ণ)।

কৃষ্ণভক্ত এসেছে। এরা মা কালীকে মানে না। তাদের দেখে গাইতেন —

যশোদা নাচাতো গো মা হয়ে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা করালবদনী॥

শ্রীম সমগ্র গানটা গাহিলেন।

শ্রীম — একজন বৈষ্ণব এসেছে। তাকে বললেন, 'যাও, মা-কালীকে গিয়ে দর্শন করে এসো'। বৈষ্ণব বললো, 'না, মশায়। যেকালে আপনাকে দর্শন করেছি সব হয়েছে' (হাস্য)। মানে ও যেতে নারাজ। ঠাকুরও তেমনি নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, 'আমাদের উপর যখন অত ভক্তি তখন আমরা যাঁকে মানি তাঁকে দর্শন করে এসো'। তখন আর কি করে। অগত্যা যেতে হলো। গোঁড়ামি ভেঙ্গে দিলেন।

রামভক্ত গেছে, অমনি বলছেন, 'শান্ত ওহি হ্যায় যো রামরস চাখে'।

ব্রাহ্ম ভক্ত গেছে, তখন গাইছেন, 'চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে'।

এই গানটি একদিন নরেন্দ্র গাইছেন। খোল (হাতে দেখাইয়া) এমন করে গলায়। উনি (ঠাকুর) নাচছেন। ইনিও (নরেন্দ্রও) নাচছেন।

নব রসিক, কর্তাভজাদের কাছে ওদের ভাবের গান গাইতেন। কেদারবাবু ঐ দলের লোক। তিনি এলে গাইতেন, 'মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।'

স্বামী রাঘবানন্দ — মীরাবাঈও গেয়েছিলেন, 'দরদ না জানে কোই। ঘায়েলকে দরদ ঘায়েল বুঝে অন্যে বুঝে না কোই।'

শ্রীম (স্বামী চণ্ডিকানন্দকে দেখাইয়া) — এঁর মুখ দিয়ে গাওয়া হলে বেশ হয়।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ আজও শ্রীমকে তাঁহার স্বরচিত গান শুনাইতে আসিয়াছেন। গতকালও অনেকগুলি গান শুনাইয়া গিয়াছেন। শ্রীম-র ইচ্ছা মীরাবাঈয়ের গানটি গান। তাই তিনি হারমোনিয়াম দিয়া গাহিতেছেন। 'ঘায়েল কা দরদ ঘায়েল জানে অর ন জানে কোই।' এ চরণটিতে যেন করুণ রসের বাণ আসিয়াছে। শ্রীম মগ্ন হইয়া বার বার বলিতেছেন, আহা, আহা।

গান শেষ হইলে শ্রীম বলিতেছেন, এঁর মুখে এটি শুনে বড়ই আনন্দ হলো। কি গলা, কি মিষ্টি!

স্বামী রাঘবানন্দ — মীরাবাঈ সনাতনের সঙ্গে দেখা করতে গিছলেন। স্ত্রীলোক বলে দেখা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মীরাবাঈ বলে পাঠালেন, 'এ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ছাড়া পুরুষ কে আছে?'

শ্রীম — হাঁ, অমন শোনা যায়। ঠাকুরও বলতেন, 'যাদের মাইয়ে বোঁটা আছে তারা সকলেই স্ত্রীলোক'। শ্রীকৃষ্ণের ও অর্জুনের নাকি তা ছিল না।

স্ত্রীলোক মানে, স্ত্রীভাব বেশী — weak, dependent, (দুর্বল, নির্ভরশীল।)

রাত্রি সাড়ে আটটা। কানাই চলিয়া গেল অদ্বৈতাশ্রমে। তাহাকে

বলিয়া দেওয়া হইল — অন্তেবাসী প্রভৃতি সাধুদের আহার রাখিয়া দিতে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আজ দুপুরে গরমে একেবারে যাই-যাই। তখন একটু তন্দ্রা এলো। ওমা, তা'তে স্বপ্নে দেখছি — ঠাকুরের পাশে শুয়ে আছি। আমি ঐ অবস্থায়ই ঠাকুরকে বলছি, আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। (একটু ভাবনান্তে) ঠাকুর বলতেন, স্বপ্নে কত কি দেখে লোক।

স্বামী রাঘবানন্দ — আবার এরূপ স্বপ্ন কম কি, এও বলতেন।

শ্রীম — হাঁ, তাও বলতেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — যারা credulous ('অতি বিশ্বাসী') তাদের বলতেন, স্বপ্নে কত কি দেখে লোক।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, বেশী বিশ্বাস করো না (হাস্য)। বেশী বিশ্বাস ভাল নয়।

অন্তেবাসী (স্বগত) — বাবা, যা দেখা, যা শোনা নির্বিচারে এসব নিলেও বিপদ! বিচার করে সব নেওয়া উচিত। ঠাকুরের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া উচিত।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। সাধুরা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন — অদ্বৈতাশ্রমে যাইবেন, ওয়েলিংটন স্কোয়ার। তাঁহারা যাইতে যাইতে নিজ মনে ভাবিতেছেন — শ্রীম যেন একটি divine message-receiving station (দৈববাণী গ্রহণের কেন্দ্র)। শ্রীশ্রীঠাকুর জগদম্বার নিকট হইতে চাহিয়া শ্রীমকে এক কলা শক্তি দিয়াছেন। তাহাতেই শ্রীম-র কথা অত প্রাণস্পর্শী। পাঁচ মিনিটেই মনকে তুলিয়া দেন ঈশ্বরে। শ্রীম যখন কথা বলেন তখন মনে হয় যেন তাঁহার মনটা যুক্ত হইয়া গিয়াছে ঈশ্বরের বিরাট মনের সঙ্গে। আর এই মন দিয়া সেই বিরাট মন হইতে কথামৃত বর্ষণ হইতেছে, যেমন নলের ভিতর দিয়া রিজার্ভার হইতে জল পড়ে। আমরা ধন্য এই দৈবী কথামৃত পান করিয়া!

অদ্বৈতাশ্রম, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।
৫ই জুন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শাস্ত্র শুনতে হয় সাধুমুখ থেকে

১

গ্রীষ্মকাল। সকাল সাতটা। চারিজন সন্ন্যাসী — ত্যাগীশ্বরানন্দ, সুহৃদ মহারাজ, ভুবনেশ্বরের মণীন্দ্র মহারাজ ও নিত্যাত্মানন্দ — গঙ্গা পার হইতেছেন খেয়া নৌকায়। তাঁহারা সকলেই বেলুড় মঠের সাধু, কার্যোপলক্ষে কলিকাতা যাইতেছেন। গঙ্গাগর্ভে বসিয়া তাঁহারা আনন্দ করিতেছেন। ত্যাগীশ্বরানন্দের হাতে একখানা ছবি। একজন উহা লইয়া দেখিতেছেন — উহা আমেরিকার ছবি। নিউইয়র্কে সেবাকার্যে স্বামী দেবাত্মানন্দ গিয়াছেন — এ তাঁহারই অভ্যর্থনার প্রতিচ্ছবি। সাধুরা পদব্রজে গিয়া বরানগর বাজারে বাসে উঠিলেন। রাস্তায় 'ঠাকুরদাদা'-র বাড়ি দেখিলেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠাকুরদাদাকে বলিয়াছিলেন — এখানে মাঝে মাঝে এসো। ঘসে বাক্সের পাট দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে দেব।

বাগবাজারের পুলের কাছে নামিলেন নিত্যাত্মানন্দ। তিনি 'উদ্বোধন' হইয়া যাইবেন শ্রীম-র কাছে। মণীন্দ্র মহারাজ যাইবেন কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করিতে।

এখন প্রায় সকাল আটটা। শ্রীম নিজ বাসস্থানে চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন, পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে, জোড়া বেঞ্চির উপর, দক্ষিণাস্য। সামনে অপর বেঞ্চিতে বসা ব্রহ্মচারী সৎ চৈতন্য (পরে ধর্মেশানন্দ) ও একজন যুবক। যুবকের বয়স ২৩/২৪ বছর। নূতন আসিতেছেন। গায়ের রং ফর্সা। শরীর বেশ উন্নত, চক্ষু উজ্জ্বল। বড়ঘরের ছেলে। বাপ শ্রীম-র পরিচিত। যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়াছেন। বাহিরের পড়াও যথেষ্ট আছে। কথাপ্রসঙ্গে নানা গ্রন্থ হইতে নানা কথার উদ্ধার করিতেছেন। বেশ বিচারদক্ষ, সরল —

কিন্তু তার্কিক। 'কথামৃত' হইতে অনর্গল ঠাকুরের মহাবাক্যাবলী উদ্ধার করিতেছেন।

বেলুড় মঠ হইতে আগত সাধু শ্রীমকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া পাশেই বেঞ্চির উপর বসিলেন। যুবক প্রশ্ন করিতেছেন নানাভাবে, নানা কথার মধ্য দিয়া। সাজাইয়া বলিলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়।

যুবক (শ্রীম-র প্রতি) — লোক যে নিরাকার চিন্তার কথা বলে, তার ভাবটি কি — idea?

শ্রীম (স্মিত হাস্যে) — ঠাকুর বলতেন, এসব বিচার করে কি বুঝবে? তাঁকে নির্জনে গোপনে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যদি বুঝিয়ে দেন তবে বোঝা যায়।

এ তো academic discussions (স্কুল কলেজের বিচার) নয়! কত বিচার তো কত লোক করছে। এতে হচ্ছে কি? Blind leading the blind — both fall into the ditch (অন্ধ অন্ধকে পরিচালনা করলে উভয়েই অন্ধকূপে পতিত হয়)।

নেপোলিয়ান বলেছিলেন সেন্ট হেলেনাতে প্যালেস্টাইনের ম্যাপ দেখিয়ে — 'His kingdom is real. It will last for ever. But my kingdom is ruined' ; (তাঁর সাম্রাজ্যই সত্য। উহা চিরকাল থাকবে। আমার রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল)।

যুবক — His kingdom (তাঁর রাজ্য) মানে কি?

শ্রীম — তা' আর বুঝতে পারছ না, প্যালেস্টাইন দেখাচ্ছেন যেখানে? ক্রাইস্টের kingdom (রাজ্য)। Abbot's life of Napolean-এ (অ্যাবট লিখিত নেপোলিয়ানের জীবনচরিতে) আছে এসব কথা। নেপোলিয়ান, এঁরা সব powerful brain (শক্তিমান পুরুষ)! এঁরাই সব বলেছেন।

যুবক — কোথায় আর last (দীর্ঘ জীবন লাভ) করলো? 'কথামৃতে'ও আছে চৈতন্যদেব যে এত করলেন তার কি রইলো?

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — কেন, চৈতন্যদেব যা করলেন, তার কি কিছুই নাই? তার তো অনেক আছে। তবে আর কি করে বলবে কিছুই নাই? (হাতে উচ্চ ও নিচ দেখাইয়া) Hollow of the

wave and crest of the wave (তরঙ্গের উত্থান ও পতন)! চৈতন্যদেবের ভাবের 'Hollow', (পতন) হয়েছিল। আবার ঠাকুরের 'Crest' (উত্থান)।

ওসব বোঝা যায় না সাধুসঙ্গ না করলে। ওটি হলে তখন সংসার অনিত্য বলে বোধ হয়। তখন ওসব বোঝা যায়। When the mind is stripped of sensuous nature (মন ভোগবাসনা বিনির্মুক্ত হয়), তখন বোঝা যায়। এসব Kantian Phraseology (ক্যান্টের ভাষা)। ক্যান্ট, হেগেল — এঁরা এদেশের বেদান্তের ভাব নিয়েছেন। ওতে influenced (প্রভাবিত) হয়ে এসব কথা বলেছেন।

শ্রীম (উত্তেজিত ভাবে যুবকের প্রতি) — বিচার করছো — তুমি কি বিচার করবে? এই ভোগের ভিতর থেকে বিচার চলে? তুমি আর দেওয়ালটাতে কি তফাৎ? তুমি তো brute (পশু)। Higher man (মহামানব) অর্থাৎ সিদ্ধগুরু যদি তোমায় চালান তবেই ঠিক। নয়তো তুমি বুঝবে কি? তোমার মন কি তুমি বুঝতে পারছ? তাই গুরুবাক্য নিতে হয়। তোমার এসব কথা নেবে কে, এত যে judgement pass (মন্তব্য প্রকাশ) করছো?

প্রথমে 'নেতি নেতি' করে যেতে হয়। তারপর 'ইতি'। আর 'গুরু' ঈশ্বর বৈ কেউ নন। তিনিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তিনিই বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ। ঈশ্বরই যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে বলে গেছেন এসব মহাবাক্য, জীবের উদ্ধারের জন্য।

Academic discussion (বাকবিলাস) শুনতে হয়, যাবে এলবার্ট হলে। খুব লেকচার দিচ্ছে। এক কান দিয়ে শুনছে, আর এক কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আর যারা বলছে মাথা আর মুণ্ড, নিজেরাই কিছু বুঝে নাই। Blind leading the blind, both fall into the ditch (অন্ধ অন্ধকে পরিচালনা করলে উভয়ই অন্ধকূপে পতিত হয়)।

শ্রীম (স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রতি)—'আশ্চর্য বক্তা'—তারপর কি?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — 'কুশলস্য লব্ধা'।

শ্রীম — আর একটা কি — 'শ্রোতা'। শ্রোতারও মান থাকা

9, 27. 51,
52, 95,
101, 103,
106, 139,
148

চাই। যে সে হলে হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) অনেক কথা বলেছেন। ওরা প্রায়ই ধরতে পারে নাই। কেমন করে ধরবে — steeped in materialism (বিষয়ভোগে ডুবে আছে)। আর সব গৃহস্থ audience (শ্রোতা)। ভোগী ত্যাগের কথা ধরতে পারে না। 'কাম কাঞ্চন' বলেছেন, 'কামিনী কাঞ্চন' বলতে পারেন নাই। এমন দেশ! তা' হলে সব চটে যাবে।

সতীনাথ শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া প্রসাদ নিয়া আসিয়াছেন। ইনি কখনও শ্রীম-র ঠাকুরবাড়িতে দু'চার দিন থাকিয়া যান। ঠাকুরবাড়িরই প্রসাদ।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — দাও, দাও, সাধুদের হাতে। Our work is allotted by the Lord (আমাদের কর্তব্য ভগবানই নির্দেশ করে গেছেন) — সাধুসেবা। দাও মহাত্মাদের।

যুবক — 'কথামৃতে' আছে, সাধুর কাছে এলে হাতে করে কিছু নিয়ে আসা উচিত — অনন্তঃ এক পয়সারও কিছু। এই আপনার কাছে এসেছি, কিছু আনা উচিত ছিল আমাদের (শ্রীম-র হাস্য)।

একজন ভক্তের প্রবেশ। হাতে এক বোতল দুধ। শ্রীম-র জন্য উহা আনিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, এ দুধ আজ সাধুরা খাবেন। এই একজন বসে আছেন (সতীনাথ)। দাও তাঁর হাতে। ইনি খাবেন আজ। এঁরাও সাধু — সাদা কাপড়পরা।

শ্রীম অন্যমনস্ক কিছুকাল। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ঠাকুর বলে দিতেন, বাড়ির সব লোককে দেখাবে যেন তারা কত আপনার। নিজের ভিতরে জানবে, কেউ কারো আপনার নয়। তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়। ঈশ্বরই তোমারও আপনার, তাদেরও আপনার। তুমি খালি তাঁকে ডাক নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে। আর সাধুসঙ্গ কর। ঠাকুর ভক্তদের এই সব শিখিয়ে দিতেন।

অন্তেবাসী বলেছিল, 'উপনিষদং ভো ব্রূহি' (কেনো ৪:৭)। — 'অন্তেবাসী' মানে শিষ্য।

আচার্য ঋষি বললেন, এই যা বলছি এই 'উপনিষদ্'। (শ্রীম-র হাস্য) 'উপনিষদ্' কাকে বলে জানে না।

Academic discussion-এ (বাক্‌বিতণ্ডায়) সিদ্ধান্ত মেলে না। শতদল পুষ্প এক কোপে কেটে ফেলা।

ঠাকুরের এমনি দৃষ্টি ছিল — যতসব লোক এসেছে চেয়ে একবার তাদের সব দেখে নিতেন কার কি দরকার। তারপর যা বলতেন তা'তেই সকলের সকল অভাব পূর্ণ হয়ে যেতো।

(অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' — গীতার কথা (৩:২৬)। কেন? না, তা'হলে যে ধরতে পারবে না। একূল ওকূল দু'কূলই যাবে।

সার উইলিয়ম হ্যামিলটন বলেছিলেন, a learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of religion. (বুদ্ধিবিচারের পরিণাম একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অজ্ঞতা আর ধর্মের প্রারম্ভ)।

যুবক — আচ্ছা, হাজরা এতদিন কি করে রইলেন ঠাকুরের কাছে?

শ্রীম — লীলা পোস্টাইয়ের জন্য। ঠাকুর বলেছিলেন, মা জানিয়ে দিয়েছেন, জটিলা-কুটিলার আবির্ভাব, লীলা পোষ্টাইয়ের জন্য। Contrast (বিরুদ্ধ ভাব) মহত্ত্ব বৃদ্ধি করে।

যুবক — হাজরা যে টাকার জন্য ছিলেন তা' তো ঠাকুর জানতেন। অনেক ভক্তই তো টাকার জন্য ডেকেছিলেন।

শ্রীম — হাঁ, গীতায় আছে — আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী — ভক্ত এই চার প্রকার। এঁরা সকলেই 'উদার', অর্থাৎ মহৎ। তবে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কেন না, জ্ঞানী যে 'আত্মা এব মে মতং' — জ্ঞানী আমার স্বরূপ — আপনার লোক, ভগবান বলছেন।

(গীতা ৭:১৬-১৮)

ঠাকুরের সামনে একবার গোলকধাম খেলা হয়েছিল। কয় চিতে লাটু একেবারে বৈকুণ্ঠে উঠে গেল। আর আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। ঠাকুরও মহা আনন্দে বলতে লাগলেন, 'নটোর উটি

না হলে মনে বড় কষ্ট হতো'। তারপরই বললেন, 'দেখ্ নটো, আর খেলিস না।' কিসে মঙ্গল হয় গুরু বলে দিলেন।

এমনি গুরূপদিষ্ট কর্ম করলে বন্ধন কমে যায়, নয়ত multiply (বৃদ্ধি) করে। গুরুর উপদেশে কাজ করা এক, আর নিজের প্রকৃতিতে কাজ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতিতেই করায় লোককে — 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি।' ভগবান তাই অর্জুনকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, নিষ্কাম হয়ে কর্ম কর। সব ফল আমায় দিয়ে করো, তা'তে মুক্ত হবে।

'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ (গীতা ৬:১)

ব্রহ্মচারী সৎ চৈতন্য — ভগবৎ প্রীত্যর্থ কর্ম তো নিষ্কাম কর্ম?

শ্রীম — হাঁ। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি তিনটাই পথ। তবে ঠাকুর বলেছিলেন, সাধারণের পক্ষে এখন ভক্তিযোগ। এটিই যুগধর্ম।

২

শ্রীম-র মন অন্তর্মুখ। কিছুকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — সেই খেলা আরও সব ভক্তেরাও খেলেছিলেন। ক্রমে অনেকেই উঠলেন গোলকধামে। কিন্তু হাজরা বার বার পড়ে যাচ্ছেন। তা'তে ঠাকুর বলেছিলেন, 'হাজরা ভাবে এতেও জিতে যাবে' (হাস্য)।

গুরু বলেছিলেন, 'আর খেলিস্ না।'

'মূকং করোতি বাচালং' (ভক্তদের দিয়ে বলাবেন নিজে জানলেও, তাই বললেন) — তারপর কি?

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ (গীতার ধ্যান ৮)

শ্রীম — আগে গুরুর সঙ্গে বাস করতো শিষ্য। গুরু দিন দিন দেখতেন শিষ্যকে। তা'তে শিষ্যের চরিত্র গঠিত হয়ে যেতো।

হাজরাকে ঠাকুর এরূপভাবে বলতেন কেন? না, কতকগুলি ভক্ত আছেন, তাঁরা শুদ্ধ ভক্ত। তাঁদের রক্ষার জন্য।

শশধরকে বলেছিলেন, 'তোমার আচার পচবে কখন?' আচার মানে সদাচার। আর আম প্রভৃতি থেকে তৈরী খাদ্য দ্রব্য — Pickle. এ আচার মজে গেলে আর রোদে রাখা অনাবশ্যক। সদাচার, সন্ধ্যা-বন্দনাদিও অনাবশ্যক হয়ে যায় ঈশ্বর দর্শন হলে। শশধর ব্রাহ্মণ পন্ডিত। সন্ধ্যা বন্দনাদি সব সদাচার পালন করেন। এ ভাল জিনিস। কিন্তু ঠাকুর বললেন, আরো এগিয়ে যেতে। ঈশ্বরকে নিয়ে যে পাগল তাঁর অবসর কোথায় এসব দেখবার? যেমন ঠাকুর! যাঁর জন্য আচার সেই ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে বলছেন।

ঠাকুর বলতেন, সন্ধ্যা-বন্দনা করে লোক, যখন মন সংসারে থাকে। এ নিত্যকর্ম অবশ্যকর্তব্য। মন যখন আরও উঁচুতে ওঠে তখন কেবল গায়ত্রীজপ নিয়ে থাকে লোকে। আরও ওপরে উঠলে তখন কেবল ওঁকার জপ, চিন্তা করে। এরও ওপরে উঠলে মন তখন ব্রহ্মে লীন — উহাই পরমপুরুষার্থ।

(সহাস্যে) শশধর একদিন সন্ধ্যা করতে উঠে গেলেন গঙ্গাতীরে ঠাকুরকে ছেড়ে। ঠাকুর তখন তাঁকে বলেছিলেন এই কথা হাসতে হাসতে — তোমার আচার কখন পচবে? ইঙ্গিত করেছিলেন, তিনি ঈশ্বর অবতার সামনে রয়েছেন। তাঁকে ছেড়ে সন্ধ্যা করতে যাওয়ার কি দরকার! কিন্তু শশধর ধরতে পারলেন না।

বিদ্যাসাগর মশাইকেও বলেছিলেন, ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যেও, মানিকের সন্ধান করিয়ে দেব। বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখতে এসেছিলেন তাঁর বাড়িতে। আমরাই দিন ঠিক করে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে একদিন নিয়ে এসেছিলাম। এত দয়া দেখে বলেছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়কে, তোমার ভিতর মানিক আছে, কিন্তু সন্ধান নাই। ওখানে যেও মানিকের খবর করিয়ে দেব। উনিও ইঙ্গিত ধরতে পারেন নাই। যান নাই, যদিও কথা দিয়েছিলেন যাবেন বলে।

ভগবানলাভ শুধু পাণ্ডিত্যের কাজ নয়। তপস্যা আর সাধুসঙ্গ চাই। তখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখনই ঈশ্বরের কৃপায় তাঁকে ধরা যায়। অতবড় পণ্ডিত হয়েও তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন নাই। ইঙ্গিত

করলেন তবুও ধরতে পারেন নাই। সময় না হলে হয় না। তাই হাজরা মশায় কাছে থেকেও ঠাকুরকে বুঝতে পারেন নাই।

যুবক — আপনি ঠাকুরের কাছে ছিলেন। তাই মনে হয়, আপনি আর তিনি এক। (শ্রীম-র হাস্য)। না, বলুন তাঁর কথা শুনতে হলে আপনার কাছ ছাড়া আর কোথায় যাব? এই জন্য বলছি আপনি আর তিনি এক।

শ্রীম (গম্ভীরভাবে) — হাঁ, খুব সার্টিফিকেট দিচ্ছো যে! তোমার সার্টিফিকেটের value (মূল্য) কি?

(সহাস্যে) ওদেশে (ইংলন্ডে) একটা mutual admiration society (স্তাবক সমিতি) ছিল। একজন 'সার' অর্থাৎ নাইট করেছিলেন। তার মেম্বররা একজন আর একজনকে সুখ্যাতি করতো। এই কাজ করে তারা সমিতিতে গিয়ে।

নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীম-র স্নানের সময় হইয়াছে। তিনি উঠিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যুবক শ্রীম-র অনুমতি লইয়া ঘরে গেল। পাঁচ মিনিটের জন্য শ্রীম বাহিরে আসিলেন সিঁড়ির ঘরে। যুবককে বলিলেন, ছয়টায় এসো।

গ্রীষ্মকাল। তবুও শ্রীম-র গায়ে ধূসর রঙের গরম পাঞ্জাবী। শরীর ঘর্মাক্ত। মখুমণ্ডলে ক্লান্তির ছবি।

যুবক চলিয়া গিয়াছে। শ্রীম পুনরায় নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সতীনাথ যুবকের উপর বিরক্ত। বলিতেছেন, 'কাজে কিছুই করে না। খালি অনর্থক বকাচ্ছে।' অন্তেবাসী বাধা দিয়া বলিলেন, 'সে কি কথা। অত লোক থাকতে যুবক এখানে এয়েছে কেন? বলতে হয়, ঠাকুরই তাঁকে নিয়ে এসেছেন। আমরা স্বার্থপর। নিজের সুবিধাই কেবল খুঁজি। এই কথা শুনিয়া অগত্যা সতীনাথ অভিমান করিয়া বলিলেন, 'কি জানি, আপনাদের ভক্তিবিশ্বাস বেশী।'

শ্রীম সূর্যপক্ক জলে স্নান করিতেছেন। অন্তেবাসী সতীনাথকে লইয়া যতীনের সংবাদের জন্য বলাই-এর বাড়ি গেলেন — Y.M.C.A-র সামনে। তারপর অন্তেবাসী 'উদ্বোধনে' মায়ের বাড়িতে গেলেন প্রসাদ পাইতে।

অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। একটি সাধু শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকালেও তিনি আসিয়াছিলেন। খুব গরম চলিতেছে দুই দিন। শ্রীম গরমে বড় কাতর হন। চারতলার নিজ কক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন স্বামী রাঘবানন্দ, আর সকালের যুবক। সাধুটি ছাদে গিয়া বসিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীম ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন — 'নমস্কার নমস্কার' বলিতে বলিতে। শ্রীম সাধুকে আকাশ দেখাইয়া বলিলেন, এই দেখুন, এই সব দর্শন করুন আপনারা। একবার চেয়ে দেখুন, কি কাণ্ডখানা হচ্ছে!

স্বামী শান্তানন্দের প্রবেশ। শ্রীম তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন, এসো এসো, বসতে আজ্ঞা হোক। কখন এলে? তারপর কুশল প্রশ্নাদির পর 'কথামৃত'-বর্ষণে অভ্যাগতদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কি করে বলে লোক 'আমি কর্তা'! এই দেখ না, তিনি এই বৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই দারুণ গরমের পর বৃষ্টি। কই, কেউ তো এক টুকরো মেঘও তৈরী করতে পারলো না। তবে কর্তা কিসে?

আবার দেখ, মার পেটে ছেলে হবে দশ মাসে। তাই করলে কে? আবার বেদনা দিচ্ছেন। এরই মাঝে আবার মাঝে মাঝে তাস খেলছে। তিনি জানেন, বেশী বেদনা দিলে সইতে পারবে না।

আবার দেখ, পাখীদের ছানার উপর কত মমতা। কত কষ্ট করে তাদের রক্ষা করছে। যেই বড় হলো, কাছে গেলে অমনি ছোঁ মারছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে। কিনা, এখন বড় হয়েছ, উড়ে খাও।

এসব জিনিস করেছেন যিনি, তিনিই কর্তা। চন্দ্র সূর্যকে যিনি করেছেন, আবার আমাদের জন্য যিনি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন তিনিই কর্তা।

একজন সাধু (স্বগত) — কি আশ্চর্য, শ্রীম-র কাছে এসে দু'মিনিট ভগবৎমহিমা শুনে প্রাণ যেন শীতল হল, মাথা ঠাণ্ডা হল। মহিমবাবুর গবেষণামূলক বুদ্ধিপ্রসূত কথা শুনে মাথা গরম হয়েছিল। শ্রীম-র

কথায় সুশীতল হল।

একজন সাধু সকালে শ্রীম-র কাছে আসিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে 'উদ্বোধন'-এ প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিয়া পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। আসিবার পথে স্বামীজীর জন্মস্থানে মহিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। মহিমবাবু স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মনীষী ও ব্রহ্মচারী। আবার ঠাকুরকে দর্শন ও তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছেন।

মহিমবাবু বাড়ির সামনে রাস্তার পাশেই উপবিষ্ট চেয়ারে। সাধুকে দেখিয়া অতি স্নেহে সামনে আর একটি চেয়ারে বসাইলেন। চায়ের সময় হওয়ায় তিনি চা খাইতেছেন। সাধু চা খান না। তাই সামনে দোকান হইতে কয়েকটি দেশী বিস্কুট আনাইয়া সাধুর হাতে দিয়া বলিলেন, নাও, বসে বসে চিবোও।

তোমার সেই তেল লঙ্কা আদা দিয়ে মুড়ি খাওয়ানোর কথা বেশ মনে আছে। ৬।৭ বছর হয়ে গেল। মাস্টারমশায়ের স্কুলবাড়িতে। আর গরম গরম সিঙ্গাড়া কচুরী। তুমি মাদ্রাজ থেকে আসার পর পঞ্চাননের (স্বামী অসঙ্গানন্দের) খবর পাও? আমি তাকে বলেছিলাম, পড়বে আর যা কাজ আছে করবে। আর যতটা পারিস্ ধ্যান জপ করবি। ঝগড়া-ঝাঁটিতে থাকবি না। যদি তা' না পার তবে সরে পড় — 'কার বা ধারি ধার'? গত বছর একটা লিস্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল কি কি বই পড়বে। আমি সোশিওলজি আর পলিটিক্যাল ইকনমিক্সের কতকগুলি বইয়ের নাম করে দিয়েছিলাম। জুইশ হিস্ট্রীর কথাও জানতে চেয়েছিল।

মহিমবাবু (সাধুর প্রতি) — দেখ, তোমায় বলছি একটা কথা, এই সংসারে কিছু আশা করো না। এখানে একথালা ভাত আর তিনটে ঝাঁটার তরকারী পাবে।

সাধু (স্বগত) — বেশ কথা তো, একথালা ভাত আর ঝাঁটার তরকারী।

এইবার তাঁহার সুগভীর চিন্তামূলক গবেষণার কথা বলিতেছেন। 'The Theory of Light', 'The Solar Disc', 'The Cosmic Evolution', প্রভৃতি বলিতে লাগলেন। আর সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতে

লাগিলেন। মহাভারত উদ্ধৃত করিয়া এসব গবেষণার কথা বুঝাইতে লাগিলেন। Solar region (সূর্যপ্রদেশ) খুব ঠাণ্ডা — গরম নয়, ইত্যাদি নানা কথা বলিলেন।

মহিমবাবু (সাধুর প্রতি) — দেখ, ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রার্থনা কর। তিনি শক্তি দেবেন এসব expand (বৃদ্ধি) করতে। Continue my line. This is my last request. (আমার চিন্তাধারা চালু রাখ, এই আমার শেষ অনুরোধ)। 'প্রভুর কি মহিমা' — একথা আমার ভালো লাগে না। Dry intellect (শুষ্ক প্রাণ) আমি। আমার এই সব চিন্তাধারা তোমরা চালাবে, আর পঞ্চাকেও বলবে। আমাদের সব গেছে, slave (ক্রীতদাস) হয়ে পড়েছি। কিন্তু আছে কেবল Aryan brain (আর্য্যের বিচার)-টা। পাশ্চাত্ত্যেরা আমাদের থিয়োরী এখন নেবে না — পরে নেবে। যেখানে ছেড়ে গেছি, তোমরা সেখান থেকে আরম্ভ করবে। আমার থিয়োরীগুলি চেষ্টা করবো পুস্তকাকারে বের করে রেখে যেতে।

এই সকল কথা শুনিয়া সাধুর মাথা টনটন করিতেছে। সেই অবস্থায় শ্রীম-র কাছে আসিয়া শুনিলেন — আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বৃষ্টি, মনুষ্য প্রভৃতি জীবজন্তুর রচয়িতার কথা। তাঁহার দর্শনের কথা। ইহাই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য — তাঁকে দর্শন করে জন্ম-মৃত্যু নিরোধ করা আর পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া। আর শুনিলেন, মানুষ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' — ভগবানের সন্তান।

সাধু (স্বগত) — শুনি কার কথা, 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি'? শ্রীম-র কথায় প্রাণ শীতল হয়েছে। তিনি অবতারের, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিপ্রাপ্ত পার্ষদ। তাঁর কথা শ্রীভগবানের মুখের কথার প্রতিধ্বনি।

সাধু নিবিষ্ট মনে শ্রীম-র কথা শুনিতেছেন। শ্রীম ছাদে উত্তরাস্য চেয়ারে বসিয়া আছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — তাই তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা, যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড করেছেন। 'মানুষ সব তাঁর সন্তান' ঠাকুর বলতেন — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বেদ বলছেন। আমাদের কিছুই ভাবতে হবে

না, কেবল তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকা। আর যা বলেছেন কিছু কিছু তা' পালন করা। সত্য কথা বলা। সংযম অবলম্বন করা। সাধুসঙ্গ আর সাধুসেবা করা নিত্য। তিনিই তো ভাবছেন বেশী আমাদের জন্য। দেখ না, কি fine situation (চমৎকার অবস্থা)! আমাদের জন্মের আগের খবর নাই, আবার মৃত্যুর পরের খবরও নাই। মাঝখানে বসে আছি কর্তা সেজে — কি beautiful contradiction (সুন্দর অসঙ্গতি) ! এটা যে ধরতে পারে তাকে আর বেশী কিছু করতে হবে না। খালি শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা। তাইতো ঠাকুর বললেন, 'তোদের বিশেষ কিছু করতে হবে না। তোরা কে, আর আমি কে — এ জানলেই হবে।' অর্থাৎ, আমি অবতার আর তোরা আমার সন্তান। দেখ, কি সোজা পথ করে দিয়েছেন। আমাদের বুদ্ধির আর দৌড় কতদূর!

শ্রীম কি ভাবিতেছেন আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — স্বামী বিবেকানন্দের তখন বাইশ তেইশ বছর বয়েস। তখনও সন্ন্যাস নেন নাই। ঠাকুর তাঁকে একদিন বেদান্ত শিখিয়েছিলেন। বললেন, দশটা সরাতে জল আছে। তা'তে পড়েছে সূর্যের প্রতিবিম্ব। (যুবকের প্রতি) একে একে সবগুলি ভাঙ্গ — দশ, নয়, আট, সাত, ছয়। (আর একটি যুবকের প্রতি) তুমি ভাঙ্গ বাকীগুলি — পাঁচ, চার, তিন, দুই এক। (উভয়ের প্রতি) সবগুলি ভেঙ্গে গেলে কি রইল?

উভয় যুবক (একসঙ্গে) — একটা সত্যিকার সূর্য।

শ্রীম (সহাস্যে) — না, হলো না। কিছুই রইলো না। প্রতিবিম্ব সূর্য দশটাই গেল যেগুলি সরাতে জলে ছিল। কে বলবে ক'টা রইল? যে বলবে সেও যে চলে গেল দশটা সরাই যখন ভেঙ্গে গেল। জীব যে শিব হয়ে গেল। (সহাস্যে) স্বামী বিবেকানন্দও বলেছিলেন এই কথা, একটা সূর্য রইল। ঠাকুর বললেন, না। যা রইল তা' মুখে বলা যায় না।

তাই বেদ বলেছেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (মৈত্রেয়ী ২:১৫)। এক দুই — আমরা যা বলি, সেই এক নয়। যে একের দুই নাই, সেই এক

রইলো। কিন্তু তা' মুখে বলা যায় না।

সবগুলি উপাধি যে ভেঙ্গে গেল, এখন কি রইল তা' কে বলবে?

যুবক — কেন একটা সূর্য তো রইল আকাশে।

শ্রীম (সহাস্যে) — কে বলছে একটা রইল। যে বলবে সে যে নাই।

স্বামী প্রবোধানন্দ, গোপালানন্দ, জিতাত্মানন্দ ও হরিবাবুর প্রবেশ। স্বামী প্রবোধানন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম অস্বস্তির সহিত তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। সহাস্যে বলিতেছেন, আ— ওসব আর কেন? ছেড়ে দাও ওসব old superstition (আগেকার ভাব)।

স্বামী প্রবোধানন্দ শ্রীম-র কাছে কিছুকাল ছিলেন। স্বামী গোপালানন্দ মর্টন স্কুলের ছাত্র। আর স্বামী জিতাত্মানন্দ শ্রীম-র পদচ্ছায়াতেই মানুষ হইয়াছেন। তাই প্রিয়জনের সমাগমে শ্রীম-র আনন্দের সীমা নাই। সাধুদের নিজের পাশে বামদিকে জোড়া বেঞ্চিতে বসাইলেন। স্বামী প্রবোধানন্দের হাত ধরিয়া আনন্দে বলিতেছেন, বা তুমি তো বেশ মোটাসোটা হয়েছো। এখন কি করছো তুমি?

স্বামী প্রবোধানন্দ — খড়দাতে ছেলেরা স্বামীজীর কাজ করছে, তাই দেখছি।

শ্রীম — সেন্টার কোথায়? সেন্ট্রালাইজড্ (centralised, কেন্দ্রীভূত) হওয়া উচিত সব কাজ।

স্বামী প্রবোধানন্দ — খড়দাতেই সেন্টার।

এবার পূর্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি চলিতে লাগিল।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বেদান্ত তো ভাল, কিন্তু তার interpret (ব্যাখ্যা) করে কে? শুধু পণ্ডিতের কাজ নয়। অবতারের দরকার। ঈশ্বর মানুষ-রূপ ধরে আসেন। এসে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। এখন ঠাকুর এসেছেন — গুরু-রূপ ধারণ করে! তিনি অবতার, নিজে বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, শাস্ত্র চিনিতে-বালিতে মিশানো আছে। শাস্ত্র শুনতে হয় গুরুমুখ থেকে। তবে তার অর্থ বোঝা যায় — ধারণা হয়। বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র ঋষিদের মুখ থেকে

বের হয়েছে। তাঁদের সিদ্ধান্ত ঠিক। বেদান্তের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। কিন্তু তার অর্থ করে কে? গুরুমুখে শুনলে তবে তার অর্থ হয় ঠিক ঠিক। পড়া, শোনা, আর অনুভূতি। (অন্তেবাসীর প্রতি) অনুভূতি হলে হবে। আবার কথা কওয়া। কথা কইছেন যে ঠাকুর দিনরাত! তা' আবার কেমন! একঘর sceptic (অবিশ্বাসী) বসা, তাদের সামনে। তাই একজন সাহেব বলেছেন (Digby), 'He revealed God to weary travellers' (শ্রান্ত পথিকের কাছে তিনি ঈশ্বরকে উন্মোচিত করলেন)।

স্বামী রাঘবানন্দ — শাস্ত্র তো একেই অনুভূতি বলেছেন। আর এ তো হয় অনেকের জীবনে—inspired (প্রেরিত) হয়ে কথা বলা।

শ্রীম — হাঁ। আছে বটে দেবীসূক্ত, পুরুষসূক্ত — এসব। কিন্তু ঠাকুর দিনরাত কথা কইছেন, মুহুর্মুহু। এক আধবার নয়। এই সমাধিতে এক হয়ে গেলেন। আবার একটু নেবেই অমনি মার সঙ্গে কথা। যেন সাততলা থেকে একতলা বাচ খেলছেন দিবানিশি।

শাস্ত্রে ঐ সব কথা, অনুভূতির কথা — আছে বটে। কিন্তু তা' ধারণা করে কে? খালি গুচ্ছের বই-ই পড়ছে বসে বসে।

স্বামী প্রবোধানন্দ — আচ্ছা, গুরুর শরীর না থাকলে কি করা?

শ্রীম — গুরু তো সর্বদাই রয়েছেন। গুরু তো ঈশ্বর। প্রার্থনা করলে আন্তরিক, তিনি জানিয়ে দেন সব। মনে উদয় হন তিনি ভাবরূপে।

অন্তেবাসী — আচ্ছা, যদি প্রথম গুরুমুখে শুনে শাস্ত্র পড়া যায়?

শ্রীম — হাঁ, তা' ভালো। যেখানে মিললো নিলাম। যেখানে না মিললো নিলাম না।

স্বামী রাঘবানন্দ — অনেকের তো গুরুবাক্যে বিশ্বাস করেই হয়ে যায়।

শ্রীম — হাঁ, তা তো হয়ই। গুরু ঈশ্বর, অবতার, আর সিদ্ধপুরুষ। লোকে যে গুরুকরণ করে — সে গুরুতেই ঈশ্বরবুদ্ধি করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে ছাই হবে। কোনও মানুষে কারও ঈশ্বরবুদ্ধি হলে তবে গুরুকরণ হতে পারে। একবার করলে

আর ছাড়বার উপায় নাই। ঈশ্বরবুদ্ধিতে তাঁর আজ্ঞা পালন করা। তিনি যেমনই হোন্ শিষ্যের কর্তব্য তাঁ'তে ঈশ্বরবুদ্ধি করা।

শাস্ত্র পড়া, গুরুমুখে শাস্ত্র শোনা, আর নিজে উপলব্ধি করা পর পর ভাল। একথা ঠাকুর বলতেন।

ঠাকুরের উপলব্ধি কেমন তা' নিজেই বলেছেন — 'একদিন দেখলাম এই ঘরেই সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ এই শরীরের ভিতর থেকে বের হয়ে বলছেন, আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

দেখ, অবতারলীলা কেমন support করছেন। বলেছিলেন 'দেখলাম, একেবারে সত্ত্বগুণের পূর্ণ আবির্ভাব'। তিনিই এসে শাস্ত্রের যথার্থ বোধ করান।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — হয়তো interpolation (প্রক্ষেপ) হয়েছে। Sect (সম্প্রদায়) রাখবার জন্য ঢুকিয়ে দিল নিজের মত এই শাস্ত্রে। আর authority quote (প্রমাণ উদ্ধরণ) করছে — ঐ শাস্ত্রে আছে বলে। কত interpolations (প্রক্ষেপ) হয়েছে। গুরুমুখ, তাই আমাদের রক্ষে। ঠাকুরের মুখে শুনেছি আমরা শাস্ত্র। আর তাঁর জীবন, অনুভূতি, আচরণ — এ সকলই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা।

'স্বয়মেবাত্মনাত্মানম্ বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম' (গীতা ১০:১৫) — অর্জুন বললেন এই কথা। তিনিই নিজেকে নিজে জানেন। তাই গুরুরূপে এলে এই message (কথা বলে) দেন — আমিই পরমাত্মা, ইদানীং মানুষরূপে এসেছি। আমার কথা শুনে চল, আমি তোমাদের অবিদ্যার পরপারে নিয়ে যাব।

'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি' (গীতা ১৮:৬৮)। ঠাকুরও বলেছেন এই কথা — 'আমার ধ্যান কর'। 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ প্রেম সমাধি।'

শ্রীম নিজে নিজে হাসিতেছেন, আবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — Higher criticism (উচ্চতর সমালোচনা) করছে আজকাল আবার। ক্রাইস্ট ছিলেন কি না —

এই বিচার। কিন্তু এই বুদ্ধি নাই, তিনি যা বলে গেছেন তা' যে Eternal Truth (শাশ্বত সত্য)! আবার অন্য অবতারদের (রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের) সঙ্গে মিলে যাচ্ছে যে! পূর্বাপর সকল অবতারদেরই একই কথা। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি, আর পরমানন্দ লাভই মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন — মশায়, উপায় কি? অমনি তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো, 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস'। গুরু মানে — ঈশ্বর, অবতার। ঠাকুর বললেন এই কথা। ওরা করছে অবিশ্বাস। তা' হলে কেমন করে শান্তি সুখ পায় বল?

অবতারকে সকলে চিনতে পারে কি? যোগেন স্বামীকে তাই ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি অত চট কেন তাদের কথায়? ব্রাহ্ম ভক্তরা অবতার মানে না। ঠাকুরকে মনে করতো একজন উচ্চকোটি সাধু।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ঠাকুর একটি সুন্দর গল্প বলেছিলেন। একজনের একটা হীরা আছে। সে ওটা বেচতে গেল বেগুনওয়ালার কাছে। বেগুনওয়ালা বললে আমি ন' সের বেগুন দিতে পারি। সে বললে দশ সের দাও। দোকানদার বললে — না, ন' সেরের বেশী না। তখন হীরা নিয়ে গেল কাপড়ের দোকানে। দোকানদার বললে, এর দাম ন' শ' টাকা। হাজার টাকা দাও, হীরাওয়ালা বললে, কাপড়ওয়ালা তা' দিলে না! তখন গেল জহুরীর কাছে। সে দেখেই একেবারে লাখ টাকা দাম দিলে।

দেখ, বেগুনওয়ালার (brinjal-seller) কাছ থেকে গেল কাপড়ওয়ালার কাছে, তারপর একেবারে জহুরীর কাছে। মাঝে আর কোথাও গেল না। জহুরী চিনে হীরা। অবতারকে জানতে পারে কেবল নিষ্কাম ভক্তগণ।

বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যের কর্ম নয়। অর্জুন অতবড় অধিকারী, তাঁরই সংশয়! তাঁর কৃপায় যখন চিনালেন তখন চিনলেন।

একজন — কর্ম জ্ঞান ভক্তি — এ সবই পথ। কে কোন্ পথের অধিকারী কে বলবে?

শ্রীম — গুরু বলবেন, আর কে বলতে পারে? নিজে নিজে

করতে গেলে ফল হয় বিপরীত। অর্জুন বললেন, আমি কর্ম করব না — সন্ন্যাস নেব। শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে সঙ্গে রয়েছেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, দাদা, তুমি তা পারবে না, তোমার প্রকৃতিতে রয়েছে কর্ম, জোর করে তোমায় কর্ম করাবে। তবে তোমায় একটা সংকেত বলে দিচ্ছি। নিষ্কাম হয়ে কর। এতে তুমি কর্মফলে বদ্ধ হবে না, অথচ প্রকৃতি থেকে কর্মপ্রকৃতি ক্ষয় হয়ে যাবে। (সহাস্যে) বলেছিলেন, 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি' (গীতা ১৮:৫৯)।

যুবক — অবতার তো গুরু! তাঁকে তো বললেন সকলে চিনতে পারে না। তা'হলে কে বলবে?

শ্রীম — গুরু ভগবান, তিনি তো সর্বত্র সর্বদা রয়েছেন। আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি মনে উদয় হন ভাবরূপে। আর সাধুসঙ্গ করা।

অনেক ভক্ত আসিয়াছেন — শুকলাল, মনোরঞ্জন, বড় জিতেন, নলিনী, বলাই, শান্তি প্রভৃতি বহু লোক।

এদিকে সন্ধ্যা সমাগতা। আকাশ হইতে দুই চারি ফোঁটা জলও পড়িতেছে। শ্রীম সকলকে লইয়া সিঁড়ির ঘরে গেলেন। তারপর নিজ কক্ষে। দেওয়ালে বিলম্বিত দেবদেবী, ভক্ত, মহাপুরুষগণকে সন্ধ্যাবাতি দেখানো হইতেছে। অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ শ্রীম-র কক্ষে প্রবেশ করিলেন, ভক্তগণও কেহ কেহ গিয়াছেন।

এখন শ্রীম আসিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন উত্তরাস্য — চেয়ারে, সিঁড়ির পাশে। সামনে বেঞ্চিতে বসিয়াছেন সাধুগণ। ঘরের পরিসর অল্প, তাই বহু সাধু ভক্তের বসিবার স্থানের অভাব। ভক্তগণ পূর্বদিকে মাদুর বিছাইয়া মেঝেতে বসিয়াছেন। শ্রীম সাধু ও ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। অনেকক্ষণ ধ্যানের পর সাতটার সময় শ্রীম গান গাহিতে বলিলেন, আপনারা কেউ গান জানেন না? সাধুদের তা'হলে বেশ গান শোনানো যেত। (যুবকের প্রতি) তুমি গাও না। কেহই গান জানে না।

শ্রীম-র মন অন্তর্মুখীন। কথা কহিবার ইচ্ছা নাই, তাই গান গাহিতে বলিলেন। গায়ক কেহ নাই, তাই অগত্যা বলিলেন, তবে পাঠ হোক্ — ভাগবত। সাধুদের শোনানো যাক্।

হ্যারিকেন লইয়া স্বামী রাঘবানন্দ পুস্তক আনিতে শ্রীম-র কক্ষে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। শ্রীম তাঁহাকে বারণ করিয়া নিজেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেরী হইতেছে দেখিয়া অন্তেবাসী ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, শ্রীম পুস্তক খুলিয়া পাঠ্য স্থান বাহির করিতেছেন।

শ্রীম-র হাতে দেবী ভাগবত। যুবককে বলিলেন, তুমি পড়ে শোনাও সাধুদের। আচ্ছা, ইনিও পড়তে পারেন। আচ্ছা, জগবন্ধু পড়ে শোনাও। জগবন্ধু দোর গোড়া হইতে উঠিয়া গিয়া শ্রীম-র ডান হাতে বসিলেন পিলারের গায়ে উত্তরাস্য। হ্যারিকেন দক্ষিণ দিকে পিলারের গায়ে শেল্‌ফে রাখা। পাঠক ঈশাণ কোণে মুখ করিয়া পড়িতেছেন। আলোর ভিতর হাওয়া ঢুকিয়াছে, তাই দপ্‌ দপ্‌ করিতেছে। স্বামী প্রবোধানন্দ উঠিয়া আসিয়া চিমনিটা চাপিয়া বসাইয়া দিলেন।

শ্রীম সকলকে বলিতেছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত পাওয়া গেল না, তাই দেবী ভাগবত পড়া হোক্‌। চতুর্থ স্কন্ধ, সতের অধ্যায় হইতে পড়িতে বলিলেন। শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া শুনিতেছেন। বাহিরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হইতেছে। মাঝে মাঝে মেঘগর্জনে ও বিদ্যুতের চমকে সাধু ও ভক্তদের মন বিচলিত হইতেছে। তিন দিক দিয়া ঘরে জল আসিতেছে। ছাদ হইতেও টপ্‌টপ্‌ জল পড়িতেছে। বেশী জল আসিতেছে সাধুদের পিছন দিকে ভাঙ্গা সারসির ফাঁক দিয়া। শ্রীম পাঠ শুনিতেছেন আর মাঝে মাঝে মুচকি হাসিতেছেন — জল পড়া দেখিয়া। তিনি কি ভাবিতেছেন, মানুষেরও এই দশা! সকলের দেহঘরই এরূপ ছিদ্র-সমন্বিত! মাঝে মাঝে এক একবার ব্যাখ্যা করিতেছেন। বলিতেছেন, বাঃ, কি সুন্দর নরনারায়ণের কথা হচ্ছে। উনি (স্বামী শান্তানন্দ) গিছলেন ওদিকে। স্বামী শান্তানন্দ বলিলেন, হ্যাঁ, নরনারায়ণ পাহাড় আছে — বদরীনারায়ণের আগে।

ঊনবিংশ অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত হইল। শ্রীম বলিলেন, ওটা আবার পড় দেখি — কিসে মানুষের পতন হয়। পাঠক তিনবার পড়িয়া পাঠ শেষ করিলেন।

শ্রীম বলিলেন, বাঃ, বেশ সব কথা হল। এসব হল মাইলস্টোন।

ওসব কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত সকলের। সাধুমুখে, আবার সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শুনতে হয়, তবে ধারণা হয়।

শ্রীম-র দৃষ্টি দোরগোড়ায় পড়িল। একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা পিতার সঙ্গে বসিয়া আছে। বাগবাজারে বাড়ি। শ্রীম অতিশয় হর্ষ বিস্ময়ে বলিলেন, ওমা, উটি কে? পিতা বলিলেন, আমার কন্যা। শ্রীম পাঠককে বলিলেন, দেখলে, আমরা দেবীর কথা পড়ছি। তাই এই একটি দেবীরূপ এসেছে। ঠাকুর যোগমায়ার কথা বলেছিলেন — যোগমায়াকে আশ্রয় করে অবতারলীলা হয়। দেবী ভাগবতের এক মত, শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্য মত। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এরূপ মতান্তর কেন? তিনি বললেন, 'সবই সত্য হতে পারে। অনন্ত কাণ্ড!' উঃ, কি আশ্চর্য কথা বললেন — (অনন্ত কাণ্ড)!

পূর্ণেন্দু শ্রীম-র ইঙ্গিতে বাজার হইতে রসগোল্লা লইয়া আসিলেন। শ্রীম নিজ হস্তে পরিবেশন করিতেছেন। সর্বপ্রথমে দিলেন কুমারীকে, কই খুকি। একে আগে দেওয়া যাক্। তারপর সাধুদের দিলেন। একটি সাধু ভাবিতেছিলেন, শ্রীম সকলের আগে দিবেন এই কুমারীকে। মিহিজামে দেখেছি বুধবারের ফল মিষ্টি ও পয়সা বিতরণের সময় আমাকে দিয়ে বালিকাদের দ্বিগুণ দেওয়াতেন, আর সকলের আগে। বলেছিলেন, এরা মহামায়ার অংশ। পুজো দিয়ে এদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়।

স্বামী জিতাত্মানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ ও হরিবাবু শ্রীমকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বেলুড় মঠে যাইবেন। রাত্রি নয়টা।

বেলুড় মঠ, কলিকাতা।
১৬ই জুন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

ষোড়শ অধ্যায়

তাঁহার কৃপালাভ করাই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

বেলুড় মঠ। ধ্যানঘর। মধ্যাহ্ন। পটে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা চলিতেছে। স্বামী ওঁকারানন্দ পূজারী, স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ তন্ত্রধারক। মঠের প্রবীণ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের শুভ বাসনাই এই পূজার প্রধান কারণ। পূজা সমাপ্ত হইতে তিনটা বাজিয়া গেল। চারিটায় শেষ হইল সাধুসেবা।

অন্তেবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর হইতে গ্রীষ্মাবকাশে মঠে আসিয়াছেন। তিনি 'গেস্ট হাউসে' থাকেন। প্রসাদ পাইয়া এইমাত্র ফিরিয়াছেন। ক্ষণকাল মধ্যে স্বামী অক্ষয়ানন্দ আসিয়া বলিলেন, ভক্ত মুদালিয়ারকে নিয়ে শ্রীম-র দর্শনে যেতে হবে যে। স্বামী নির্বাণানন্দ আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে এই কথা বলতে। অন্তেবাসী তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিলেন। শ্রীম-র কাছে যাইতে হইবে বলিয়া আনন্দে তিনি পূর্ণ। পরে শোনা গেল, স্বামী জিতাত্মানন্দ মহারাজ, অন্তেবাসীর সহিত শ্রীমুদালিয়ারকে পাঠাইতে বলিয়াছিলেন।

মোটরবাসে হাওড়া। সেখান হইতে ট্রামে আমহার্স্ট স্ট্রীট। তারপর মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে আসিয়া বসিলেন অন্তেবাসী ও শ্রীমুদালিয়ার। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম নিজকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ছাদে। অভ্যাগত ভক্তগণ দাঁড়াইয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা ও প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বসিলেন বেঞ্চিতে, শ্রীম বসিলেন চেয়ারে উত্তরাস্য।

শ্রীম আজ গম্ভীর। মুখমণ্ডল রুক্ষ। বৃদ্ধ শরীর অসুস্থ হইয়াছে ভাবিয়া অন্তেবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর কেমন? শ্রীম কোন উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, গায়ে গরম জামা আর মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে শরীর অসুস্থ। তখন বলিলেন, হাঁ,

সকালে আমার ছোট ভাই চলে গেছে। আপনারা হয়তো দেখেছেন তাকে।

অন্তেবাসী (উৎকণ্ঠিত ভাবে) — কে, কিশোরীবাবু?

শ্রীম — হাঁ, বয়স বাহাত্তর হয়েছিল। Heart failure (হার্ট ফেলিওর) হয়েছে। একা ছিল। অন্য কেউ ছিল না কাছে। পড়ে গিয়ে ঐ হল।

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ ও অধ্যাপক মাধবনের প্রবেশ। মাধবন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক। ওয়েলিংটন লেনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ অদ্বৈতাশ্রম হইতে আসিয়াছেন।

শ্রীমুদালিয়ার ও শ্রীমাধবনকে অন্তেবাসী শ্রীম-র সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীমুদালিয়ার বাঙ্গালোর হইতে স্বামী সদ্ভাবানন্দের পত্র লইয়া আসিয়াছেন। আর শ্রীমাধবন আনিয়াছেন মহীশূর হইতে স্বামী নিখিলানন্দের পত্র। উভয়েই পত্র দুইখানি শ্রীমকে দিলেন। শ্রীম স্বামী সদ্ভাবানন্দের ও নিখিলানন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া উভয়কে বলিলেন, please convey our most affectionate love and greetings to the Swamis when you return (কৃপা করিয়া আমাদের আন্তরিক স্নেহসম্ভাষণ ও নমস্কার স্বামীজীদের জানাবেন যখন ফিরে যাবেন।)

এতক্ষণে সকলেই বুঝিয়াছেন শ্রীম-র ভ্রাতৃবিয়োগ হইয়াছে। সকলেই তাই নির্বাক্ বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তর্মুখীন ভাবে অন্তেবাসীর প্রতি) — প্রায় সকলেই চলে যাচ্ছেন। তিনটা গ্রুপে ভক্তদের ভাগ করা যায়। (১) যাঁরা সন্ন্যাসী — নরেন্দ্র প্রভৃতি। (২) ছোকরা ভক্তগণ — যেমন পল্টু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র প্রভৃতি। (৩) বড়রা — রাম, বলরাম, সুরেন, গিরিশ, কেদার, (শ্রীম) প্রভৃতি।

শ্রীম আঙ্গুলে একে একে নাম করিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, এই দেখ, সবগুলি গ্রুপই খালি একে একে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — সুবোধ (স্বামী সুবোধানন্দ) কেমন

আছেন? এঁর সঙ্গে কিশোরীর খুব আলাপ ছিল। শিবানন্দ, ওঁর সঙ্গেও ছিল। একলাই থাকতো। ছেলেরা অন্য বাড়ি ভাড়া করে থাকে। একজন একটা হাইস্কুলের হেড। খাবার কিনে খেত। কখনও ঝি রেঁধে দিত মাছের ঝোল আর ভাত।

আর ঠাকুরই চলে গেলেন। আর এ গেল সে গেল — এতে কি হল!

(মাধবনের প্রতি) — Whether this man goes or that man, that does not matter much. We are all living in Eternity (এ গেল সে গেল, এতে এমন কি হল! আমরা সকলেই অনন্তের অধিবাসী)।

(স্বগত) — 'ব্যক্তমধ্যানি ভারত'—। (অন্তেবাসীর প্রতি) কি তারপর?

অন্তেবাসী — অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

(গীতা ২:২৮)

শ্রীম (মুদালিয়ার ও মাধবনের প্রতি) — We do not know the beginning nor the end. We only know these few years of existence. (আমাদের জন্মের আগের খবর নাই, আবার মৃত্যুর পরের খবরও নাই। মাঝখানে বসে আছি কর্তা সেজে)।

(অন্তেবাসীর প্রতি) — আরো আছে, 'বাসাংসি জীর্ণানি' — তারপর কি?

অন্তেবাসী — বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥

(গীতা ২:২২)

অন্তেবাসী আবৃত্তি করিতেছিলেন 'দেহী', স্বামী নিত্যাস্বরূপানন্দ শুদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'নরঃ'।

শ্রীম — আবার আছে, 'যস্ত আত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপশ্চ

মানবঃ। তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।' 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' (গীতা ৩:১৭) — থোক* দিবার জন্য নয়।

(স্বগত) Martha, Martha, thou art throubled with many things. But Mary has chosen the one thing, the better part of which shall not be taken away from her. (মার্থ এগুলো নিয়ে ব্যস্ত। মেরী যা আশ্রয় করেছে এইটি চিরকাল থাকবে)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — 'Many things', mean the world of enjoyment. 'One thing' – the love of God. That is rare and wonderful ('ওগুলো' মানে বিষয়ভোগ। 'যা আশ্রয় করেছে', ভগবৎপ্রেম — অপূর্ব ও অমূল্য সম্পদ)।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি — এর পর তিনি।

(মাধবনের প্রতি) — Seeing this passing away of man, old peole should be careful. They are reminded of this going away. What they call, to be forewarned is to be forearmed (মানুষের শরীরত্যাগ দেখে বুড়োদের সাবধান হওয়া উচিত। ওদের মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ব হতে সাবধান হয়ে প্রস্তুত থাকা)।

(স্মিতহাস্যে) Fools do not know that this very night their soul may be gathered unto the father in heaven (অজ্ঞানীর তো হুঁশ নাই যে এই রাত্রেই তার ডাক পড়তে পারে)।

But that is the most rare privilege in life to see him, the avatar incarnated on earth. Not only that but also to receive his blessings. That is the most rare thing on earth (কিন্তু এই জন্মেই ধরাধামে অবতীর্ণ নররূপী ভগবানের দর্শন পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কেবল তাই নয়,

---

*সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।

তাঁর কৃপাও লাভ করা। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এইটি)।

(সকলের প্রতি) — He (Sri Ramakrishna) used to see in him (Kishori) the most guileless man (সরল)। And wherever he saw 'সরল' he loved. One day he embraced him. He loved him so much (শ্রীরামকৃষ্ণ কিশোরীকে পরম সরল মানুষ দেখতেন। তিনি যাকে সরল দেখতেন, ভালবাসতেন। একদিন তাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি তাকে এত ভালবাসতেন)!

But He (Christ, the God-incarnate) said to Thomas, who was called the doubting disciple — 'Ye have seen me and believe, but blessed are those who have not seen me and yet believe, and have faith in me. They shall have my grace'. This faith shall enable them to attain Him. (ভগবান যীশু সংশয়ী শিষ্য টমাসকে বলেছিলেন — 'তুমি আমাকে দেখেছো তাই শ্রদ্ধা করছো; কিন্তু তারাই ধন্য যারা আমায় দেখে নাই তবু শ্রদ্ধা করছে, আর আমার উপর বিশ্বাস রেখেছে। তারা আমার কৃপার অধিকারী।' এই বিশ্বাসই তাদের ভগবৎলাভে সহায়ক হবে)।

Art and science, mathematics and social reform and the rest are all good, but those are nothing compared to the 'one thing', the Eternal Life — অমৃতত্বম্। (শিল্প ও বিজ্ঞান, গণিত ও সমাজসংস্কার — এসব ভাল, কিন্তু ওসব 'অমৃতের' তুলনায় কিছুই নয়, অমৃতত্বম্)।

The sadhus realise this. They always live in the midst of dead men (সাধুরা ইহা বুঝেন। তাঁহারা সর্বদা মৃত লোকের সঙ্গে বাস করেন)। (অন্তেবাসীর প্রতি) শবসাধন করে সিদ্ধ হয়। This place (world) is the cremation ground. Shiva lives in this cremation ground. He is the phototype. He who does not realise this is not a

sadhu. This is the difference between a *grihastha* and *a sadhu.* The grihastha does not realise it. And a sadhu should never lose sight of it — a sadhu living in the midst of dead bodies! (এই স্থান, সংসার — শ্মশান। এই শ্মশানে শিব থাকেন। তিনিই ফটোটাইপ। ইহার বোধ যিনি করেন নাই, তিনি সাধু নন। সাধু ও গৃহস্থের ইহাই প্রভেদ। গৃহীরা ইহা বোঝেন না। আর সাধুর কখনই ইহা ভোলা উচিত নয় — সাধুর বাস শবের মাঝে)! সাধুদের দিকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য।

একজন সাধু শ্রীম-র চক্ষুর দিকে তাকাইয়া আছেন। (স্বগত) — এই বয়স, আবার সদ্য শোক, কিন্তু কী গভীর অন্তর্মুখীন ভাব! আবার বাহ্য বিষয়ের observations (পর্যবেক্ষণ) কিরূপ strong (সূক্ষ্ম)! এঁর brain-টা (বুদ্ধি) না জানি কিরূপ ভাবে গঠিত। একেই বুঝি বলে, 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' (গীতা ২:৫৬) — স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা।

অন্তেবাসী — আপনার আহার হয়েছে কি?

শ্রীম — হাঁ, দুধ-চিঁড়ে খেয়েছি।

অন্তেবাসী — এবার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করলে হয় না?

শ্রীম — না, তেমন কিছু নয়।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — তুমি (স্বামী) অনন্তানন্দকে চেন?

অন্তেবাসী — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীম — উনি উদিপি, চামুণ্ডা হিল — ও সব স্থানে গেছেন।

শ্রীম (মাধবনের প্রতি) — আপনি 'মাধব বিজয়' পড়েছেন? Have you read this book — 'The Madhava Vijaya'? This sect profess and practise the Dualistic aspect of the Vedanta Philosophy. Sri Chitanya belonged to this sect.

How is Doctor Brajendra Seal?

(আপনি 'মাধব বিজয়' বই পড়েছেন? এই সম্প্রদায়ের আচার

ও প্রচার দ্বৈতবাদ। শ্রীচৈতন্য ছিলেন এই দলের।

ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল কেমন আছেন?)

মাধবন বলিলেন, উনি উহা পড়েন নাই। আর ডক্টর শীল ভাল আছেন। শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন, please convey our most affectionate greetings to Swami Nikhilananda and Swami Siddheswarananda (কৃপা করিয়া আমাদের আন্তরিক স্নেহসম্ভাষণ ও নমস্কার স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে জানাইবেন)।

আর মুদালিয়ারকে বলিলেন, You also please convey the same message to Swami Sadbhavananda, and also tell him that 'I am being sent in reply to your letter — a human letter'. (হাস্য)।

(আপনিও কৃপা করিয়া এই কথাই স্বামী সদ্ভাবানন্দকে জানাইবেন আর তাঁহাকে ইহাও বলিবেন যে, 'আমাকে আপনার পত্রের উত্তরে পাঠাইয়াছেন — একটি জীবন্ত মানব-পত্র')।

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, তুমি এঁদের সব ঘরে নিয়ে যাও। উনি গেলেন ছাদের উত্তর দিকে পুষ্পকুঞ্জে তুলসী প্রণাম করিতে। সাধু ও ভক্তরা শ্রীম-র গৃহের দেওয়ালে বিলম্বিত শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠীর ও অপর দেবদেবীর ছবি দেখিতেছেন। ভক্তগণ ছাদে ফিরিয়া আসিয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। শ্রীমও কিছুক্ষণ মধ্যে ফিরিলেন। নিজ চেয়ারে ছাদের দক্ষিণ দিকে বসিলেন — উত্তরাস্য। অল্পক্ষণ বসিয়াই নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন — বিশ্রাম করিবেন। প্রফেসর মাধবন ও স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

স্বামী রাঘবানন্দের প্রবেশ। মুদালিয়ারের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। উভয়ে দক্ষিণ তীর্থের কথাবার্তা বলিতেছেন। কুড়ি মিনিট পর শ্রীম ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। আবার কিশোরীবাবুর কথা উঠিল; তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরের প্রেমসম্পর্কের কথা। এইবার স্বামী অনন্তানন্দের চিঠি পড়া হইতেছে, উদিপী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন।

শ্রীম সকলকে বলিতেছেন, এই প্রসাদ স্পর্শ করুন ও গ্রহণ করুন। কেবল দর্শনে হয় না। দর্শন, স্পর্শন, সেবন — তিনই চাই। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করিতেছেন — তাহার সঙ্গেই চন্দন সেবন করিলেন আর কুম্‌কুম্‌ ললাটে ধারণ করিলেন তিলকরূপে।

অন্তেবাসী ও মুদালিয়ার বিদায় লইলেন সাড়ে আটটায়। বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন রাত্রি দশটায়।

বেলুড় মঠ, কলিকাতা।
১৬ই জুন, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ,
১লা আষাঢ়, ১৩৩৮ সন, মঙ্গলবার।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীম-লিখিত কয়েকখানি পত্র

(এক)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

মিহিজাম বিদ্যাপীঠ*

5th Nov. 1922

ঁরাসযাত্রা, রবিবার

শ্রীসু—বাবু,

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র ও basket যথাসময়ে পাইয়াছি।

এখানে আহারাদি বিদ্যাপীঠে করিতে হয় — শয়ন পৃথক্ বাসায়। এ বাসায় দু'টি ঘর, একটি আমরা ঠাকুরঘর করিয়াছি। চতুর্দিকে মাঠ — বেশ শ্রীভগবানের উদ্দীপনের স্থান। দুপুরবেলা ও রাত্রে খুব নির্জন — যেন শান্তি ঢালিয়া দেয়। 'ভগবৎ মঙ্গল কিরণে'। ঁরাসপূর্ণিমার চন্দ্র ভ্রম জন্মাইয়া দেয় যেন চতুর্দিকে শ্রীবৃন্দাবন!

আপনারা ঁদক্ষিণেশ্বর দর্শনে গিয়েছিলেন ঁজগদ্ধাত্রীপূজার দিনও, ঁমঠও দর্শন করিয়াছিলেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। দু'টি স্থানই মহাতীর্থ। আর শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদাই সাধুসঙ্গ বা তদ্‌ভাবে নির্জনে বাস উপদেশ দিতেন। কতকগুলি ভক্ত প্রায় প্রত্যহ মঠে যান অতিশয় আনন্দের বিষয়।

আপনার বাটির ও বন্ধুবর্গের ও ভক্তদের কুশল সংবাদ শুনিয়া সুখী হইলাম। With love and namaskar

শ্রীম

আপনার শিমুলতলা আশ্রম দর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে এখনও ভাল শীত পড়ে নাই।

---

* শ্রীম-দর্শন প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

(দুই)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Sri Ramakrishna Vidyapith
Mihijam E.I.R.

Dear Jagabandhu Babajee,

Many thanks for your sacred and interesting letter.

সমুদ্রস্নান, সমুদ্র বেলাভূমিতে ধ্যান, শ্রীমন্দিরে ধ্যান, রত্নবেদী স্পর্শন ও পূজা, ঁমহাপ্রসাদ তিনবার করিয়া সেবন বড়ই ভাগ্যের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীচৈতন্যঅবতারে ঐখানে ২৪ বৎসর ছিলেন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু নিত্য দর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই নিজ অন্তরঙ্গদের এই ঁপুরীধাম দর্শন করিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ওখানে পাঠ করিতেছ বড়ই ভাল। শ্রীচরিতামৃত (অন্ত্যলীলা অর্থাৎ ঁপুরীলীলা) যদি পাঠ করো তো উত্তম হয়। শ্রীশ্রী রাধাকান্তের মঠ, শ্রীনরেন্দ্র সরোবর সব শ্রীচৈতন্যের স্থান এবং সার্বভৌমের বাড়ি। ক্ষেত্রবাসীর মঠ ও শশী নিকেতন দর্শন করিবেন। সেখানে শ্রীশ্রীমা ও ভক্তগণ অনেকবার ছিলেন।

With love and namaskar
M.

Sj. Jagabandhu Roy
C/O. Damodar Mahapatra
Jnati-panda
Dole Mandap Sahi
Puri, (Orissa)
(Post office stamp dt. 20 Nov. 1922)

(তিন)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ
23rd Nov. 1922

শ্রীশ্রীসুবোধ মহারাজ,

তোমার কুশল সংবাদ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি এখানে প্রায় একমাস আছি — মাঝে জামতাড়া আশ্রমে গিয়া ৫ দিন ছিলাম। এখনও তেমন শীত না পড়াতে শরীরে তত বল পাই না। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রের c/o-এ আছি। বেশ নির্জন স্থান — যোগীজনের উপযোগী। বিদ্যাপীঠ Baidyanath-এ remove হবার কথা হচ্ছে — মাঘের শেষে।

তুমি স্নেহ-সম্ভাষণ ও নমস্কার জানিবে। শ্রীযুক্ত বিমলকেও জানাইবে ও ঁভুবনেশ্বর মঠের ভক্তদের জানাইবে। শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু এখন কোথায় — এখন ভুবনেশ্বরে accomodn. কিরূপ?

Ever affectionately
শ্রীম

শ্রীযুক্ত জ-বাবাজী,

তোমার interesting পত্রখানি পড়িয়া যেন ঁপুরীধামে বেড়াইতেছি ও ঁজগবন্ধু দর্শন করিতেছি মনে হইতেছে। খামের মধ্যে কণিকামাত্র ঁমহাপ্রসাদ যদি পাঠাও বড়ই আনন্দ হবে। শ্রীযুক্ত সুখলাল বাবুকে বলিবে যে একটু শরীর সারিলে তাঁহার শিমুলতলা ধামে যাইবার চেষ্টা করিব।

With love and namaskar
শ্রীম

Swamy Subodhananda
c/o. Sj. Jagabandhu Roy
ঁদামোদর মহাপাত্রের বাটী (Jnati Panda)
Dole Mandap Sahi
Puri

(চার)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

মিহিজাম, 23rd Nov. 1922

শ্রীসু — বাবাজী,

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। এতো কর্মের ভিতর যে সাধুসঙ্গ ও সর্বদা ঠাকুরের চিন্তা করিতেছেন এটি তাঁহার বিশেষ কৃপা। দমদমার সিপাহীরা তিন ঘন্টার ছুটিতে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি তাঁহাদের জন্য কেঁদে ২ বলিতেন 'মা ওদের কৃপা করতে হবে ওরা যে এত কাজের ভিতর থেকে ব্যাকুল হয়ে আসে'।

এখানকার ব্রহ্মচারীরা আসিয়া সন্ধ্যার পর শ্রীমৎ ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। সেদিন শ্রীভগবান উদ্ধবকে সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। আপনি একাদশ স্কন্ধ দেখিবেন। ঠাকুরও বলিতেন কেবল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ।

শিমুলতলার জন্য আমাদের কাছে একখানি Introduction letter পাঠাইবেন। যদি শরীরে বল পাই, পরে যাবার চেষ্টা করিব।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জনবাবুকে বলিবেন, তাঁহার পত্রে ঁমঠের বর্ণনা পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। সাধুরাই best men in the world —মহাত্মা, ঠাকুর বারবার বলেছেন।

দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইলে অবশ্য আপনাকে জানাইব।

With love and namaskar

শ্রীম

(পাঁচ)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam, 29th Nov. 1922

Dear S—Babajee,

Your kind and affectionate note to hand. Also enclosed therein were a very intetesting letter from

Jagabandhu Babu and another addressed to the *malis* of Simultala. Benoy Babu has also read your note.

I still feel weak – also it wd. (would) have been a great pleasure to me to visit Simultala after your very kind and warm invitation. খুব ইচ্ছা আছে।

২৫ অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীমার জন্ম-মহোৎসব বেলুড় মঠে। আপনারা নিশ্চয়ই বন্ধুবর্গের সহিত সেখানে উপস্থিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আপনাদের কুশল সংবাদ পাইয়া আমরা সুখী হইলাম।

Affectionately
শ্রীম

শ্রীযুক্ত ম—বাবু,

আপনি কি গত সোমবারে মঠে শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) জন্মোৎসবে গিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত জগবন্ধুকে বলিবেন যে ঁপুরীধাম হইতে তাঁহার প্রেরিত ঁমহাপ্রসাদ আমরা সকলে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আজ তাঁহার পত্রে মঠের বিবরণ পড়িয়া আরো আনন্দিত হইলাম।

শ্রীরাখালবাবু, শ্রীযুক্ত রশেমবাবু ও সকল ভক্তদের নমস্কার ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবেন।

Affectionately
শ্রীম

(ছয়)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam,
New Year's Day, 1923

শ্রীজ-বাবাজী,

ঁমঠের বর্ণনাযুক্ত তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ঐ সকল বর্ণনা পড়িয়া আমাদেরও সাধুসঙ্গ হইতেছে — কোন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রমেশকে বলিবেন তিনি কেন

X-mas বর্ণনা (graphic) করিয়া লেখেন নাই — যেমন শ্রীকথামৃতের বর্ণনা। শ্রীযুক্ত ভক্তদের সকলকে নমস্কার ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবেন।

Affectionately
M.

শ্রীসু — বাবু,

আপনার প্রেরিত (per অমৃতবাবু) সমস্ত দ্রব্য পাইয়াছি। আমাদের নমস্কার ও স্নেহ সম্ভাষণ জানিবেন। এখানে অনেক দ্রব্য জমিয়া গিয়াছে। আমরা লিখিলে পাঠাবেন। আমার এখনও দুর্বলতা ও nervousness যায় নাই। শীতে ভাল হবার আশা আছে।

Affectionately
M.

শ্রীর — বাবাজী,

তোমার পত্র পাইয়াছি। 1st Divn.-এ যেন pass হয়। "যে নুনের হিসাব করিতে পারে সে মিছরীর হিসাব করিতে পারে।" স্বামীজীকে দেখো। X-mas বর্ণনা লেখ নাই কেন? শ্রীযুক্ত কাকাবাবুর বাধ্য হয়ে থাকা উচিত — গুরুজন, মঙ্গলচেষ্টা করিতেছেন। বাধ্য হওয়া ও সেবা করা উচিত। একটু অসুবিধা হলেই বা।

Affectionately
M

(সাত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam
11th. Jan. 23

শ্রীসু — বাবাজী,

আপনার পত্র পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনি সর্ব তীর্থময় ঁদক্ষিণেশ্বর দর্শন করিয়া ঁমঠে স্বামীজীর মহোৎসব

দেখেছেন — সাধু ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ-সঙ্গে। ভরসা করি শ্রীশ্রীরাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) জন্ম-মহোৎসব দেখিবেন ও পৌষ-সংক্রান্তিতে ৬টার স্টীমারে ঁদক্ষিণেশ্বরে গিয়া শীঘ্র স্নানান্তে ৯টার মধ্যে মঠে ফিরিয়া সংকীর্তনাদি দেখিবেন সাধুসঙ্গে। সংক্রান্তির সকালবেলা মঠে খুব আনন্দ; আর পথে মা গঙ্গার দুই ধার পিপীলিকাবৎ ভক্তদের স্নান পূজা — যেন সনাতন হিন্দুধর্ম মূর্তিমান। তৎপরে আবার ঁসরস্বতী পূজা মঠে ও কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় আনন্দ। শ্রীরাম ভক্তদের বলিতেছেন (অধ্যাত্ম রামায়ণ) 'আমার মহোৎসবে যাইবে — তবে শ্রীভগবানের উদ্দীপন হইবে'?। শ্রীজগবন্ধু, শ্রীমনোরঞ্জন রাত্রে মঠে ছিলেন ও স্বামীজীর উৎসবে সেবা করেছেন সাধুসঙ্গে, তাঁহারা ধন্য।

Affectionately
শ্রীম

(আট)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam, 16th Jan. 23

শ্রীশ্রীসু — বাবু

ঁসংক্রান্তির দিনে অসংখ্য লোকের গঙ্গাস্নান দর্শন, ঁদক্ষিণেশ্বর দর্শন, ঁআদ্যাপীঠ দর্শন ও ঁমঠ দর্শন কথা মনে পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। সংক্রান্তির দিনে ঁগঙ্গাস্নান, নামসঙ্কীর্তন, সাধুদর্শন, শ্রীজগদম্বা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, আবার মঠে শ্রীমহাপ্রসাদ পাওয়া অনেক তপস্যার ফল। ধন্য আপনারা।

আবার ঁশ্রীসরস্বতীপূজা ও ব্রাহ্ম মহোৎসব। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেন অমনি ঁসরস্বতীর পটের দিকে চাহিয়া 'বাগ্‌বাদিনী বাগ্‌বাদিনী' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কথা আরম্ভ করিতেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের কাছে ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেন — কেননা তাঁহারা হরিনাম করেন — তাঁহাদের উৎসবেও যাইতেন। এসব সর্বদা দেখিলে শ্রীভগবানের নিশ্চয় উদ্দীপন হয়।

আমাদের স্নেহ সম্ভাষণ ও নমস্কার ভক্তদের জানাইবেন, আর

যদি সুবিধা হয় (or thro : জগবন্ধু) তাঁহাদের কাছে এ পত্র পড়িবেন।

শ্রীরাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) জন্ম মহোৎসব ১৯ জানুয়ারী ভুলিবেন না।

শ্রীশ্রীম — বাবু,

আপনার শ্রীদক্ষিণেশ্বর দর্শন কথা পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। Our loving greetings to Sj. Rames, Sj. Jagabandhu.

Affectionately

M.

পুঃ — শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী এখন কোথায়? রমেশ বা ডাক্তারবাবুকে বা মঠে সাধুদের জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি দেখা হয় তাঁহাকে নমস্কার জানাইবেন ও বলিবেন যে তাঁহার স্নেহপত্র পাইয়াছি।

Affectionately

M

(নয়)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam,
27 Jan 1923

Dear S — Babu,

আপনার পত্র পাঠে আনন্দিত হইলাম (ও তন্মধ্যে শ্রীরমেশ ও শ্রীজগবন্ধুর পত্র)। আপনি ঁমঠে ও ঁদক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম — বিশেষতঃ আপনি এতো কাজের মধ্য দিয়া যাইতেছেন! নিশ্চয় জানিবেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা হইবে — তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি।

শ্রীশ্রীগৌরীমা তাঁহার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) সময়ের ভক্ত ও তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন ও তাঁহার কৃপাপাত্রী ছিলেন। তাঁহাকে (শ্রীশ্রীগৌরীমাকে) দর্শন করিলে ঠাকুরের উদ্দীপন হইবে।

সাধুসঙ্গ, দেবদর্শন, তীর্থদর্শন করিলে পরম অর্থ উপার্জন হয়।

তাহার পরে এক জায়গায় নির্জনে বসিয়া ঐ অর্থ ভোগ করা — বসিয়া বসিয়া খাওয়া।

Affectionately
শ্রীম

(দশ)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam,
12th February, 23

শ্রীসুখলালবাবু,

আপনার স্নেহপত্র ও basket যথাসময়ে পাইয়াছি। কাল শিবরাত্রি — এখান হইতে সুধীর কাশীধাম যাত্রা করিলেন সেখানে সাধুসঙ্গে শিবরাত্রি মহাব্রত করিবেন বলিয়া। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি যাইতে পারিলাম না। বেলুড় মঠে এই সময়ে যাইতে ইচ্ছা হয় — ঐ ব্রত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও মহোৎসব সাধুসঙ্গে ও ভক্তসঙ্গে যোগদান করিতে খুব ব্যাকুলতা হয় — কিন্তু অক্ষম। আপনারা কি ঐ কয়দিন মঠে সাধুসঙ্গে যতদূর পারেন কাটাইবেন?

With love & namaskar
Affectionately
শ্রীম

শ্রীজ — বাবু

আপনার নবদ্বীপধামের পত্র ও বর্ণনাপত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ধুলোট ও নগরসংকীর্তন কথা কি মধুর! শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ও শ্রীরমেশ ও আপনি স্নেহ সম্ভাষণ ও নমস্কার জানিবেন ও সকল ভক্তেরা জানিবেন।

Affectionately
M.

আপনারা কি সাধুসঙ্গে মঠে শিবরাত্রি ব্রত করিবেন?

(এগারো)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam,
২রা বৈশাখ, ১৩৩০

শ্রীসু — বাবু,

এই নববর্ষের Greetings, নমস্কার ও ভালবাসা জানিবেন। আপনার বাটির কুশল ও চৈত্র মাসের কাজের ভিড় কমিয়া গিয়াছে ও কষ্ট হয় নাই শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

Ever affectionately
M.

শ্রীজ — বাবু,

My love and namaskar to your goodself, to Rames and to Sj. মনোরঞ্জন — new year's greetings to all. আপনারা ঁদক্ষিণেশ্বের ও ঁমঠ, সংক্রান্তির দিনে দর্শন করিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। কে ২ ভক্তরা ও সাধুরা (যতদূর জানেন) ঁজয়রামবাটী গিয়াছেন লিখিবেন। শ্রীরমেশ কি সেখানে গেছেন? বিনয়বাবুরা (স্বামী জিতাত্মানন্দ) কেহ কেহ যাইতে পারেন — ঠিক নাই।

Miss McLeod এখন কোথায় আছেন? শ্রীনারায়ণ Ayengar (স্বামী শ্রীবাসানন্দ) মহাশয় কি মঠে আছেন? তাঁহাকে আমার নমস্কার ও love জানাইবেন। তিনি কি ঁভুবেনশ্বরে গিয়াছিলেন? তিনি কি ঁজয়রামবাটী যাইবেন?

শ্রীযুক্ত জিতেনবাবুর পত্র পাইয়াছি, তাঁহাকে বলিবেন। তিনিও Dr. Babu বোধহয় আজকাল আবার মঠে রাত্রে থাকেন। জিজ্ঞাসা করিবেন।

Trusting you are all well.

Ever affectionately
M.

(বার)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam, 24th Feb. 1923

Dear J — Babajee,

Many thanks for your graphic description of the Star Theatre meeting & for your postcard. You have brought the proceedings just before our eyes! Sj. Sitapati Maharaj & Sj. Benoy left here at 5 a.m. for ৺Mahotsava.

My love & namaskar to Sj. Dr. Babu & all Bhaktas. My Sastanga to all *Sadhus & Bhaktas* assembled at the Math for witnessing the Great Mahotsava celebrating the anniversary of the birth of our dear Lord & Master, God-Incarnate for Humanity.

Greetings to Sj. Suklal Babu, Sj. Rames & Sj. Manoranjan & show him this letter.

Affectionately
M.

Kindly tell Amulya Babu (Sr.) that I have recd, his kind note.

শ্রীম — বাবু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনার এখানে আসার কথা লিখিয়াছেন — যদি সুবিধা হয় আসিবেন —আমরা মার্চ মধ্য (middle) পর্যন্ত নিশ্চয় থাকিব এইরূপ বোধহয়।

Affectionately
M.

(তের)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam,
22nd April, 1923

শ্রীসু — বাবু,

আমাদের নমস্কার ও আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানিবেন। শ্রীডাক্তারবাবুর মুখে শ্রীশ্রীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা বিবরণ শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ঁকামারপুকুরের মাটি ও ঁরঘুবীরের, শ্রীশ্রীমার মহোৎসবের ও আনুড়ের ঁবিশালাক্ষীর প্রসাদ পাইলাম। অতি কঠিন তীর্থ কিন্তু মহাতীর্থ — শীতকালে গিয়া ভক্তেরা বেশ থাকিতে পারেন। আপনার বাটির কুশল শুনিয়া সুখী হইলাম।

Affectionately
শ্রীম

শ্রীজ — বাবু,

আপনার ও শ্রীসুখলালবাবুর স্নেহপত্র পাইয়াছি — ও ঁমঠের বিবরণ। আপনি কি শীঘ্র বাটী যাইবেন?

Affectionately
শ্রীম

শ্রীম—বাবু,

আপনার শেষ পত্র ও মঠের বর্ণনা আজ পাইলাম। শ্রীযুক্ত রমেশ আসিলে তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিলে আপনার ঐ মহাতীর্থে গমন ও ঁপ্রতিষ্ঠা দর্শন মহোৎসব আনন্দ অনেকটা হইবে।

Affectionately
M.

শ্রীর — বাবু,

আপনি ঁমহাতীর্থে গমন করিয়াছিলেন ও ঁপ্রতিষ্ঠা মহোৎসব দর্শন করিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনার এই কয়দিনের বিস্তৃত Diary যদি পাঠান আমরা কৃতার্থ হইব। আপনি লেখাপড়া শিখেছেন। আমরা expect করি Diary লিখিয়া

সুখলালবাবু ও friends-দের শুনাইবেন ও পরেই আমাদের পাঠাবেন এই প্রার্থনা। Hope you will not be idle. Diary-তে সকল ভক্তদের নাম list দিবেন। Affectionately

M.

(চৌদ্দ)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Haris Chatterjee St.
(Bhowanipore)
Gadadhar Asharm.
13th May, 1926

শ্রীসিদ্ধানন্দ বাবাজী,

তুমি, গোপাল, মহেশ ও সকল ভক্তরা স্নেহ সম্ভাষণ ও নমস্কার জানিবে।

শ্রীজিতেনবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছ তাহার উত্তর তিনি শীঘ্র দিবেন। শ্রীশিবানন্দ মঃর ঁপুরী দর্শন ও ঁভুবনেশ্বর দর্শন ও ভক্তসঙ্গে আনন্দ ও তোমার দেওয়া গলায় মালা যেন এখনও দেখিতেছি।

Novel (পাঠ) উঠাইয়াছ বেশ। আবার ঁঠাকুর খবরের কাগজ ছুঁইলে গঙ্গাজলে হাত ধুইতেন, সেটি বিবেচনা করিবে। Subscription আদায়ের জন্য সাধু-প্রতিষ্ঠিত Library-তে কি newspaper ঢোকানো উচিত?

Trusting you are all well.

Affectionately
শ্রীম

শ্রীজ — বাবাজী,

তোমার charming পত্র with সাধু ভক্তদের fascinating কাহিনী পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। দীক্ষা from মঠ is only a stepping stone to ব্রহ্মচর্য্য — hence invaluable.

With best wishes, Affectionately

M.

শ্রীগ বাবাজী,

সেদিন সাধুপ্রদত্ত ঁমহাপ্রসাদ ও তোমার পত্র মধ্যে শ্রীচরণ তুলসী ও ঁমহাপ্রসাদ পাইয়াছি। ধন্য! ধন্য!

এই আশ্রমে (গদাধর-আশ্রম, ভবানীপুর) কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। সবই প্রভুর ইচ্ছা। তোমার স্নেহপত্রগুলি পাইয়াছি। শ্রীশিবানন্দ মঃ ও অন্যান্য সাধুদের সেবা করিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। সাধুসেবা বই উপায় নাই।

Affectionately
শ্রীম

(পনের)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Cal., 28th July, 1926

Dear J — Babu,

আপনি শ্রীশিবানন্দ মহারাজকে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। যিনি দীক্ষা দিয়াছেন তিনি সর্বদা মঙ্গল চিন্তা করেন — তাঁহাকে না জানাইয়া কোন পরামর্শ করিতে নাই। বিশেষতঃ as to such serious step as you propose to take. নিজের বুদ্ধি weighed in the balance is found wanting. গুরু কর্ণধার। গুরু কত বড় বস্তু appreciate করা হয় না বলিয়া নিজের বুদ্ধি বা friend-দের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা। Now that you have taken দীক্ষা your path is straight easy and clear. Cast your care on the preceptor who is so kind — affectionate. অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

Trusting you are all quite well & hoping to hear from you when you go elsewhere & with love & namasker to all friends.

Affectionately
M.

(ষোল)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

50, Amherst St. Cal.
11th Aug. 1926.

Dear Jagabandhu Babu,

Many thanks for ঁগদাধরের প্রসাদ।

শ্রীশিবানন্দ মঃ আপনার গুরুদেব। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার আজ্ঞা লইয়া কাজ করিতেছেন — আর চিন্তা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সবই মঙ্গল হইবে।

Trusting you, Sj. Charu Maharaj and all friends of Benares Asram are doing well.

Affectionately
M.

শ্রীঃ—

শ্রীসুখেন্দুবাবু,

আপনারা সকলে স্নেহ সম্ভাষণ ও নমস্কার জানিবেন। প্রত্যহ Post-Card লিখিতেন ভুলক্রমে। কিন্তু ভুল হইলেও, সেই সকল Post-Card-এ আমাদের কি আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না। বোধ হইত যেন ঁকাশীতে আছি ও সাধুসঙ্গে আশ্রমে আছি!! কি সুন্দর ছবি প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম।

m.n.g.

প্রত্যহ লিখা অবশ্য আপনার কষ্ট হইত কিন্তু আমাদের পক্ষে স্বর্গের ছবি!

50 Amherst St.
Calcutta.

Sj. Jagabandhu Babu, B.A.,
(& Sukhendu Babu), C/0 Sj. Chandra Maharaj
Sri Ramakrishna Adwaita Asram, Laksha
Benares City, U.P.

(সতের)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

50 Amherst St.
Cal :
11th May, 1929

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বাবাজী,

তোমার অসুস্থ শরীর শুনিয়া বড়ই আমরা চিন্তিত আছি। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা দেখিতেছেন। কলিকাল অন্নগত প্রাণ — তাঁহারও সর্বদা শরীর অসুস্থ ছিল ও বড় রোগে ভুগিলেন। শেষে দশমাস cancer।

শরীর দুর্বল হলে মনও দুর্বল হয়। তাই momentary. "The spirit is omnipotent," said S.V. Said Bhagaban. শ্রীকৃষ্ণ "ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং" etc. Again "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" etc.

শরীর দুর্বল বলেই 'ত্রাস'। শ্রীশ্রীঠাকুর সহায় — ভয় কি? Ultimately Victory! Victory. "জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্, যেষাম্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ"।

তোমার কি vaccination হয় নাই? কবার হয়েছে? Last time কয় বছর আগে?

Trusting this will find you better & full of the Joy of the Lord. My loving greeting to all Bhaktas of Ooty.

Brahmachari Jagabandhu
Sri Ramakrishna Asram
P.O. Ootacamund
(South India)

Ever Yours
Affectionately
M.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(ষোড়শ ভাগ)

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ
(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)
(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial
(৫) A Short Life of Sri "M"
(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)
(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
   579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
   Sri Ma Trust
   Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(ষোড়শ ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চন্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় সংস্করণ
শ্রীশ্রী সারদামায়ের জন্মতিথি. ২২শে অগ্রহায়ণ. ১৪১৬
(৮ই ডিসেম্বর, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ২

প্রথম অধ্যায়

জীবকে শিব বানাইতে বদ্ধপরিকর শ্রীম ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তব্য আগে ঠিক করতে হয় ১৮

তৃতীয় অধ্যায়

জন্ম দ্বিতীয়া — বেলুড় মঠে শ্রীম ২৫

চতুর্থ অধ্যায়

কিছু করলে খেদ মেটে ৩৬

পঞ্চম অধ্যায়

তপস্বী শ্রীম হিমালয়ে, ঋষিকেশে ৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যাপীঠ সংবাদ ৬০

সপ্তম অধ্যায়

কাঁচা বিশ্বাস ও পাকা বিশ্বাস ৬৯

অষ্টম অধ্যায়

প্রথমে কর্ম ও তপস্যা — পরে কর্মই তপস্যা ৭৩

নবম অধ্যায়

প্রথম বিদ্যাপীঠ মিহিজামে ৮৯

দশম অধ্যায়

বেলুড় মঠের সাধু ও শ্রীম ৯২

একাদশ অধ্যায়

ঠাকুর এলেনই বীর তৈরী করতে ১০৮

দ্বাদশ অধ্যায়
গান্ধীজী ও কর্মযোগ ১১৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়
ষোড়শীপূজা ১২৮
চতুর্দশ অধ্যায়
যেমন ভাব, তেমন গান ১৩১
পঞ্চদশ অধ্যায়
শাস্ত্র শুনতে হয় সাধুমুখ থেকে ১৩৬
ষোড়শ অধ্যায়
তাঁহার কৃপালাভ করাই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ১৫৫
সপ্তদশ অধ্যায়
শ্রীম-লিখিত কয়েকখানি পত্র ১৬৩

* * *

শ্রীম (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

(১৪ই জুলাই, ১৮৫৪ হইতে ৪ঠা জুন, ১৯৩২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত

"তুমি আপনার লোক, এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র"

মর্টন স্কুল
(বর্তমানে ‘হিন্দু একাডেমী’)

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা

(৩০শে নভেম্বর, ১৯১৫ হইতে ২৬শে মে, ২০০২)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ রচিত

‘শ্রীম-দর্শন’ মহাগ্রন্থের প্রকাশিকা এবং হিন্দি অনুবাদিকা

গ্রন্থকার স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

(গঙ্গা দশহরা, ১৮৯৩ হইতে ১২ই জুলাই, ১৯৭৫)

শ্রীম (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

(১৪ই জুলাই, ১৮৫৪ হইতে ৪ঠা জুন, ১৯৩২)

“বুঝি কোন যোগী, কোন ঋষি জীবকে যাচিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি বিলাইতে আশ্রমবাসী হইয়া রহিয়াছেন।”